NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত ড্র, প্লে অফের আশা টিকে ভারতের

বিজেপির জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার বর্ধমানে ৬

কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৯ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৮৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.09.2025, Vol.19, Issue No. 87, 8 Pages, Price 3.00

‘জিএসটি সংস্কার ঐতিহাসিক, পকেট কাটছেন মমতা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার বিধানসভার দক্ষিণ গেটে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একাধারে প্রশংসা অন্যদিকে তীব্র আক্রমণে রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তুললেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক জিএসটি সংস্কারকে তিনি ‘ঐতিহাসিক’ বলে প্রশংসা করে জানান, ‘চুলের তেল, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, সাবান, নুডলস, চকলেট- সবই ৫ শতাংশ স্ল্যাবে। রেস্তোরাঁয় দুধ, পনির, রুটি-পরোটা- জিএসটি শূন্য। জীবনরক্ষাকারী ওষুধ থেকেও জিএসটি মকুব। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর জন্য এটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।’

হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এদিন বিধানসভার বাইরে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। ২ ঘণ্টার মধ্যে একে একে সাসপেন্ড বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, অশোক দিন্দা, মিহির গোস্বামী, বঙ্কিম হাজরা। গোটা বিষয়ের তীব্র নিন্দা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়েই শুভেন্দু বলেন, ‘যেভাবে বিজেপি বিধায়কদের প্রহার করা হয়েছে, তা নিন্দনীয়।

ইতিমধ্যেই শঙ্কর ঘোষকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। বঙ্কিম ঘোষের বুকে দুটো স্টেইন রয়েছে। তিনি হাসপাতালে। স্বৈরাচারী রাজত্ব শেষ হবে। বাংলার মানুষ আমাদের পাঠিয়েছিলেন বিধানসভায়।’ শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ,‘মোদী চোর’ মন্তব্য রাহুল গান্ধির মামলার পুনরাবৃত্তি। তিনি বলেন, রাহুল যেমন ‘মোদী’ উপাধিধারী পুরো সমাজকে অপমান করায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, মমতাও একই অপরাধ করেছেন।

এরপরেই তাঁর আক্রমণ তীব্র হয়। তিনি বলেন, ‘দেশের মধ্যে বাংলায় সবচেয়ে দামী পেট্রোল-ডিজেল। খালা মমতা কর কমাচ্ছেন না, সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, পেনশনভোগী সবাই বঞ্চিত, কৃষক লোকসানে, স্কুল বন্ধ হচ্ছে।’ শুভেন্দু দাবি করেন, পেট্রোল-ডিজেলের দাম অন্তত ১০-১২ টাকা কমানো হোক, না হলে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

তিনি শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া ডিএ, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের প্রাপ্য অর্থ, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ মেটানোর দাবি জানান। স্পিকারের ভূমিকা নিয়েও তোপ দেগে বলেন, ‘বিজেপিকে একা লড়তে হচ্ছে, স্পিকার তৃণমূলের ইশারায় বিরোধীদের বের করছেন, মিথ্যা বলছেন।’ শেষে তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘পেট্রোল-ডিজেলের সেস তুলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমান, উৎসবের আগে মানুষের স্বস্তি ফেরান।’

বিক্ষোভ-স্লোগানে অশান্ত বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ‘হেনস্থা’ ইস্যুতে বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় নজিরবিহীন অশান্তি তৈরি হয়। বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা। আর সে সময়ে বিধানসভায় তুলকালামকাণ্ড। বিজেপি বিধায়কদের বিক্ষোভ, কাগজ ছেড়া, স্পিকারের সাসপেনশন, বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের ধস্তাধস্তি, মার্শাল দিয়ে রীতিমতো চ্যাংদোলা করে তাঁর বার করানো- এককথায় বৃহস্পতিবার বিধানসভাকক্ষে নজিরবিহীন ছবি।

আলোচনার শুরুতেই বিজেপি বিধায়কেরা স্লোগান দিতে থাকেন। বিরোধী দলনেতা শঙ্কর ঘোষকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একে একে অগ্নিমিত্রা পল, মিহির গোস্বামী, অশোক দিন্দা ও বঙ্কিম ঘোষকেও সাসপেন্ড করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের মার্শাল দিয়ে অধিবেশন কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

বাংলা ও বাঙালি নিয়ে বৃহস্পতিবার আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে উঠলে তুমুল হইহট্টগোল শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। তার প্রতিবাদ করতে নামে তৃণমূলও। শাসক শিবিরের একাধিক বিধায়ক ওয়েলে নেমে প্রতিবাদ দেখাতে থাকেন। শশী পাঁজা, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্না দে নাগ, অসীমা পাত্র, উত্তরা সিংহরায়রা নিজেদের আসন ছেড়ে নেমে বিজেপির আচরণের প্রতিবাদ করেন। পরিবেশ এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে নিজের আসন ছেড়ে ওয়েলে নেমে আসেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। পরিস্থিতি শান্ত করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। নিজের দলের বিধায়কদের শান্ত করে নিজেদের আসনে ফেরত পাঠান। মহিলা বিধায়কদের নির্দেশ দেন, নিজেদের আসনে বসেই স্লোগান তুলে সরব হতে হবে। তাঁর কথা শুনে সকলে আসনে চলে যান।

এদিন বিধানসভায় আলোচনার গোড়া থেকেই বিজেপির তরফে অশান্তি শুরু হয়। বিধায়করা স্লোগান তুলতে থাকেন, ‘ওয়ান টু থ্রি ফোর/ তৃণমূলে সবাই চোর’। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ওয়ান টু থ্রি ফোর/ বিজেপি সব থেকে বড় চোর।’ মোদি সরকারকে ‘ভোটচোর’ বলে উল্লেখ করে তিনিও স্লোগান তোলেন, ‘মোদি চোর, বিজেপি চোর।’ তাঁর কথায়, ‘ভোট চোরের দল তোমরা। দেশে পরিবর্তন চাই। বিজেপি হঠাও, দেশ বাঁচাও। বাংলা বিরোধী বিজেপি হঠাও, দেশ বাঁচাও। তোমাদের জিরো করে দেব। দেশ বিক্রি করে দিয়েছো, লজ্জা করে না?’

এদিকে, শঙ্কর ঘোষ ও মিহির গোস্বামীকে কক্ষ থেকে বের করার সময় নিরাপত্তারক্ষীদের বাধা দিতে গেলে বিধানসভা কক্ষে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। ধস্তাধস্তির মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েন শঙ্কর ঘোষ। তাঁকে জেএন রায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁর খোঁজ নেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

অন্যদিকে, তুমুল হট্টগোলের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উঠে দাঁড়িয়ে তৃণমূল বিধায়কদের শান্ত হতে বলেন। বিজেপির উদ্দেশে তিনি অভিযোগ করেন, ‘বাংলা ভাষার অপমান এবং বাঙালিদের উপর অত্যাচারের কথা যাতে আমি না বলতে পারি, তার জন্যই কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।’

সাসপেন্ড পাঁচ পদ্ম বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ডাকা বিশেষ অধিবেশন ঘিরে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৈরি হল চরম উত্তেজনা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ শুরু হতেই শাসক তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে তীব্র স্লোগান-তরজা শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্পিকার একে একে পাঁচ বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুখ্য সচেতক ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ ও অগ্নিমিত্রা পল, অশোক দিন্দা।

সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্ত ঘটে যখন মার্শালদের দিয়ে শংকর ঘোষকে টেনে-হিঁচড়ে অধিবেশন কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়। অভিযোগ, এই সময় তিনি মেঝেতে পড়ে যান ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিজেপি শিবির এই ঘটনাকে গণতন্ত্রের উপর সরাসরি আঘাত বলে তীব্র সমালোচনা করেছে। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাটি পৌঁছে যায় দিল্লিতে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা নিজে ফোন করে শংকরের খোঁজ নেন এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছ থেকে ঘটনার ছবি ও ভিডিও চেয়ে পাঠাতে বলেন।

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শিক্ষারত্ন ও সেরা বিদ্যালয় পুরস্কার তুলে দেওয়ার সময় মেধাবী পড়ুয়াদের সাথে খোশমেজাজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি-অদিতি সাহা

‘মোদী চোর’, তির মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঙালি হেনস্তা ইস্যুতে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে বেনজির উত্তেজনা। অশান্তির মাঝে নরেন্দ্র মোদীকেই ‘চোর’ বলে ফেললেন খোদ বিজেপি বিধায়করা, এমনই বিস্ফোরক দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁদের এই কথা বলতে বারণ করলেন তিনি। ধিক্কার জানিয়ে বলেন, ‘লজ্জা করে না, নিজেদের নেতাকে চোর বলছেন।’

বিধানসভায় অশান্তির মাঝে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। ‘চোর’ স্লোগান দেন মমতা। বলেন, ‘মোদী চোর। বিজেপি চোর। ভোট চোরের দল তোমরা। তোমরা মানুষকে অত্যাচারের দল। লুটেরার দল। দেশের পরিবর্তন চাই। বিজেপি হঠাও, দেশ বাঁচাও। তোমাদের জিরো করে দেব। দেশ বিক্রি করে দিয়েছ, লজ্জা করে না।’ বিজেপি বিধায়ককে উদ্দেশ্য করে মমতা বলেন, ‘আগে যারা তৃণমূল করত তারা এখন মুখ লুকিয়ে স্লোগান দিচ্ছে। আমায় কিছু বলতে হবে না, বাংলার মানুষ ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে জবাব দেবে। এরা অগণতান্ত্রিক একটা দল।’ এদিকে, এই হট্টগোলের মাঝে বিজেপি বিধায়করা মোদীকে উদ্দেশ্য করে ‘চোর’ স্লোগান দেয় বলে অভিযোগ। মমতার কথায়, ‘আপনারা চোর, চোর বলতে বলতে মোদী চোর বলে ফেলছেন। এটা বলবেন না। চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। লজ্জা করে না নিজেদের নেতাকে চোর বলছেন।’ মমতা বলেন, ‘সব হারবে। আর হেরে গেলে ওই হাততালিটা আপনার প্রতিবেশী, স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা আপনাদের দেবে।’

পাশাপাশি, ২০২৪ সালের মধ্যে যাঁরা এ দেশে এসেছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে তো? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন কয়েক পরে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নই তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে তিনি এই আশ্বাসও দিলেন যে, কারও নাগরিকত্ব তিনি কাড়তে দেবেন না। পাশাপাশি কটাক্ষ করে এ-ও জানালেন যে, ভোটের আগেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ‘ক্যা ক্যা’ (সিএএ বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন) শুরু করে।

‘দাগি’ অযোগ্যদের জন্য বিকল্পের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে ২০১৬ সালের এসএসসিতে চাকরি পাওয়া ২৫,৭৩৫ জনের। ‘দাগি অযোগ্য’দের তালিকাও প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই আবহে এ বার কলকাতার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহ থেকে অযোগ্যদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। জানালেন, শিক্ষকের চাকরি ফিরিয়ে দিতে না পারলেও তাঁদের জন্য বিকল্প চাকরির ব্যবস্থা করবেন। যাতে তাঁরা অন্তত গ্রুপ সি-র চাকরি পান।

ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহের মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ‘১০ বছর শিক্ষক হিসাবে কাজ করার পরেও যাঁদের আজ অযোগ্য বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমরা তাঁদের নিয়ে আইনি আলোচনা করছি। আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী হয়তো তাঁরা আর শিক্ষক হতে পারবেন না, কিন্তু তাঁরা যাতে অন্তত গ্রুপ সি-র চাকরি পান, তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি। তাঁদের হতাশ হতে বারণ করব। কারণ, আমাদের সরকার মানবিক সরকার।’

বৃহস্পতিবার ‘ধনধান্য’ প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়ে গেলে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র পরীক্ষা নেওয়া হবে। ‘বেচারা’, যাঁরা এতদিন স্কুলে পড়ানোর পরও অযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে আদালতের নির্দেশে, তাঁদের পাশে রাজ্য সরকার আইনিভাবে থাকছে। আমাদের সরকার মানবিক। স্কুল শিক্ষক না হলেও গ্রুপ সি পদে যদি চাকরি পান তাঁরা, সেজন্য আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।’

১০ বছর ধরে চাকরি করার পর কাউকে কাউকে ‘দাগি’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করছেন মুখ্যমন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে গত শনিবার ‘দাগি’দের তালিকা প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। ১,৮০৬ জন ‘দাগি’ অযোগ্যের তালিকা প্রকাশ করা হয়।

‘আপনারা অনেকের জীবন নষ্ট করেছেন’

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তুলোধোনা করল রাজ্য সরকারকে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে বৃহস্পতিবার বিশেষভাবে সক্ষম এক প্রার্থীর সওয়াল শোনার সময় রাজ্যকে ভর্ৎসনা সুরে আদালতকে এদিন এ মন্তব্যও করতে শোনা যায়, ‘আপনারা অযোগ্য প্রার্থীদের হয়ে সওয়াল করতে অ্যাডভোকেট জেনারেলকে পাঠিয়েছেন হাইকোর্টে?’ এখানেই শেষ নয়, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মন্তব্য, ‘এই অযোগ্য টেইনটেড প্রার্থীরা আপনাদের কতটা ব্লু আইড যে তাঁদের আবার স্মাগল করার জন্য এজিকে দিয়ে সওয়াল করিয়েছেন আপনারা?’

এর পাশাপাশি অযোগ্যদের আবেদনে আবারও বিরক্ত সুপ্রিম কোর্ট। বারবার বলা সত্ত্বেও কেন অযোগ্যদের নিয়োগে অংশ নেওয়ার আবেদন আসছে, এ ব্যাপারেও অসন্তুষ্ট শীর্ষ আদালত ফের রাজ্যকে কড়া ভর্ৎসনা করে ডিভিশন বেঞ্চ। কারণ, এদিন ফের বিচারপতি সঞ্জীব কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানান কয়েকজন। সেই আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, এদিন কয়েকজন প্রতিবন্ধী প্রার্থী শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন। নতুন নিয়োগের পরীক্ষায় বসার আবেদন জানান তাঁরা। তাঁদের কাছে কিছু নথি দেখতে চান বিচারপতিরা। কিন্তু সেই নথি তাঁরা দেখাতে পারেননি। এরপর ক্ষুব্ধ হয় ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি বলেন, ‘বারবার বলেছি দাগিরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। তারপরও রোজ রোজ এই মামলা শুনতে হচ্ছে।’

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সম্প্রতি অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ পেয়েছে। তারপর একদিকে ৩৫০ অযোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক কলকাতা

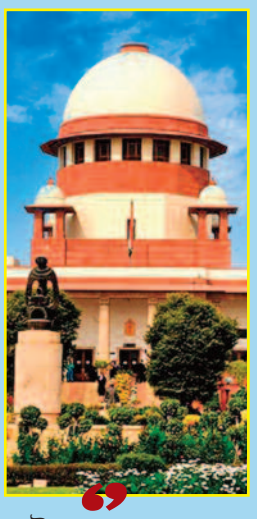

> **এই অযোগ্য টেইনটেড প্রার্থীরা আপনাদের কতটা ব্লু আইড যে তাঁদের আবার স্মাগল করার জন্য এজিকে দিয়ে সওয়াল করিয়েছেন আপনারা?**
>
> —সুপ্রিম কোর্ট

হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে, তারপর সুপ্রিম কোর্টেও আবেদন জানালেন বেশ কয়েকজন। সেই আবেদন এদিন খারিজ হয়ে গেল। রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ‘আপনারা অনেকের জীবন নষ্ট করেছেন।’ রাজ্য তথা অ্যাডভোকেট জেনারেল কেন দাগিদের পক্ষে সওয়াল করছেন, সেই প্রশ্ন তুলেও এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট।

ডিভিশনেও বহাল ‘চিহ্নিতে’র তালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চেও বহাল দাগি তালিকা। ১৮০৬ দাগি তালিকা বহাল রাখল বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। পরীক্ষায় বসার অনুমতি অযোগ্যদের দিল না ডিভিশন বেঞ্চ।

সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রে’র ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কয়েকশো অযোগ্য প্রার্থী। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ মামলা শোনার পর নির্দেশে জানান, ‘এই মুহূর্তে ডিভিশন বেঞ্চ আর এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।’ পাশাপাশি দুই বিচারপতির বেঞ্চ ‘অযোগ্য’দের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া নিয়ে এসএসসিকে ভর্ৎসনা করে।

অযোগ্যদের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া নিয়ে আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এসএসসি’র তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেন, ‘কেন আপনারা জানেন এই টেন্টেড প্রার্থীরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন না জেনেও কেন অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করলেন ?’

এদিকে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ মামলাকারীদের জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনারা কেন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাননি? গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল। এতদিন আপনারা কী করছিলেন?’ এর উত্তরে মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী অনিন্দ্য লাহিড়ী বলেন, ‘আমাদের কাছে এই তালিকা ছিল

না। তালিকাটি ছিল এসএসসির হাতে। আমরা পরীক্ষায় বসার অ্যাডমিট কার্ড পর্যন্ত পেয়ে গিয়েছি। এদিকে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ হলে দেখা যায়, সেই তালিকায় আমাদের নাম রয়েছে। এখন আমাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে না।’

এরই প্রেক্ষিতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘অযোগ্যদের একাধিক ক্যাটাগরি রয়েছে। ওএমআর শিটে মিসম্যাচ, র‍্যাঙ্ক জাম্পিং, ফাঁকা ওএমআর শিট জমা দেওয়া, প্যানেলের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর চাকরি দেওয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের অ্যাডমিট কার্ড বাতিল করা হয়েছে।’ এরপরই বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, ‘আপনারা এঁদের (অযোগ্যদের) অ্যাডমিট কার্ড দিলেন কেন ?’ এসএসসির বক্তব্য, ‘পাঁচ লক্ষ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এই সমস্ত আবেদন খতিয়ে দেখতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি বিকাশ মন্ডল এক্সকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার দাদু গিরিন্দ্রনাথ মন্ডল ও গিরিন্দ্র মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হইল। দাদুর আসল নাম গিরিন্দ্র নাথ মন্ডল।

AFFIDAVIT

In the Court of Judicial Magistrate 1st class at Nabadwip, Nadia.

I, **Sri. Abhijit Ghosh** son of Late Sukumar Ghosh aged about-32 years, by Occupation-Driver, Residing at Idrakpur, P.O Idrakpur, P.S-Nabadwip, Dist Nadia do hereby solemnly affirm and declare as follows:- 1.That my father's **actual name is/was Sukumar Ghosh** and his said name has been rightly inserted in his voter card no-WB/12/007/00063, Aadhaar card No-4742 8257 0780 and death certificate Regd. no-D-2021:9-02335-000034 and he was also known as Sukdeb Ghosh which was his nick name. 2. That in his property deed being no-114/1996 where his name has been inserted as Sukdeb Ghosh in place of his actual name Sukumar Ghosh. 3. That said **Sukumar Ghosh** and **Sukdeb Ghosh** son of Late Badal Chandra Ghosh is/was the same and one identical person i.e./was my deceased father.

The above statements are true to my knowledge.

Abhijit Ghosh (Deponent)

Solemnly affirmed before me on this 02.09.2025.

Judicial Magisrate 1st Class Nabadwip, Nadia

Identified by me

Sanat Kumar Ray (Advocate), 2/9/25

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই সেপ্টেম্বর । ১৯ শে ভাদ্র। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(আজ শিক্ষক দিবস। ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানে র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। মা তেরেসার প্রয়াণ দিবস। পয়গম্বর হজরৎ মুহাম্মদের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **মহঃ কামরুজুমান ওরফে হীরা ওরফে আবু রউফ ওরফে আবু সনসুর মহাম্মদ কামরুজুমান**, পিতা মরহুম আব্দুর রউফ, সাকিম ১৩-১৫ লিমিট রোড, সিঙ্গাপুর-২৫৮৬৪৬, হাল সাকিম ২এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, প্রিন্সেস স্ট্রীট, বৌবাজার, কোলকাতা-৭০০০৭২ মহাশয় বিগত ইং ৩১/০১/২০২৫ তারিখে এ.আর.এ-IV, কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01626/ 2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**মমতাজ রউফ** পিতা মরহুম আব্দুর রউফ, সাকিম ২এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, প্রিন্সেস স্ট্রীট, বৌবাজার, কোলকাতা-৭০০০৭২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৩/০৭/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত তিনটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সাহানারা বিবি** স্বামী সেখ নাজির মন্ডল, সাকিম চক্ পান্নাগাছি, পোড়াবাজার, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়াকে ১)I-06848/ 2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৩৪ শতক সম্পত্তি, ২)I-06849/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৩৪ শতক সম্পত্তি, ৩)I-06850/ 2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৩৪ শতক সম্পত্তি, একুনে তিনটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে মোট ১০২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা কাঁকুড়িয়া, ৪৩ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ২৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৮৩০ তথা হাল এল.আর. ১০০১ নং দাগে, শালি জমি ষোল আনায় ১০২ শতক মধ্যে ৩৪+৩৪+৩৪ = মোট ১০২ শতক তিনটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সাহানারা বিবি** স্বামী সেখ নাজির মন্ডল, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল. আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**মমতাজ রউফ** (আমমোক্তার)

LOST & FOUND

Lost original Class 10 (ICSE) and Class 12 (ISC) Pass Certificates and Mark Sheets - UID- 6437583 in name of Malika Gupta, 71, Karaya Road, Kolkata-700019, if any found please contact **9051852193.**

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **ইন্দ্রজিৎ দাস** পিতা বিনয় ভুষন দাস সাং-৪/৩৩৩, গয়েশপুর-এর পক্ষে সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইংরাজী ১১/১২/২০০৮ তারিখে গোলবাজার এলাকায় তার কাস্টডিতে থাকা একটি ওরিজিনাল দানপত্র দলিল নং ২২৫৫/২০০২ (জমি এল, ও, পী, ২৫৯৫, মৌজা ৮৫ বালিঘাটা) হারিয়ে যায়, উক্ত মর্মে কল্যানী থানায় জি, ডি, এন্টী, নং-৩৯০ তাং-১১/১২/২০০৮ দায়ের হয়, দলিল খানি কেহ খুঁজিয়া পাইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭(সাত) দিনের মধ্যে আমার নিমোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীতে কোন দাবী গাহ্য হইবে না এবং আইনানুসারে কার্য্য হইবে।

সফিয়ার রহমান
এ্যাডভোকেট
কল্যাণী, কোর্ট নদীয়া,
MOB:- 8981597773

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী অনিল চ্যাটার্জ্জী** পিতা ৺কানাইলাল চ্যাটার্জ্জী, সাকিম রায়বাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, পঃবঃ বিগত ইং 19/12/2022 তারিখে ডি.এস.আর-II হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6405/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী সৈকত সেন,** পিতা সুব্রত কুমার সেন, সাকিম রায়বাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, পঃবঃ, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৮/১১/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-09283/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী মোহন ভুঁইয়া,** পিতা প্রসাদী ভুঁইয়া, সাকিম ২নং কাপাসডাঙ্গা এইচ.সি.এম. কোয়ার্টার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ১ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বালী, ৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৭০৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১০৭৯ নং তথা হাল এল.আর. ১২৬৬ নং দাগে ডোবা ষোল আনায় ০.০৮৫ একর তন্মধ্যে ১ কাঠা সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী মোহন ভুঁইয়া,** পিতা প্রসাদী ভুঁইয়া, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা–চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২৩.০৯.১৯৮৮ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা, যাহা মীরা সেন ও অসিত কুমার সেনের নামে নিবন্ধিত আছে, যাহার নং ১০৪২৯। দলিলটিতে জমির পরিমান হলো ১ কাঠা ১০ ছটাক ২৬ স্কোয়ার ফিটের ১/২ অংশ, অবস্থান হলো প্রেমাইসিস নং ৯/২, সিদ্ধেশ্বর লেন, থানা – মুচিপাড়া, কলকাতা – ৭০০০১২. উক্ত দলিলটি আমার মক্কেল শ্রী শ্রীদীপ পালের নিকট হইতে হারিয়ে যায়। উক্ত মর্মে শ্রী শ্রীদীপ পাল একটি জেনারেল ডায়েরি মুচিপাড়া থানায় দায়ের করেন। যাহার নং জি. ডি. ই – ২৩৩/২৫. কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দলিলের বিষয়ে কোনও অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি বা অন্য অধিকার থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রামান্য নথিসহ লিখিতভাবে জানাতে পারেন, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবেনা।

স্বাক্ষরকারী
দিব্যেন্দু চৌধুরী এন্ড এ্যাসোসিয়েটস
(এ্যাডভোকেটস)
ইউনিট নং ১১ই, ১১তল, ওলিসা হাউস
৪, গর্ভনমেন্ট প্লেস
কলকাতা – ৭০০০০১

COUNTER PUBLIC NOTICE

This is the COUNTER PUBLIC NOTICE for the information of the General Public that the PUBLIC NOTICE published by the American Baptist Bengal Orissa Mission of India dated 15/08/2025 in the newspaper Ananda Bazar Patrika. The management of Xavier International Public School, Kharida, Kharagpur is established and run as per legal norms of the government. The land in which the school functions is the property belonging to BAPTIST MISSION SOCIETY, which is duly approved and recognized by the Railway, and the management is having proper agreement with the railway as well as with the mission. The claim and allegation of the American Baptist Bengal Orissa Mission of India is illegal and baseless. A BOGUS organization with fraudulent registration without the knowledge of the BAPTIST MISSION. The so called ABBOM of India is a bogus organization which has no existence in India and further to defame the growth of the school with ill intention and ulterior motive and bringing confusion among the General Public. People are hereby informed not to fall prey to the false propaganda.

Issued by.

The Management
Xavier International Public School
Kharida, Kharagpur

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইং- ২৬/০৭/২০১৩ তারিখে KHANAKUL A.D.S.R অফিসের রেজিষ্ট্রিকৃত ১৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা **১। শ্রীমত্যা গীতা রায়,** স্বামী- ৺সত্য চরন রায়, **২। শ্রী স্বপন কুমার রায়, ৩। শ্রী তপন রায়** উভয়ের পিতা- ৺সত্যচরন রায়, **৪। শ্রীমতী মিনতী কোলে (রায়),** স্বামী- শ্রী গৌরমোহন কোলে, **৫। শ্রীমতী আল্পনা মন্ডল (রায়)** স্বামী শ্রী শ্রীবেস মন্ডল, **৬। শ্রীমতী কল্পনা মজুমদার (রায়)** স্বামী- শ্রী তারক মজুমদার মহাশয় গন ও গত ইং- ৩১/১২/২০১৪ তারিখে KHANAKUL A.D.S.R অফিসের রেজিষ্ট্রিকৃত ৪৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে **শ্রীমত্যা মালতী ঘোষ** স্বামী- ৺প্রনব ঘোষ এবং গত ইং- ২১/০৮/২০১৫ তারিখে KHANAKUL A.D.S.R অফিসের রেজিষ্ট্রিকৃত ২৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে **১ । শ্রীমত্যা ছায়া সরকার (রায়)** স্বামী- লক্ষীনারায়ন সরকার, **২। শ্রী অরূপ মন্ডল, ৩। শ্রী স্বরূপ মন্ডল** উভয়ের পিতা-শ্রী অভয়পদ মন্ডল, মহাশয়গন থানা- খানাকুলের অধীন সাং ও পোঃ কায়েবা নিবাসী **১। শ্রী দিলীপ রায়, ২। শ্রী দীপক রায়, ৩ । শ্রী গৌরাঙ্গ রায়,** সকলের পিতা- ৺সাতকড়ি চরন রায় মহাশয়গনকে থানা- খানাকুলের অধীন পাতুল মৌজায় হাল ৬৭৯, ৯২৫ এবং ৩১৮৮ নং দাগে ১ একর ১১ শতক সম্পত্তি তে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন ।

অত্র নোটিশের বিরুদ্ধে যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগনের আপত্তি থাকে তাহলে B.L.& L.R.O KAHANAKUL-1 অফিসে আপনাদের আপত্তি ১ মাসের মধ্যে দর্শাইতে হইবে অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Tapas Kumar Porel
Advocate
Enro: No. F169/71 of 1998
Bar Council of W.B.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, ১ নং সিভিল জজ "জুনিয়ার ডিভিশন" আদালত মেদিনীপুর

T.S. No. 50/1994

শ্রী অশোক কুমার সেন ....বাদী

বনাম

মৃত তপন কুমার সেন এর লোকান্তে তস্য ওয়ারিশগন:- ১) শ্রীমত্যা অনিন্দিতা সেন দীং ....বিবাদীগন

এতদ্বারা মৃত তপন কুমার সেন এর ওয়ারিশগন অর্থাৎ স্ত্রী ১) শ্রীমত্যা অনিন্দিতা সেন, স্বামী-৺তপন কুমার সেন, একমাত্র পুত্র ২) শ্রী অভিষেক সেন, পিতা- ৺তপন কুমার সেন, সাং-13/C, Bidhannagar East Avenue Midnapore Town, P.O.- Midnapore, P.S.-Kotwali, Dist-Paschim Medinipur, Pin-721101 আপনাদের জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার বাদী শ্রী অশোক কুমার সেন, পিতা- ৺অনিল কুমার সেন, সাং- বক্সীবাজার, দক্ষিনপাড়া, পোঃ-মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর অত্র আদালতে স্বত্বপ্রচার ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও চিহ্নিত বিভাগ বন্টন প্রার্থনাদির প্রার্থনায় উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে।

উক্ত মোকর্দ্দমা আগামী ইংরাজী 25-09-25 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে । উক্ত মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হুজুরে হাজির হইয়া আপনি স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে কারন আদি দর্শাইবেন । অন্যথায় আইনানুগমতে কার্য্য করা হইবে।

অনুমত্যানুসারে
Samiran Das, সেরেস্তাদার
প্রথম সিভিল জজ "জুনিয়ার ডিভিশন"
28.08.25 পশ্চিম মেদিনীপুর আদালত

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

১। অনিল কুমার সাঁতরা, পিতা- ঁতুষ্ঠু চরন সাঁতরা, ২। রামপ্রসাদ সাঁতরা ৩। গনপতি সাঁতরা, উভয়এর পিতা- জহরলাল সাঁতরা, সকলের সাং- দেশাপাড়া দিয়াড়া, সিঙ্গুর, হুগলী, ৪। মন্দিরা পাত্র, স্বামী- জীতেন্দ্র পাত্র, সাং- ও পোঃ- পহলমপুর, থানা- সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী ৫। ইন্দ্রিরা কোলে স্বামী- বাসুদেব কোলে, সাং ও পোঃ- বোরাই, থানা- সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, বিগত ইংরাজী ১৭-০৩-২০২১ তারিখে সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩২ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে গৌতম দাস, পিতা- ঁগোরাচাঁদ দাস, সাং- ৮৯৬।এ, ৩ নং নতুন গ্রাম, পোঃ- মোড়পুকুর, থানা- রিষড়া, জেলা-হুগলীকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যার তপশীল জেলা-হুগলী, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা- গোবিন্দপুর, জে.এল. নং ৯৪, আর.এস ও এল.আর দাগ ৫২ এল.আর. খতিয়ান- ১৪০৬ ও ১৪০৭ তে কলা বাগান ৪.৯৪ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলের আমমোক্তার কৃতসম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারো যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি থাকে তাহারজন্য একমাসের মধ্যে গৌতম দাস, পিতা- গোরাচাঁদ দাস, সাং- ৮৯৬।এ, ৩ নং নূতন গ্রাম, পোঃ- মোড়পুকুর, থানা- রিষড়া, জেলা- হুগলীকে জানাইতে হবে ।

EJAZ AHMED
Advocate
Berampore Court
District-Hooghly
F/1144/2013

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী প্রকাশ চন্দ্র গোয়েল, পিতা - দুর্গা প্রসাদ গোয়েল, সাং - ৩৯ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট,থার্ড ফ্লোর, স্যুট নং - ৩১৭,থানা - পোস্তা, কোলকাতা - ৭০০০০৭ পক্ষে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসে ইংরাজী ১৮.০৬.২০১৫ তাং রেজিষ্ট্রীকৃত IV-309 আমমোক্তার দলীল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন শ্রী তপন ঘোষ, পিতা - শ্রী তারক চন্দ্র ঘোষ, সাং - জে.কে.সাহা লেন, কাঁঠাপোতা, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১, উক্ত আমমোক্তার হইতে গত ইং ২২/০৯/২০১৭ তাং I-6864/17 নং দলীল বলে ২৪ নং ব্রাহ্মনপুরা মৌজার খাতিয়ান নং - আর.এস. ৪৩১, ১৯২/১৭৬, ৬৭, ৩৪০, ৩২৬, ৭৪, ৭৩ নং এল.আর. ৮৭১ এর দাগ নং আর.এস. ও এল.আর. ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৬৭/৭৩০ এর মোট ৪২৬.৬০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন ১. অমিত রায়, পিতা - বিষ্ণুপদ রায়, ২. সুজিত ঘোষ পিতা - বাদল ঘোষ, উভয়ের সাং - মুকুন্দপুর, পোঃ উসিদপুর, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০১, ৩. দীপক দেবনাথ, পিতা - মধুসূদন দেবনাথ, সাং - স্বরুপগঞ্জ, গাদিগাছা, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৩১৫, ৪. যতীন দেবনাথ, পিতা - যোগেশ দেবনাথ, সাং - চর মাজদিয়া উত্তর পাড়া, চর মাজদিয়া চরব্রহ্মনগর, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০১, ৫. সুজয় কুমার মন্ডল, পিতা - শ্যামাপদ মন্ডল ৬. পলাশ বৈরাগ্য, পিতা - জীবন বৈরাগ্য, উভয়ের সাং - কানাইনগর, মাজদিয়া পানশীলা, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০১, ৭. মিঠুন ঘোষ, পিতা - নারায়ণ ঘোষ, ৮. আরাধনা ঘোষ স্বামী - মিঠুন ঘোষ, উভয়ের সাং - নতুন আনন্দবাস, স্বরূপগঞ্জ, থানা- নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৩১৫, উক্ত ক্রেতাগন এর মধ্যে ১. দীপক দেবনাথ, পিতা - মধুসূদন দেবনাথ, সাং - স্বরুপগঞ্জ, গাদিগাছা, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৩১৫, ২. যতীন দেবনাথ, পিতা - যোগেশ দেবনাথ, সাং - চর মাজদিয়া, উত্তর পাড়া, চর মাজদিয়া চরব্রহ্মনগর, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০১, ৩. মিঠুন ঘোষ, পিতা - নারায়ণ ঘোষ, ৪. আরাধনা ঘোষ স্বামী - মিঠুন ঘোষ, উভয়ের সাং - নতুন আনন্দবাস, স্বরূপগঞ্জ, থানা- নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৩১৫, মহাশয় গন হইতে গত ০৯/১২/২০১৯ তাং ও I-14239/19 নং দলীল বলে ২৪ নং ব্রাহ্মণপুরা মৌজা, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়ার মোট ৬.৯৯ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন শ্রীমতী কাকলী মন্ডল বিশ্বাস, স্বামী - স্বপন মন্ডল, সাং - ফকির ডাঙ্গা মাহিষ্যপাড়া, পোঃ - মহিশূরা, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৩১৬, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে,নবদ্বীপ B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মানারুল সেখ, পিতা- একরামুল সেখ, সাং- হরেকনগর জনৈক মাধবচন্দ্র বিশ্বাস, পিতা- যুগোলচন্দ্র বিশ্বাস সাং- তেজনগর ও অনিতা বিশ্বাস স্বামী- অচিন্ত বিশ্বাস, সাং- বাজারপাড়া, ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট হইতে রেজিনগর থানার অধীন মাঙ্গনপাড়া মৌজার L.R. 2038 নং দাগের R.S. 1384 নং খতিয়ান এর সম্পত্তি I-10240/2023 নং আমোক্তার নামা দলিল মূলে গত ইং- ২৩/১১/২০২৩ তারিখে দেখাশোনা, বিক্রি ও রেজিস্ট্রি করিয়া দেওয়ার এমনকি তাহার নিজ নামে রেকর্ড করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

Sayeed
M.A.,LL.B.(Advocate)
Berhampore, Murshidabad
En. No.-WB 712/2008
E.mail-sayeeds543@gmail.com
Mob-9732978081

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল কুষ্মাণ্ড বিজনেস পার্কস প্রাইভেট লিমিটেড ১২.৩৮ শতক জমি ক্রয় করেছেন, যা দলিল নং ১৯০২০৯১৯৪ বর্ষ ২০২৫ এ.আর.এ-II, কলকাতা এ নিবন্ধিত, এল.আর. ডাগ নং ৭৪ যার সঙ্গে সম্পর্কিত আর.এস. ডাগ নং ৭৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০৬০, যেটি মৌজা - মোল্লারবের, জে.এল. নং ২২ পি.এস. - ডানকুনি, হুগলিজেলায় অবস্থিত, যা পলিপত্রন বিশ থেকে ক্রয় করা হয়েছে এবং যা তার নিয়োগ কৃত আমমোক্তার সুমিত রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুমোদিত, আমমোক্তারনামা নং ০০১৫১ বর্ষ ২০১১ যা হুগলিতে জেলা সাব- রেজিস্ট্রার II-এর অফিসে নিবন্ধিত।

এটি আমার সত্য এবং সৎ উদ্বেগ, এবং আমি সম্মান সহ ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা থেকে সার্কুলার নং ১০০০-১ এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি কেউ কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তবে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এবং এল.আর.ও, শ্রীরামপুর এ প্রতিবেদন করবেন।

(GANESH MANNA)
Advocate

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intends to purchase the several lands described in the below schedule. Anybody having any claim, demand, right, title or Interest in respect of the mentioned property or any part thereof share, partition, sale mortgage, charge, lease, lien, lidense, tenancy, gift, charge, trust, easement, attachment, possession or encumbrance or otherwise howsoever or of any nature whatsoever is hereby required to make the same in writing to undersigned within seven clays from the date of publication of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be presumed that there is no such claim and Shall be deemed to have been given up or waived.

SCHEDULE

ALL THAT piece and parcel lying and situated at Dist. Hooghly, P.S - Dadpur, **Mouza - Anti**, J.L No. R.S. 56 & L.R. 189, R.S. Dag No.154, L.R. Dag No. 186, L.R. Khatian No. 1085 & 1104, Nature of land Shali, Total Area of land **11 Satak** schedule under Babnan Gram Panchayat. **Mouza Hodla**, J.L. No. 50, Hal L.R. Khatian No. 59, L.R. Dag No. 1225, Suna Land 3 Satak out of 20 Satak. Intending purchasers are requested to contacted vide **Mobile No. 6291733583.**

Golok Chandra Ghosh
Advocate
Chinsurah Judges' Court, Hooghly

PUBLIC NOTICE

This is to inform you that my client namely DEBASISH KAR, S/o Tarapada Kar, by faith - Hindu, by occupation - Business, by Nationality - Indian, residing at 6B/16, Mukundapur, Near Mukunda Bhaban, Mukundapur, West Bengal - 700099, South 24 Parganas, somehow my client had lost his Original Registered General Power of Attorney on dated 20/08/2025, which was registered at D.S.R. - III, Alipore, South 24 Parganas and recorded in Book No. I, Volume No. 1603-2024, Pages from 73971 to 73984, in the year 2024, for that reason my client had lodged a General Diary for loss of the said Original Registered General Power of Attorney, vide G.D.E. No. 289, at Kasba Police Station on dated 04/09/2025, now my client wants to published a Public Notice regarding the same matter and during publication if any person desire to give any objection/opinion then Contact No. 9831295905 & 9830750103 and the time period will be calculated within 10 days from the date of publication in the Newspaper.

HIGH COURT CALCUTTA
SOMNATH PAL
(ADVOCATE)
CONTACT NO - 9831295905

NOTICE

I, **Moniza Shaikh** W/O Safikul Sk D/O Md Monirul Hoque of Milki, Saktipur, Murshidabad, West Bengal, PIN 742163, my actual name Moniza Shaikh which recorded as Aadhaar Card being No. 3971 7403 6423 and Voter Card being No. ZUY2788834 and PAN Card being No. SCDPS7553F and Marriage Certificate. My name has been recoded as Manija Manural Haque in my Kotak Mahindra Bank being A/c. No. 561010089048 and my name has been recorded as Shaikh Moniza, Berhampore Executive Magistrate Affidavit being Sl. No. 1913 dt. 23/07/2025, Moniza Shaikh, Manija Manural Haque & Shaikh Moniza same and identically one.

মমতা ব্যানার্জির দয়ায় ব্রাত্য বসু বিধায়ক-মন্ত্রী হয়েছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অনুমতির নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় সোমবার মেয়ো রোডে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের ধরনা মঞ্চ খুলে দেয় সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনে সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে '৭১ সালের পাক সেনাদের অত্যাচারের সঙ্গে তুলনা করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই ইস্যুতে শিক্ষামন্ত্রীকে বিধানসভায় ফেলে 'পেটানোর' নিদান দিয়েছেন পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং। পাল্টা নিশানা করে ব্রাত্য বসু বলেছেন, অ্যান্টিডোট হিসেবে সুবোধ অধিকারীকে দেখলে ল্যাজ গুটিয়ে বিধানসভা থেকে পালাতেন অর্জুন সিং। যদিও নিজের বক্তব্যে অনড় থেকে বৃহস্পতিবার ফের ব্রাত্যকে নিশানা করেছেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতার কথায়, তিনি নিজে লড়াই করে বিধায়ক ও সাংসদ হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাত্য বসু মমতার দয়ায় বিধায়ক ও মন্ত্রী হয়েছেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, সত্যি করে বলছি, বিধানসভায় থাকলে ব্রাত্য বসুকে ফেলে পেটাতাম। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে অর্জুন সিং বলেন, বাম জমানায় কিভাবে তিনি লড়াই করতেন, সেটা সিপিএম হাড়ে হাড়ে টের পেত। তাঁর দাবি, যারা সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিল, তাঁরা এখন তৃণমূলের সঙ্গে নেই। বীজপুরের বিধায়ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সুবোধের কত দম, সেটা সুবোধ ভালো করেই জানে। সুবোধের কাছে একটা ধানি লঙ্কা ছেড়ে দিয়েছি, তাঁর ভয়ে সুবোধ কলকাতা থেকে বীজপুরে আসে না। শিক্ষা মন্ত্রীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ব্রাত্য বসু তো অতি বামপন্থী ছিলেন। সিপিএমের বিরুদ্ধে যখন তৃণমূল লড়াই করতো তখন ব্রাত্য বসু কোথায় ছিলেন। বিজেপি নেতার দাবি, তাঁর বাবা তিনবারের বিধায়ক ছিলেন। পুরসভার উপ-পুরপ্রধান ছিলেন। ভরা বাম জমানায় তিনি চারবারের বিধায়ক ছিলেন। স্রোতের প্রতিকূলে থেকে তিনি সাংসদ হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র পবন-ও স্রোতের প্রতিকূলে থেকে দু'বারের বিধায়ক। প্রসঙ্গত, তৃণমূল দাবি করছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি মেনে নাকি জীবন ও স্বাস্থ্য বীমায় জিএসটি ছাড় দেওয়া হয়েছে। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জিকে দেখে নাকি ২০০ সেনা ছুটে পালাচ্ছিল। তাঁর কটাক্ষ, ভিক্টোরিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়া ও খচ্চর এটা শুনে হাসছিল। মমতার দাবি মেনে জীবন ও স্বাস্থ্য বীমায় জিএসটি ছাড়। এটা শুনেও তাদেরকে এখন হাসতে হচ্ছে।

আরাম, নিরাপত্তা ও সংযোগে নতুন দিগন্ত শিয়ালদহ বিভাগে এসি লোকাল ট্রেনের যুগে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ দৈনিক যাতায়াতের ছবিতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। শিয়ালদহ-রানাঘাট-এরপর এবার শুরু হচ্ছে একেবারে নতুন দুটি এসি ইএমইউ লোকাল পরিষেবা। শিয়ালদহ-রানাঘাট, শিয়ালদহ-বনগাঁ ও শিয়ালদহ- কৃষ্ণনগর রুটে চলবে এই অত্যাধুনিক ১২ বগির ট্রেন। প্রথম রেক চালু হওয়ার পর থেকেই যাত্রীদের উচ্ছ্বাস আকাশছোঁয়া; সপ্তাহের দিনে ১৬০ শতাংশ পর্যন্ত আসন পূর্ণতা, গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২,০৮৮ জন যাত্রী এবং দৈনিক আয় ১,৫৯,৯৪২ টাকা।

এই ট্রেনগুলির বৈশিষ্ট্য বহু; প্রতিটি কোচ সম্পূর্ণ এয়ার-কন্ডিশন্ড, প্রশস্ত গ্লাস জানালা ও ভেস্টিবিউল দিয়ে সংযুক্ত, স্টেইনলেস স্টিল সিট ও অ্যালুমিনিয়াম লাগেজ র‍্যাক সমৃদ্ধ। নিরাপত্তায় রয়েছে চারটি সিসিটিভি ক্যামেরা প্রতি কোচে, জিপিএস-সক্ষম এলইডি ডিসপ্লে ও স্বয়ংক্রিয় ঘোষণা। দ্রুত ওঠা-নামার জন্য প্রতিটি কোচে চারটি বৈদ্যুতিক স্লাইডিং দরজা এবং জরুরি যোগাযোগের জন্য টক-ব্যাক ইউনিট রয়েছে। মহিলা যাত্রীদের জন্য দু'টি বিশেষ কোচও রাখা হয়েছে।

রানাঘাট-বনগাঁ-শিয়ালদহ এসি লোকাল সকাল ৭ টা ১১ মিনিটে রানাঘাট থেকে ছাড়বে । বনগাঁ পৌঁছবে সকাল ৭টা ৫২মিনিটে। শিয়ালদহ পৌঁছনোর সময় সকাল ৯টা ৩৭ মিনিটে। ফেরার পথে ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে সন্ধ্যা ৬টা ১৪মিনিটে ছাড়বে এবং রাত ৮ টা ৫ মিনিটে বনগাঁ পৌঁছবে। এরপর রানাঘাট পৌঁছবে রাত ৮ টা ৪১ মিনিটে।

শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর এসি ইএমইউ পরিষেবা শিয়ালদহ থেকে সকাল ৯ টা ৪৮ মিনিটে ছেড়ে দুপুর ১২ টা ৭ মিনিটে কৃষ্ণনগর পৌঁছবে। ফেরার পথে কৃষ্ণনগর থেকে দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে বিকেল ৩ টে ৪০ মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছবে। ভাড়াও যাত্রীবান্ধব, শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর ভাড়া মাত্র ১৪০ টাকা, রানাঘাট থেকে বারাসত বা দমদম কান্টনমেন্ট ১৩০ টাকা। রানাঘাট থেকে বনগাঁ ৮৫ টাকা।

প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করতে নতুন পদ সৃষ্টি, নার্সিং নিয়োগে জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করতে রাজ্য মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল। নতুন করে ১৮টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাবে ছাড়পত্র মিলেছে। এর মধ্যে রয়েছে মৎস্য দপ্তরে একটি যুগ্ম সচিবের এবং একটি অর্থ দপ্তরে ডেপুটি সেক্রেটারি এর দুটি পদ, নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে আইটি অফিসারের একটি পদ। পাশাপাশি রাজভবনে গভর্নরের দপ্তরে এ.ডি.সি সহ ডিরেক্টর লেভেলের পদও সৃষ্টির সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শক্তপোক্ত করতে জোর দেওয়া হয়েছে নার্সিং নিয়োগে। রাজ্যের ১১টি মেডিক্যাল কলেজে বিপুল সংখ্যক নার্সিং স্টাফ নিয়োগের প্রস্তাবও এদিন মন্ত্রিসভায় পাশ হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে মতে, ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা মেটাতেই এই পদক্ষেপ। শুধু স্বাস্থ্য নয়, শিল্প ও কর্মসংস্থানেও নজর দিচ্ছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে শিল্প ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির ৭১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী এদিন মন্ত্রিসভায় পেশ হয়েছে। তাতে ফের একবার স্পষ্ট হয়েছে, কর্মসংস্থান বাড়াতে রাজ্য যে ধারাবাহিক উদ্যোগ নিচ্ছে। জনকল্যাণমূলক নীতির অঙ্গ হিসেবে শিক্ষা ক্ষেত্রেও নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়িতে রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নিয়োগ করা হবে ১২ জন প্যারা-টিচার। এর মধ্যে রাজবংশী মাধ্যমে ২ জন এবং কামতাপুরি মাধ্যমে ১০ জন শিক্ষক থাকবেন। রাজ্য সরকারের দাবি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন থেকে শিল্প; সব ক্ষেত্রেই সমান্তরালভাবে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করা হচ্ছে। মন্ত্রিসভার বৃহস্পতিবারের সিদ্ধান্তে সেই দিশাই আরও স্পষ্ট।

সমব্যথী প্রকল্পে চলতি বছরে ৪.৮ লক্ষ মানুষকে সাহায্য, খরচ ৯৬ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের সমব্যথী প্রকল্পের আওতায় চলতি আর্থিক বছরে চার লক্ষ আশি হাজারের বেশি মানুষকে অন্ত্যেষ্টির খরচ বাবদ ৯৬ কোটি টাকার বেশি অর্থসাহায্য দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প চালুর পর থেকে এখন পর্যন্ত চার কোটিরও বেশি মানুষ এই সুবিধা পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক বিবেক গুপ্তার প্রশ্নের জবাবে একথা জানান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

মন্ত্রী বলেন, সমব্যথীর মতো প্রকল্প সারা দেশে একমাত্র বাংলাতেই চালু রয়েছে, যেখানে মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টির খরচ বহন করছে সরকার। এই খাতে বাজেট বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা আছে কি না; এমন প্রশ্নে ফিরহাদ হাকিম জানান, কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ২ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। দিল্লির বর্তমান সরকারের পতন হলে এবং নতুন সরকার সেই টাকা দিলে, আমরা ভবিষ্যতে এই খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে ভাবব।

বিধানসভায় তৃণমূলের মন্ত্রীকেই 'অপদার্থ' বলছেন শাসক বিধায়ক

'পাগলের জায়গা', খোঁচা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার বিধানসভা যেন পরিণত হল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মঞ্চে। রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরীকে সরাসরি আক্রমণ করলেন রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। অভিযোগ করলেন, মন্ত্রী রাজ্যের মৎস্য সমবায়গুলি নিয়ে বিন্দুমাত্র খোঁজখবর রাখেন না, এক সময় নাকি বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে। তারপর প্রকাশ্য সভায় মন্ত্রীকে অপমান করে ছুঁড়ে দিলেন বিস্ফোরক বিশেষণ: অপদার্থ! এই মন্তব্যে মুহূর্তে গোটা বিধানসভায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিরোধীরা হাসতে হাসতে বলেছে, এটাই তৃণমূলের আসল চেহারা; ভেতরে ভেতরে নিজেদেরই মন্ত্রীকে অপদার্থ বলছে! মন্ত্রী পাল্টা তথ্য তুলে ধরলেও অস্বস্তি ঢাকতে পারেননি। শাসকদলের চাপে শেষমেশ বিরতির সময় সমর মুখোপাধ্যায় মন্ত্রীর কাছে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চান। পরে তাঁকে তলব করে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, যাতে তিনি বলেন; মুখ ফসকে কথা বেরিয়ে গেছে। যদিও এই বিষয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ' আসলে তৃণমূল তো পাড়ায় একে অপরকে গালাগালি করে, গুলি চালিয়ে খুন করে। এখন কোনটা রাস্তা, কোনটা পাড়া, চায়ের দোকানের ঠেক আর কোনটা বিধানসভা সেটাই ভুল গেছে। তাই জায়গাটিকে একটা পাগলের জায়গা করে ফেলেছে। এমনই পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছে।'

পুজোয় বাড়তি ট্রেনের ঘোষণা, শিয়ালদহ ডিভিশনের বড় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর ভিড় সামলাতে পূর্ব রেল শিয়ালদহ ডিভিশন বাড়তি ট্রেন চালানোর ঘোষণা করল। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে বারাসত-হাসনাবাদ সেকশনে দুটি নতুন ইএমইউ লোকাল চলবে। ৩৩৩৩১ বারাসাত, হাসনাবাদ লোকাল বারাসত থেকে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে, ১টা ৩৮ মিনিটে হাসনাবাদ পৌঁছবে। ৩৩৩২৬ হাসনাবাদ, বারাসাত লোকাল দুপুর ২টা ৩৩ মিনিটে ছাড়বে, ৩টা ৫৭ মিনিটে বারাসাত পৌঁছবে। সময়সূচির পরিবর্তন বনগাঁ, শিয়ালদহ লোকাল সকাল ৭টা ৫ মিনিটে ছাড়বে (আগে ৭টা ১৫ মিনিট), বনগাঁ, দমদম ক্যান্টনমেন্ট লোকাল সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে, বনগাঁ,বারাসত লোকাল সকাল ৫টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে। মধ্যমগ্রাম, শিয়ালদহ লোকাল সকাল ৮টা ৩৭ মিনিটে ছাড়বে। আরও কয়েকটি ট্রেনের ছাড়ার সময় ৫ থেকে ১৫ মিনিট এগিয়ে আনা হয়েছে। দূরপাল্লা বিশেষ ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা, জম্মু তাওয়াই ওয়ানওয়ে স্পেশ্যাল চালু হবে। রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে এবং তৃতীয় দিনে দুপুর ২টায় জম্মু পৌঁছবে। মাউ, কলকাতা পুজো স্পেশ্যাল ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর প্রতি বুধবার মাউ থেকে ছাড়বে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে, পরদিন সকাল ৮টায় কলকাতা পৌঁছবে। কলকাতা, মাউ স্পেশ্যাল প্রতি বৃহস্পতিবার ছাড়বে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩১ শুক্রবার

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের বিরোধিতায় ধরনায় বসতে চান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেয়ো রোডে তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ খোলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের বিরোধিতায় এবার ধরনায় বসতে চলেছেন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন আধিকারিকরা। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় সোমবার ৮ সেপ্টেম্বর ধরনা কর্মসূচির জন্য মামলা দায়ের করার আবেদনও জানান তাঁরা। আদালত সূত্রে খবর, এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ৮ সেপ্টেম্বর শুনানি। ভিন রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য হেনস্তার অভিযোগ বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের। তার প্রতিবাদে মেয়ো রোডে তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ চলছিল। গত সোমবার দুপুরে 'তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ' খুলে ফেলেন সেনাকর্মীরা। ত্রিপল থেকে বাঁশের কাঠামো- ফ্লেক্স সবই খুলে ফেলে সেনা।

—ফাইল ছবি

সেনার বক্তব্য, এই কর্মসূচির জন্য ২ দিনের সময়সীমা চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই সেই এলাকায় মঞ্চ বাঁধা রয়েছে। সেনার তরফ থেকে ওই এলাকায় কোনও কর্মসূচির জন্য ২ দিনের বেশি সময় দেওয়া হয় না। সে কারণেই মঞ্চ খুলেছেন সেনাকর্মীরা, অন্তত এমনটাই জানানো হয়েছিল সেনার তরফ থেকে।

এদিকে এই মঞ্চ খোলার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দাঁড়িয়েই সেনার বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। মমতা স্পষ্ট ভাষায় কেন্দ্রের সরকারকে বিদ্ধ করে জানান, 'সেনাবাহিনী নয়, পিছনে ছুপা রুস্তম বিজেপি পার্টি আছে এবং তাঁদের সরকার আছে। আমি যখন এখানে আসছিলাম, আপনারা অনেকে ছবিও পেয়েছেন। প্রায় ২০০-র মতো সেনা, তাঁরা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। আমি বললাম আপনারা পালিয়ে যাচ্ছেন কেন? আপনারা আমার বন্ধু। এটা আপনাদের দোষ নয়, আপনারা বিজেপির কথায় করেছেন। দিল্লির কথায় করেছেন।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে বিতর্ক দানা বাঁধে। সুর চড়ান রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

'রোজগেরে বধূর থেকে সংসারে আর্থিক সহযোগিতার আশা নিষ্ঠুরতা নয়'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষিত রোজগেরে বধূ দ্বারা সংসারে আর্থিক সহযোগিতার আশা নিষ্ঠুরতা নয়। পাশাপাশি ভালোবেসে বিয়ে করে স্বামীকে পরে নিষ্ঠুর, অসহযোগী বলা গ্রহণযোগ্য নয়। অভিমত কলকাতা হাইকোর্টের।

আদালত সূত্রে খবর, আবেদনকারী শিক্ষিতা এবং রোজগেরে মহিলা। সংসারের খ রচ-খরচায় সহযোগিতা করা, কোভিড-১৯ লকডাউনের সময় অনলাইনে কিছু কেনার কথা বলা বা শিশুসন্তানকে খাওয়ানোর জন্য শাশুড়ির নির্দেশ, কোনওভাবেই ৪৯৮-ক ধারা অনুযায়ী বধূ নির্যাতন হতে পারে না। যৌথ মালিকানাধীন অ্যাপার্টমেন্টের ইএমআই প্রদান অথবা ছেলেকে নিয়ে বাবার বাইরে ঘুরতে যাওয়া সাংসারিক জীবনে অতি সাধারণ ঘটনা। এসবের জন্য কাউকে দোষারোপ করা যায় না। কারণ, কবে কখ ন কীভাবে অভিযুক্তরা অন্যায় করেছে সেই তথ্যের অভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ারও সুযোগ নেই, বলে পর্যবেক্ষণ বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার।

পাটুলি থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযোগকারিণীর বিবাহ সূত্রে একটি কন্যা রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই তাঁর মনে হয়েছে, স্বামী অনুপযুক্ত। স্বামীর নিকটজনেরা তাঁকে ছুতোনাতায় অপমান করেন। যার একমাত্র কারণ তিনি জাতিগতভাবে নিম্নশ্রেণির। স্বামীকে নিয়ে অন্যত্র যাওয়ার পর তাঁকে গলা টিপে মারার চেষ্টা হয়। কন্যার খিদে না পেলেও শাশুড়ি তাকে খ াওয়ানোর জন্য জোর করেন। যে অ্যাপার্টমেন্টে তাঁরা উঠে এসেছেন, তার মাসিক ইএমআই মেটানোর জন্য তাঁকে চাপ দেওয়া হয়েছে। এদিকে এইসব অভিযোগ শুধু বানানো নয়, সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এবং তাদের হেনস্তা করে মানসিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য অভিযোগ আনা হয়েছে বলে হাইকোর্টে দাবি অভিযুক্তদের। কারণ এফআইআর পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে অভিযোগের সপক্ষে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। তাই অভিযোগ তথা এফআইআর খারিজ হওয়া উচিত বলে অভিযুক্তদের দাবি।

এর পাশাপাশি অভিযোগকারিণীর পেশ করা অভিযোগে অত্যাচার সম্পর্কিত কোনও তারিখ বা মেডিক্যাল তথ্য নেই। পুলিশি তদন্তে শারীরিক বা মানসিক অত্যাচারের কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। বিশেষত পণের জন্য অত্যাচারের প্রমাণ নেই। তার চেয়েও বড় কথা, ভালোবাসা করে তিনি বিবাহ করেছেন। এখন সেই স্বামীকে নিষ্ঠুর অসহযোগী ইত্যাদি বলে অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়।

পথ দুর্ঘটনা, মৃত এক

■ ফের পথ দুর্ঘটনা নিউটাউনে। বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত মহিলার নাম বনশ্রী কুণ্ডু পাল। তিনি বাঁকুড়ার বাসিন্দা। বনশ্রীদেবী ছিলেন একজন তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। ঘটনায় বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ। তবে ঘটনার পরেই পলাতক বাস চালক। এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কর্মসূত্রে তিনি কলকাতায় থাকতেন। এদিকে পুলিশ সূত্রে এও জানা গেছে, নিউটাউন ইকোপার্কের দিক থেকে বিশ্ব বাংলা গেটের আগে কাট আউট থেকে ইউটার্ন নেওয়ার সময় একটি সরকারি বাস পিছন থেকে স্কুটিতে ধাক্কা মারে।

বঙ্গ বিজেপির জনসংযোগ ঝড়

■ ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বঙ্গ বিজেপি সর্বশক্তি দিয়ে জনসংযোগে ঝাঁপিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুর, জ্যোতির্ময় মাহাতো, রাজু বিস্তা; এই ছয় নেতাকে কেন্দ্র করেই রাজ্য জুড়ে গড়ে উঠেছে বিজেপির 'ফ্রন্টলাইন ব্রিগেড'। শুভেন্দু অধিকারী কাঁথি-তমলুক-ঘাটাল চষে জনসভা, রোডশো, নবান্ন অভিযান চালাচ্ছেন। সুকান্ত মজুমদার দক্ষিণ দিনাজপুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে রামনবমীর ঘাটে প্রদীপ জ্বালানো; সবেতেই মানুষ টানছেন। শান্তনু ঠাকুর মতুয়া সমাজকে একত্রিত করে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করার দাবিকে নতুন করে উসকে দিচ্ছেন। পুরুলিয়ার জ্যোতির্ময় মাহাতো নিয়মিত প্রশাসন ও সাংবিধানিক সংস্থাকে চিঠি লিখে দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলার সমস্যা তুলে ধরছেন। পাহাড়ে রাজু বিস্তার নেতৃত্বে বিজেপি এখন প্রধান শক্তি। সমতলে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে মুখ খুলছেন শমীক ভট্টাচার্য।

জেলে বসে পরীক্ষা

■ আগামী রবিবার পরীক্ষা। তার আগেও জটিলতা কাটছে না। কারা পরীক্ষা দিতে পারবেন আর কারা পারবেন না, তা নিয়ে এখনও দ্বন্দ্ব রয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এল আরও এক নতুন আবেদন। যেখানে পকসো মামলায় জেলে আছেন, এমন এক অভিযুক্ত পরীক্ষা দিতে চান। পকসো মামলায় অভিযুক্ত হলেও এসএসসি-র তালিকায় তিনি দাগি নন। অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে ওএমআর জালিয়াতি বা র‍্যাঙ্ক জাম্প করার মতো কোনও অভিযোগ নেই। আদালতে আগাম জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাননি। অবশেষে পরীক্ষা দেওয়ার আবেদন জানান আদালতে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে আবেদন করেন তিনি। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ দুটি ক্ষেত্রেই শিক্ষক পদে চাকরির আবেদন জানান তিনি। তাঁর দাবি, দুটো পরীক্ষাই তিনি দিতে চান। সবটা শুনে বিচারপতি সিনহা জানান, ওই প্রার্থী জেলে বসেই পরীক্ষা দিতে পারবেন।

শ্যামনগরে অন্নপূর্ণা খেলার মাঠ বিক্রির চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে সরব এলাকাবাসী

জমি বিক্রি চক্রের অন্যতম পান্ডা নবাব ভট্টাচার্য: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিল্পাঞ্চলের বুকে একটা সময় যথেষ্ট কদর ছিল অন্নপূর্ণা কটন মিলের। কিন্তু ২০২৩ সালের অগস্ট মাসে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় ঐতিহ্যবাহী এই কটন মিলটি। এই মিলটা বন্ধের সময় শ্রমিক সংখ্যা ছিল মেরে-কেটে তিন শতাধিক। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে মিলের যন্ত্রাংশ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এখন ভেস্টেড ল্যান্ড অর্থাৎ সরকারি জমি দখল করে বিক্রির চেষ্টা চলছে। যদিও সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-সহ ঐতিহ্যবাহী অন্নপূর্ণা খেলার মাঠ বিক্রির চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। প্রসঙ্গত, দু'দিন শ্যামনগর আতপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার ঐতিহ্যবাহী অন্নপূর্ণা কটন মিল নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, সুইমিং মিল ও খেলার মাঠের সঙ্গে পুরনো স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। অন্নপূর্ণা কটন মিলের পুরানো গরিমা ফিরিয়ে আনার তিনি দাবি করেছেন। অথচ খেলার মাঠ কিংবা সুইমিং পুল বাঁচাতে স্থানীয় স্তরে শাসকদলের কাউকেই ময়দানে দেখা যাচ্ছে না। তবে স্থানীয় বাসিন্দা এক যুবক সুমন দাস ওরফে রাজু খেলার মাঠ এবং সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাঁচাতে সরব হয়েছেন। রাজু দাস জানান, ওখানে অনেক সরকারি জমি রয়েছে। যেটা মিল কর্তৃপক্ষের নয়। তবুও চারদিকে গেট লাগিয়ে সরকারি জমি বিক্রির চক্রান্ত চলছে। বড় বড় গাছ কেটে ইতিমধ্যেই সাফ করে দেওয়া হয়েছে। রাজুর অভিযোগ, মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক শ্রেণির জমি মাফিয়া হাত মিলিয়ে বহু বছর ধরে সেই সরকারি জমি দখল করে বিক্রির চেষ্টা করছে। রাজুর দাবি, অন্নপূর্ণা খেলার মাঠ শ্যামনগরের ফুসফুস। এই খেলার মাঠ কিছুতেই তিনি বিক্রি করতে দেবেন না। রাজু দাস জানান, কয়েকদিন আগে পুকুর-সহ মাঠ মাপজোক করা হচ্ছিল। তিনি মাপজোকে বাধা দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মিল কর্তৃপক্ষ মামলা করেছেন। উচ্চ আদালতে তিনি পাল্টা মামলা করেছেন। অতীত স্মৃতিচারণ করে রাজু দাস বলেন, একটা সময় অন্নপূর্ণা কটন মিলে চার-পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। শ্রমিক ছাঁটাই করতে করতে বন্ধের সময় শ্রমিক সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র তিনশোর মতো। তাঁর অভিযোগ, ২০০৬ সালে কোয়ার্টার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। রাতের অন্ধকারে মিলের যন্ত্রাংশ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এখন বিল্ডিং ভাঙা হচ্ছে। মিল কম্পাউন্ডের বাসিন্দা কাজল বিশ্বাস জানান, বহু বছর ধরেই তাঁরা বসবাস করছেন। তাঁর স্বামী কটন মিলের শ্রমিক ছিলেন। বর্তমানে ছয়টি পরিবার বসবাস করছেন। তাঁর অভিযোগ, মিল কর্তৃপক্ষ

জলের লাইন এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কাজল দেবীর অভিযোগ, মিল কর্তৃপক্ষ জোর করে ছয়টি পরিবারকে উচ্ছেদের চেষ্টা করছে। যদিও প্রমোটারি থাবা থেকে সরকারি জমি বাঁচাতে লড়াই জারি রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি জানান, মিল কর্তৃপক্ষ ওখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু সেই উদ্যোগ বিশবাঁও জলে। তাঁর দাবি, রাজ্যে ৬৮৮৮টি কারখানা বন্ধ। একটাও নতুন কারখানা গড়ে ওঠেনি। তাঁর অভিযোগ, ওখানে কিছু সরকারি জমি রয়েছে। সেই জমিটা দখল করে প্রমোটারি চক্রের চক্রান্ত চলছে। একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তা-সহ দু-তিনটে মারোয়ারী সংস্থার মালিক এবং তৃণমূল নেতারা সেই চক্রে যুক্ত। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতার অভিযোগ, নিজেকে ক্রীড়াপ্রেমী দাবি করা নবাব ভট্টাচার্য ওই জমি বিক্রি চক্রের অন্যতম পান্ডা। সাংসদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নবাব ভট্টাচার্য অন্নপূর্ণা মিল কম্পাউন্ডে থাকা ভেস্টেড ল্যান্ড বিক্রির চেষ্টা করছে। কিন্তু স্থানীয়রা জমি বিক্রিতে বাধা দিচ্ছেন। প্রমোটারি রুখতে উচ্চ আদালতে মামলা করা হবে। তাঁর দাবি, তৃণমূল সরকার এখন শেষের পথে। প্রসঙ্গত, অন্নপূর্ণা কটন মিলটি গারুলিয়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত। স্থানীয় কাউন্সিলর তাপস বিশ্বাস বলেন, বৃহত্তর শ্যামনগর অঞ্চলের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি খেলার মাঠ-সহ সুইমিং পুলের জমি কোনওমতেই বিক্রি হতে দেবেন না।

শওকত মোল্লার কনভয় তদন্তে তৎপর লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয় তদন্তে এবার তৎপর লালবাজার। কেন মেয়াদ উত্তীর্ণ গাড়ি সরকারি কনভয়ে ব্যবহার করা হচ্ছিল, তা নিয়ে জয়েন্ট সিপি ওয়ারলেসকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশও পাঠানো হয়েছে লালবাজারের তরফ থেকে। এর পাশাপাশি ডিসি ইস্ট ডিভিশনকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, কীভাবে আর কেনই বা দুর্ঘটনা ঘটল তার রিপোর্ট দিতে। পাশাপাশি জানতে চাওয়া হয়েছে ওই গাড়িতে যান্ত্রিক কী কী সমস্যা ছিল সে ব্যাপারেও বিস্তারিত জানাতে। একইসঙ্গে এও জানতে চাওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের কোন আধিকারিক এই গোটা বিষয়টি দেখছেন।

এদিকে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, পুলিশের গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার রাতেই থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। কারণ দুর্ঘটনায় ওই চালকও আহত হয়েছেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ডিসি ট্রাফিক ইয়েলওয়াদ শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও জানান, 'সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। লোকাল থানা তদন্ত করছে। তথ্য বেরোবে।'এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে জানা যাচ্ছে, যে গাড়িটি কনভয়ে ব্যবহার করা হচ্ছিল, সেটা ১৬ বছরের পুরনো। মোটর ভেহিকেলসের তরফ থেকে সেই গাড়িটিকে ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। তারপরও কলকাতা পুলিশের পাইলট কার হিসাবে কীভাবে চলছিল গাড়িটি সে ব্যাপারে সরব হয়েছেন শাসক বিরোধী শিবিরও।

এদিকে গাড়িটিতে যে যান্ত্রিক গোলোযোগ ছিল, তা স্বীকার করে নিয়েছেন বিধায়ক শওকত মোল্লা। তিনি এই প্রসঙ্গে এও জানান, 'গাড়িটার ব্রেক ফেল হয়ে যায়, তাতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তার জেরে দুর্ঘটনা।'

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার বিধায়কের কনভয়ের বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর। পরিবারের এক মাত্র রোজগেরে ছিলেন তিনি। পরিবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। কিন্তু এখ নও পর্যন্ত শওকত মোল্লা কিংবা তাঁর কোনও প্রতিনিধি নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেননি বা কোনও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথাও জানাননি।

হিন্দুস্তানে হিন্দুরা আসবেন, নিরাপদে থাকবেন: শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিএএ প্রসঙ্গে ফের স্পষ্ট বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'কারা নাগরিকত্ব পাবে, সিএএ-তে স্পষ্ট লেখা আছে;হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান ও পার্সিরা শরণার্থী হিসেবে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন। বাংলাদেশি মুসলিমরা এই দেশে অনুপ্রবেশকারী, তারা নাগরিকত্ব পাবেন না। ধরা পড়লে ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকতে হবে। হিন্দুস্তানে যে কোনও হিন্দু শরণার্থী হয়ে এলে নাগরিকত্ব পাবে, নিরাপদে থাকবে। আমরা তাদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

তিনি জানান, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের আবেদন ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের উদ্যোগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। বুধবার গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ঘোষণা করেছে যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে আসা অমুসলিমরা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সিএএ-এর অধীনে নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবেন। শুভেন্দু অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের প্রতি সংহতি প্রদর্শনের নিদর্শন।' উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে সিএএ পাশ হয় এবং ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আগত শরণার্থীদের জন্য নাগরিকত্বের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। নতুন বিজ্ঞপ্তি সেই সময়সীমা বাড়িয়ে দিল।

রাজ্যের শিক্ষা-শিল্পে ধস, মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সল্টলেকের বিজেপি পার্টি অফিস থেকে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের শিক্ষা ও শিল্প পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, বীরভূম ইউনিভার্সিটির ১৪৩০ আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে মাত্র ১৬৬ জন। বিদ্যাসাগর কলেজের ৪৫০০ আসনের মধ্যে ভর্তি মাত্র ১০০০ জন। যারা 'এগিয়ে বাংলা' বলেন, তাঁদের এটা দেখা উচিত। শিক্ষা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, ছাত্রছাত্রীরা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে।

শিল্প নিয়ে তাঁর অভিযোগ, ৬৬৮৮ কোম্পানি কলকাতা থেকে সদর দপ্তর সরিয়েছে। সরকারের কাছে শিল্প মানে এখন বেআইনি বালি, পাথরের খাদান, আবগারি আর লটারি। অধিবেশন ডেকে এ সব থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা ও বিধানসভা পরিচালনার ধরনকে 'ধিক্কারযোগ্য' বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, বিরোধীদের কথা বলতেই দেওয়া হচ্ছে না, স্পিকার পক্ষপাতদুষ্ট।

প্রধানমন্ত্রীর জিএসটি ও মেডিক্যাল ইন্সুরেন্সে ছাড়ের সিদ্ধান্ত ন্সকে অভিনন্দন জানিয়ে শমীক দাবি করেন, এতে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। তিনি অভিযোগ করেন, আয়ুষ্মান ভারত ও পানীয় জলের প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে দেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে নির্বাসনেই পাঠাতে হবে।

আরজি কর দুর্নীতিতে অভিযুক্ত আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি করের অন্দরে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের নির্দেশই ছিল 'শেষ' কথা! আরজি কর দুর্নীতি মামলার বিচার পর্বে সাক্ষীদের বয়ানে মিলল এমনই ইঙ্গিত। তাঁদের বয়ান অনুসারে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের নির্দেশেই সমস্ত কাজকর্ম চলেছে। বৃহস্পতিবার সাক্ষ্যদানে অংশ নিয়ে আদালতে এমনই জানান এই হাসপাতালের প্রাক্তন আর্থিক উপদেষ্টা। এরই প্রেক্ষিতে প্রাক্তন আর্থিক উপদেষ্টার কাছে সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী প্রশ্ন করেন, হাসপাতাল সংস্কার ও চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ নিয়ে হাসপাতালে কে সিদ্ধান্ত নিতেন বা কী ভাবে নেওয়া হত। এর উত্তরে আদালতে প্রাক্তন আর্থিক উপদেষ্টা জানান, হাসপাতালে সমস্ত কিছুই ছিল সন্দীপ ঘোষের নিয়ন্ত্রণে। সন্দীপের নির্দেশে কাজ চলত। প্রশাসনিক বিষয়ে সন্দীপের নির্দেশে কাজ করতেন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। এই জবাবের পর অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা এও দাবি করেন, সন্দীপ ঘোষ শুধু একা নন, আখতারও দুর্নীতির কাজে মদত দিয়েছেন।

সুস্পষ্ট নিম্নচাপ, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি থামার নাম নেই। সুস্পষ্ট নিম্নচাপ ওডিশা ও ঝাড়খণ্ড পেরিয়ে ছত্তিশগড়ের দিকে এগোচ্ছে বলে জানাল হাওয়া অফিস। এরপর তা ছত্তিশগড় হয়ে মধ্যপ্রদেশের দিকে এগিয়ে যাবে, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে যে, এ সপ্তাহে তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। ফলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটা বাড়বে।

এদিকে দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি চলছে। কলকাতাও তার ব্যতিক্রম নয়। বৃষ্টির সঙ্গে মাঝেমাঝে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। বঙ্গোপসাগরে নতুন করে যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হয়েছে, তার প্রভাবেই এই দুর্যোগ। নিম্নচাপ অঞ্চল ঘনীভূত হয়ে সুস্পষ্ট আকার নিয়েছে। ফলে বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

শুক্রবারে মূলত আংশিক মেঘলা থাকবে কলকাতার আকাশ। তাপমাত্রা বাড়ার পাশাপাশি আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তিও অনুভূত হয়। তবে শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির

পরিমাণ কিছুটা কমবে। আবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়বে সোমবার। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হবে সব জেলাতেই। শনিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। তাপমাত্রা ও কিছুটা বাড়বে। রবিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের কয়েকটি জেলায়। রবিবার এবং সোমবার কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তবে কলকাতায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ, কখনও পরিষ্কার আকাশ। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি থাকবে। না হলেই অস্বস্তি আরও বাড়বে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে। উইকেন্ডে বৃষ্টি কমবে, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম।

সম্পাদকীয়

নাগরিকত্ব প্রদানে ভিত্তিবর্ষ ২০১৪ নয় ২০২৪, কার্যকরী পদক্ষেপ কেন্দ্রের

ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে প্রতিবেশী দেশের সংখ্যালঘুরা চাইলে এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে। এতদিন এর ভিত্তিবর্ষ ছিল ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর। এবার তা ১০ বছর বাড়িয়ে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর করল কেন্দ্রের মোদি সরকার। এর ফলে পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো দেশে অত্যাচারিত সংখ্যালঘুরা অনেকটাই আশ্বস্ত হলেন। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ঘোষণা, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে আগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি এবং খ্রিস্টানরা, যারা নিজের দেশের ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে বাঁচতে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতে এসেছেন, তাদের বৈধ পাসপোর্ট বা কোনও ভ্রমণ নথি ছাড়াই এ দেশে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে। সম্প্রতি কার্যকর হওয়া ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স অ্যাক্ট ২০২৫-এর অধীনে জারি করা এই গুরুত্বপূর্ণ আদেশটি বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে স্বস্তি এনেছে। বিশেষ করে পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের জন্য, যারা ২০১৪ সালের পর ভারতে এসেছিলেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা নিজেদের ও পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ অনুযায়ী, যা গত বছর কার্যকর হয়েছে, এই নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের যারা ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে এসেছিলেন, তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত উপমহাদেশের এক বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করবে। ফলে এটি একটি অত্যন্ত কার্যকরি পদক্ষেপ বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল। তবে, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স (এক্সেম্পশন) অর্ডার, ২০২৫, যা ২০২৫ সালের এপ্রিলে পাস হয়েছিল। সেখানে ভুটান, নেপাল, তিব্বত এবং শ্রীলঙ্কার তামিল নাগরিকদের এই আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। এর উল্টোদিকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অসমে বলবত থাকা ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালকে নতুন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স অ্যাক্ট, ২০২৫-এর অধীনে অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত করার ক্ষমতা দিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা কাউকে গ্রেফতার করতে ও হোল্ডিং সেন্টারে পাঠাতে পারবে।

শব্দবাণ-৩৭৯

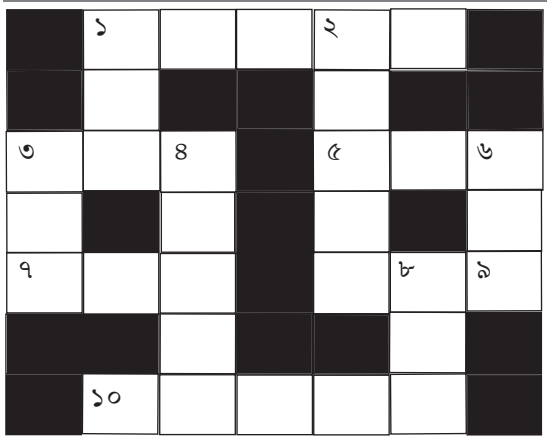

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কৈফিয়ত ৩. যাওয়া, প্রস্থান ৫. অভিনয়াদির অভ্যাস ৭. চাকর, দাস ৮. গোপনতা ১০. মোক্ষ, ভববন্ধন থেকে মুক্তি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. আহত ২. ঠিকা শ্রমিক ৩. ঘাড়ে চাপানো ৪. প্রহরা ৬. লোলুপ, লোভী ৯. মোচন।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৭৮

পাশাপাশি: ১. গন্ধসার ৩. পাচার ৪. ঘাতক ৬. ইশারা ৯. সুলভ ১০. লাগাতার।

উপর-নীচ: ১. গরজে ২. রজত ৩. পাসবই ৫. কপোতাভ ৭. শামলা ৮. অসুর।

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রজ্ঞান ওঝা

১৯৬৩ বিশিষ্ট নির্বাচন বিশেষজ্ঞ যোগেন্দ্র যাদবের জন্মদিন।
১৯৭৯ বিশিষ্ট সরোদবাদক আয়ান আলি খানের জন্মদিন।
১৯৮৬ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রজ্ঞান ওঝার জন্মদিন।

রাধাকৃষ্ণন: প্রসঙ্গ নোবেল পুরস্কার

সঞ্জয়কুমার দাস

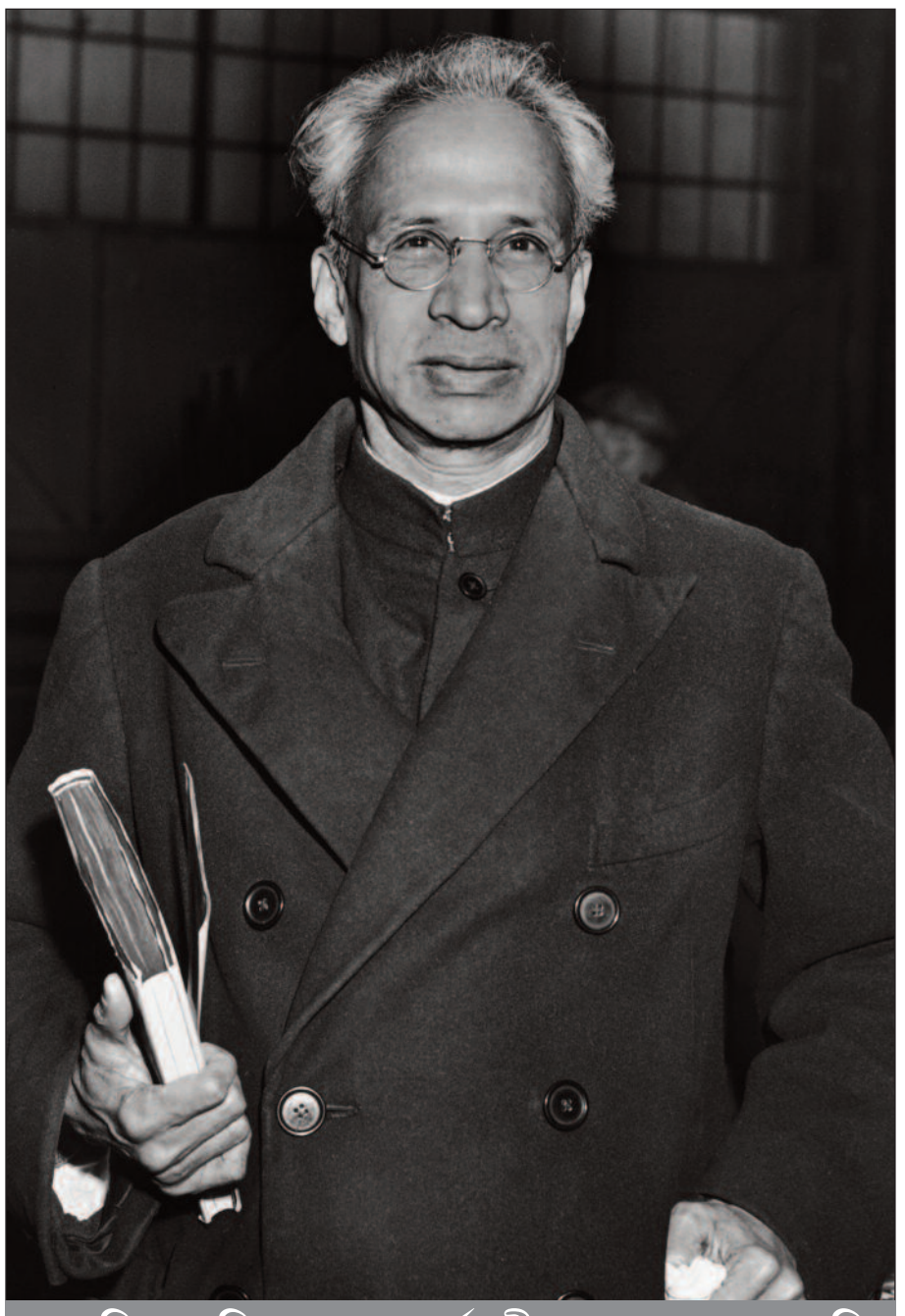

জীবন্ত মানুষের জন্মদিন এভাবে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে পালিত হয়, এমন দৃষ্টান্তের পরিসংখ্যান দুই অঙ্কে গড়াবে কিনা সন্দেহ আছে! কিন্তু সে সন্দেহের মাথা খেয়ে বাস্তবের আঙিনায় বিচরণ করলে যে অসম্ভভাব্য সম্ভবের সাথে শুভদৃষ্টির সম্ভাবনায় মোহিতের অবসর রচিত হবে, সে দিনটি আবশ্যিকভাবেই ভারতের জাতীয় শিক্ষক দিবস। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন যে দিবসের আত্মা এবং সে দিনটি ৫ সেপ্টেম্বর। ১৯৬২ সালে যার ভিত্তিপ্রস্তর। ১৯৭৫ সালে নিভে যায় সে জীবন্ত কিংবদন্তির প্রাণদীপ। ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহাসমারোহে এ দিনটি পালিত হয়। সম্মানিত হন শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। প্রাসঙ্গিক চর্চায় ক্ষণিকের আলোক বর্তিকায় উদ্ভাসিত হন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। কিন্তু সে আলোচনায় জন্ম-মৃত্যু, ব্যক্তিজীবন-কর্মজীবনের গতানুগতিকতার শৈবালদাম রুদ্ধ করে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ বিতরণে। এ যেন ধরা-বাঁধা জীবনগাথা। এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম, প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, শিক্ষকতা, উপরাষ্ট্রপতি - রাষ্ট্রপতি, ভারতরত্ন, নাইট উপাধি প্রাপ্তি অসুস্থতা ও অগ্যস্ত যাত্রায় পরিশীলিত। আবার কোনও কোনও আলোচনায় যদুনাথ সিংহ মহাশয়ও আপন কক্ষপথ থেকে সরে এসে রাধাকৃষ্ণন বলয়ে প্রবেশ করেন। মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সে জবাবদিহিকে কেন্দ্র করে সূচনা হয় মহাবিতর্কের। যে বিতর্ক শেষপর্যন্ত আদালতেও গড়ায়। যদুনাথকে সমর্থন করে পত্রও লেখেন শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সে পত্রে তিনি যদুনাথকে লিখেছেন, তওহে বাপু! করিয়াছ কি ? একেবারে বিষ্ঠার হাঁড়ি হাটের মাঝে ভাঙ্গিয়া দিলে ? তবে তোমারই বা অপরাধ কি ? যাহা করিয়াছ আত্মরক্ষার্থে। তুমি এপ্রিল মাসের ঋড়্ত তে (Modern Reviewতে) জবাব দিয়াছ তাহার উপর আর কাহারও কলম চালাইবার সাধ্য নাই। এই প্রকার Plagiarism বড়ই আক্ষেপের ও ক্ষোভের বিষয়। এই Controversy যে নিরপেক্ষভাবে পড়িবে সে কি প্রকার সে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই ।

যাহা হউক আমার পরামর্শ এই যে সমস্ত Research করিয়াছ এবং যে প্রকার পাণ্ডিত্য (vast erudition) দেখাইয়াছ তাহাতে তোমার একখানা নিজের গ্রন্থ Publish করা উচিত। ডাঃ শীলের যে প্রকার high opinion তোমার উপর আছে তাহা বলা বাহুল্য well-deserved.” ২০০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে সেদিন কলকাতা হাইকোর্টে যে মামলা করেছিলেন যদুনাথ সিংহ, তার প্রতিক্রিয়ায় ১০০০০০ টাকার পাল্টা মামলা করেন ড. রাধাকৃষ্ণন। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক, রায়দান না করেই কলকাতা হাইকোর্ট সেদিন মামলাটিতে স্থগিতাদেশ দিয়ে বিতর্কের গতি রোধ করেন। অবশ্য আমজনতা যদুনাথ-রাধাকৃষ্ণণ বিষয়টি যেমন চেটেপুটে খেয়েছেন, তেমন স্বাচ্ছন্দ্যে রাধাকৃষ্ণনের ইতিবাচক প্রতিভাসমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তোর সন্ধানে ব্রতী হননি। তাই এ সরলরৈখিক আলোচনায় নোবেল পুরস্কার ও ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের প্রসঙ্গ, প্রক্ষিপ্ত মনে হতেই পারে।

নোবেল পুরস্কারের সাথে ভারতের প্রথম সংযুক্তি ১৯০২ সালে এবং সর্বশেষ ২০১৯ সালে। মীরাক্কেলীয়ভাবে প্রথম এবং শেষের বর্ষপঞ্জীর সংখ্যাটি যেন প্রায়-পেলিনড্রম সংখ্যা। ১৯০২ সালে নোবেল প্রাপক রোনাল্ড রস ছিলেন ভারতে জন্মগ্রহণকারী ব্রিটিশ নাগরিক এবং শেষেরজন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাক্রমে তিনিও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন-বাঙালি নাগরিক। রোনাল্ড রস থেকে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যায়সারণিতে অবশ্য দেখা মিলবে না, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের। তবে কীভাবে নোবেল পুরস্কারের সাথে তাঁর নাম সংযুক্তির অবকাশ আছে? আলবৎ আছে। তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি ঠিকই কিন্তু নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য সাতাশবার তাঁর নাম মনোনয়নের শ্লাঘনীয় অধ্যায় রচনা করেছে। প্রথমবার ১৯৩৩ সালে এবং শেষবার ১৯৬৬ সালে। অর্থাৎ ৩৪ বছরে ২৭ বার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য তাঁর নাম প্রস্তাবিত। সম্ভবত আর কোনও ভারতীয়ের নাম এতোবার প্রস্তাব করা হয়নি। আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নাম সেপর্যন্ত প্রস্তাবিত হয়েছে মাত্র ১১ বার, পন্ডিত জহরলাল নেহরুর নাম প্রস্তাবিত হয়েছে মাত্র ১২ বার, স্যার চন্দ্রশেখর রমনের নাম ১২ বার, সেখানে ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম নোবেল কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে ২৭ বার। এও কি কম প্রাপ্তি? একথা ঠিক ড. রাধাকৃষ্ণন নোবেল পুরস্কার পাননি। কিন্তু তাঁর নোবেল না পাওয়ার বিমর্ষতাও সঙ্কুচিত হয়

আজ শিক্ষক দিবস ● ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন

নোবেল পুরস্কারের সাথে ভারতের প্রথম সংযুক্তি ১৯০২ সালে এবং সর্বশেষ ২০১৯ সালে। মীরাক্কেলীয়ভাবে প্রথম এবং শেষের বর্ষপঞ্জীর সংখ্যাটি যেন প্রায়-পেলিনড্রম সংখ্যা। ১৯০২ সালে নোবেল প্রাপক রোনাল্ড রস ছিলেন ভারতে জন্মগ্রহণকারী ব্রিটিশ নাগরিক এবং শেষেরজন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাক্রমে তিনিও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন-বাঙালি নাগরিক। রোনাল্ড রস থেকে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যায়সারণিতে অবশ্য দেখা মিলবে না, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের। তবে কীভাবে নোবেল পুরস্কারের সাথে তাঁর নাম সংযুক্তির অবকাশ আছে? আলবৎ আছে। তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি ঠিকই কিন্তু নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য সাতাশবার তাঁর নাম মনোনয়নের শ্লাঘনীয় অধ্যায় রচনা করেছে। প্রথমবার ১৯৩৩ সালে এবং শেষবার ১৯৬৬ সালে। অর্থাৎ ৩৪ বছরে ২৭ বার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য তাঁর নাম প্রস্তাবিত। সম্ভবত আর কোনও ভারতীয়ের নাম এতোবার প্রস্তাব করা হয়নি। আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নাম সেপর্যন্ত প্রস্তাবিত হয়েছে মাত্র ১১ বার, পন্ডিত জহরলাল নেহরুর নাম প্রস্তাবিত হয়েছে মাত্র ১২ বার, স্যার চন্দ্রশেখর রমনের নাম ১২ বার, সেখানে ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম নোবেল কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে ২৭ বার। এও কি কম প্রাপ্তি?

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির প্রস্তাবনার রকমফেরে। কেননা ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম দুটি বিভাগে প্রস্তাবিত। সাহিত্য ও শান্তি। সাহিত্যে ১৬ বার এবং শান্তিতে ১১ বার।

ড. রাধাকৃষ্ণন মহাশয়ের নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রথম প্রস্তাবক Knut Hjalmar Leonard Hammarskjd তে। যিনি সর্বমোট ৫০ বার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। তন্মধ্যে ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম তিনি প্রস্তাব করেছিলেন ৫ বার। যথাক্রমে ১৯৩৩, ১৯৩৪, ১৯৩৫, ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ সালে। পাঁচবারই তিনি ড. রাধাকৃষ্ণণের নাম প্রস্তাব করেন সাহিত্য বিভাগে। সাহিত্য ষষ্ঠবারের জন্য ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম প্রস্তাব করেন The PEN ১৯৫২ সালে। সপ্তমবার তাঁর নাম সাহিত্য বিভাগে নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য N.K. Sidhanta মহাশয় ১৯৫৬ সালে। শুধু ১৯৫৬ সালেই নয়, ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে সর্বমোট ৫ বার তিনি ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম প্রস্তাব করেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য। যথাক্রমে ১৯৫৬, ১৯৫৮, ১৯৬০, ১৯৬১ এবং ১৯৬২ সালে। এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে N.K. Sidhanta মহাশয় শুধুমাত্র সাহিত্যেই নয় নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্যেও ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম প্রস্তাব করেছেন। যথাক্রমে ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালে অর্থাৎ সর্বমোট চারবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম প্রস্তাব করেন। শান্তি ও সাহিত্য মিলিয়ে মোট ৯ বার N.K. Sidhanta মহাশয় তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। ১৯৫৭ সালে ড. রাধাকৃষ্ণণের নামের প্রস্তাবক ছিলেন Hywel David Lewis. ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে ড. রাধাকৃষ্ণনের নামের প্রস্তাবক ছিলেন Arthur John Arberry. যথাক্রমে ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৩ সালেই ড. রাধাকৃষ্ণনের নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে নাম প্রস্তাবে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি আর কেউ নন, ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬৩ সালেই শেষবারের মতো নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের জন্য ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম প্রস্তাবিত হয়।

আর নোবেল শান্তি পুরস্কারে প্রথমবার তাঁর নাম প্রস্তাব করেন বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক L Venkatarangaiya ১৯৫০ সালে। ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় বার নোবেল শান্তি পুরস্কারে তাঁর নাম প্রস্তাব করেন মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক I.K. Duraiswasni. তৃতীয় বার তাঁর নাম প্রস্তাব করেন সাংসদ P.S. Katagopal Naisu ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৬ সালেই তাঁর নামের আরেক প্রস্তাবক ছিলেন আরেক সাংসদ K. M. Shah. তিনি ১৯৫৭ সালেও ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করেন। সাংসদ M.G. Reddy মহাশয় ১৯৬৩ সালে তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। ড. রাধাকৃষ্ণনের নাম শেষবারের মতো নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক Christopher Hill ১৯৬৬ সালে। ২৭ বার নাম প্রস্তাবের যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এ নিবন্ধটিতে তুলে ধরার প্রয়াস দেখানো গেল, এ প্রয়াস অনুসন্ধিৎসু গবেষকের কৌশলী পদক্ষেপে আলোক দিশারী হয়ে উঠতে পারে।

ভারতীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে। ১৯১৬ সালে ভারত থেকে নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের জন্য নাম প্রস্তাবিত হয় রবি দত্ত মহাশয়ের। ভারত থেকে নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত তৃতীয় নামটি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। সময়টা ১৯৩৩ সাল। ততদিনে তিনি নাইটহুড উপাধি পেয়ে গেছেন। চুকিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পাট। লিখে ফেলেছেন বহু গ্রন্থ। সে তালিকাটিও হিমালয়স্বরূপ। ‘‘The Philosophy of Rabindranath Tagore” 1918, "The Hindu Dharma" 1922– "Indian Philosophy" Vol. 1– 1923– Vol. 2 1927– "The Hindu View of Life" 1927– "Indian Religious Thought" 1916– "Religion– Science and Culture" 2010– "An Idealist View of Life" 1929 এবং ‘‘Kalki– or the Future of Civilization” (১৯২৯). স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বব্যাপী তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ। যিনি আর্থিক অনটনতায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের সুযোগরহিত তিনিই কিনা শপথ নেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার। এবং অদূর ভবিষ্যতে সে শপথ তিনি অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেন। হ্যাঁ একথা ঠিক, তাঁর বহুচর্চিত গ্রন্থের উপাদেয় বস্তুর উৎস নিয়ে আইনি জটিলতা বিচারালয়ের দ্বারে কড়া নেড়েছে। তথাপি তাঁকে নিয়ে আমাদের শ্লাঘার যথেষ্ট কারণ আছে। সেই সরণিতে তাঁর শিক্ষকতা, উপরাষ্ট্রপতিত্ব, রাষ্ট্রপতিত্বের মাইলস্টোনগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখেও শ্লাঘা করা সাজে। বিশেষত ২৭ বার নোবেল পুরস্কারে মনোনয়নের জন্যেও।

তথ্যঋণ: ভট্টাচার্য নন্দলাল, ‘জ্ঞানতাপস রাধাকৃষ্ণন’, গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ - ২০০৩ উইকিপিডিয়া, এনসাইক্লোপিডিয়া ও অন্যান্য

উৎকৃষ্ট শিক্ষার্থী হোক শিক্ষকের ভবিষ্যৎ শিক্ষক

শুভজিৎ বসাক

শিক্ষার ইংরাজি প্রতিশব্দ Education শব্দটির উৎস ল্যাটিন Educere থেকে, যার ইংলিশ অর্থ হচ্ছে To lead out অর্থাৎ শিশু এবং শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে যে সব মানসিক শক্তি জন্মসূত্রে বিদ্যমান সেগুলিকে বাইরে আনা। অর্থাৎ একজন প্রকৃত শিক্ষক তখনই তাঁর পরিমাপ বোঝাতে সক্ষম হন যখন তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীরা সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়, শিক্ষক নিজেকে উচ্চদরের বুঝিয়ে কখনও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না। একইসাথে প্রযোজ্য, শিক্ষার্থীদেরও সেই শিক্ষার মান কৃতঘ্ন না হয়ে বজায় রাখা।

শিক্ষকদের কাজ অনেকটা জেলের মত, শিক্ষার্থীরা চিরকালীন তাঁদের কাছে একঝাঁক ছোট মাছের মতো আর জেলে যেমন তাদের মধ্যে থেকে পুষ্টিকর মাছকে চিনে নিতে পারে শিক্ষকও সম্ভাব্য উৎকৃষ্ট শিক্ষার্থীকে অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে থেকে ঠিকই চিনে নিতে সক্ষম হন। এই চলমান রীতির জেরেই হয়তো সমাজে এখনও প্রকৃত শিক্ষকের সংখ্যা কমে আসেনি তাই শিক্ষা এখনও মূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে। এমন শিক্ষকের যেকোনও শাসন শিক্ষার্থীকে বদ্ধ জীবনের গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক থেকে বের করে আনতে সক্ষম, সেই শাসনেও শিক্ষার মান উপস্থিত থাকে।

এমন শিক্ষকও আছেন, যাঁরা সবসময়ে শিক্ষার্থীদের ভুল ধরতে নিজেদের স্বস্থানে অদ্বিতীয় করে তুলেছেন। আবার তাঁর কাছে শিক্ষা শুধুই ব্যবসায়িক পরিসরের অঙ্গ ছাড়া কিছুই নয়, শিক্ষার্থী শুধুমাত্র মূলধন হিসাবে বিবেচ্য হয়। এঁরা শিক্ষা প্রসারের প্রকৃত অর্থ বোঝাতে ব্যর্থ তাই সমাজে সমাজবিরোধী কার্যকলাপও এখনও বিবদমান।

অন্যভাবে বলা যায় যে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় পর্যাপ্ত পরিমাণে নির্ভীক, পরিপূর্ণ শিক্ষকের অভাববোধের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুধুই নম্বরভিত্তিক শিক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কমছে নিজেদের মধ্যে সদর্থক সিদ্ধান্ত নেওয়া, আত্মসমীক্ষার প্রবণতা আর এতেই আত্মহনন, পালিয়ে গিয়ে বাল্যবিবাহের মত অশিক্ষামূলক ঘটনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদেরও বুঝতে হবে কোনও নতুন আঙ্গিক সমাজে যথাযথ শিক্ষামূলক প্রসার ছাড়া কোনওদিন শুরু হয়নি কারণ সমাজে তার উপযোগিতা একজন শিক্ষিত মানুষ ছাড়া বোঝাতে পারে না, তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির পথও চেনা তাঁরই। কিছুটা অগ্রগতির পরে সেই নতুন পথ নিয়ে স্বার্থান্বেষী কায়েমী কার্যকলাপ শুরু হলেও অগভীর জ্ঞানের প্রাচুর্য্য সেই কাজকে ক্ষণস্থায়ী করে তোলে। অতএব শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের নূন্যতম ভরসা নিজেদেরই অটুট রাখতে জানতে হবে।

একথা বাস্তবিক যে ঝাঁ চকচকে মসনদে শিক্ষার প্রসার হয় না, তার প্রসারণ ঘটে বাস্তবিক সান্নিধ্যে যত আসা যায়, যেমন চিকিৎসক রোগীর সংস্পর্শে, বিদ্যালয়ে বাস্তবধর্মী শিক্ষার সংস্পর্শে এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় পরিসরে শিক্ষার্থী যত নিজেকে তাতে সম্পৃক্ত করে দিতে জানবে তার মধ্যে আত্মসমীক্ষার প্রসার হবে আর উপযুক্ত সময়ে সঠিক শিক্ষালব্ধ শিক্ষার্থীর অধীনে শিক্ষক চিকিৎসক ভবিষ্যতে যদি চিকিৎসা করাতে, শিক্ষক তাঁর পরিমন্ডলের ক্ষুদে ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে তাঁর শিক্ষার্থীর জ্ঞানে ভরিয়ে তুলতে, এছাড়া সামাজিক যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিসরে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের অধীনে খোদ শিক্ষকেরা নিজেদের সুরক্ষিত মনে করেন তবেই বুঝতে হবে শিক্ষা তার যথাযথ মান বহনে সক্ষম রয়েছে। এভাবেই শিক্ষকতার মত কঠিন কাজের মাধ্যমে অশিক্ষা ক্রমে পিছু হটবে, শিক্ষা সামনে এগিয়ে চলার আলোকিত পথকে নির্দেশ করবে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হাসপাতালে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন

হেঁশেলে অতর্কিতে অভিযান বিজেপি বিধায়কের

নিয়ম লঙ্ঘনে সরব মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দিনের পর দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের প্রদান করা হচ্ছে নিম্নমানের খাবার। এমনই অভিযোগ তুলে সরব হলেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা। এদিন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীদের খাবার তৈরির যে হেঁসেল রয়েছে সেখানে অতর্কিত অভিযান চালিয়ে ঠিকা প্রাপ্ত সংস্থার কর্মচারীদের ধমক দেন তিনি। সেই ভিডিও বিধায়ক তাঁর নিজের ফেসবুক ওয়ালে পোস্ট করায় মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হতে থাকে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিও-তে দেখা যাচ্ছে বিধায়ক তাঁর অনুগামীদের নিয়ে সরাসরি রান্নাঘরে গিয়ে রোগীদের যে খাবার প্রদান করা হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখ লেন। অত্যন্ত নিম্নমানের খাবারের অভিযোগ তুলে বিধায়ককে জোর ধমক দিতে দেখা সেখানকার কর্মীদের। বিষয়টি চাউড় হতেই সংবাদমাধ্যমের সামনে বিধায়কের এই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডা. অর্পণ কুমার গোস্বামী জানান, একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধি হয়ে তিনি হাসপাতালে রোগীদের খোঁজ নিতে আসতেই পারেন। কিন্তু হাসপাতালের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। সেটা বিধায়ক নেননি। বিষয়টি নিয়ে মেডিক্যাল কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা করে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন তিনি। বিজেপি বিধায়কের এই ধরনের কর্মকাণ্ডে রীতিমতো সুর চড়িয়েছে শাসক তৃণমূল শিবির। বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তারাশঙ্কর রায় জানান, 'ভোট আসছে তাই বিধায়ক রাজনীতি করছেন। কিন্তু তাঁর এই দাদাগিরি সুলভ আচরণ মোটেও কাম্য নয়।' তিনি মেডিক্যাল কলেজের কাছে বিধায়কের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ারও অনুরোধ জানান। যদিও এই বিষয়ে বিধায়কের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তার কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বাবা-মাকে গুলি করে খুন! আত্মঘাতের চেষ্টা এসআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মা ও বাবাকে নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে খুন করে নিজে আত্মঘাতীর চেষ্টা করলেন এক সাব-ইনস্পেক্টর। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহলে ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্ত সাব-ইনস্পেক্টর জয়দীপ চ্যাটার্জি ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের জঙ্গলমহল ব্যাটেলিয়নে কর্মরত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোর রাতে গুলির শব্দ শুনে প্রতিবেশী ও বাড়ির মালিক ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় মা শম্পা চ্যাটার্জী, বাবা দেবব্রত চ্যাটার্জী এবং এস আই জয়দীপ চ্যাটার্জীকে তাদের ভাড়া বাড়ির মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এসআই জয়দীপ চ্যাটার্জীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার এসএসকেএম (পিজি) হাসপাতালে রেফার করা হয়। তাঁর মা শম্পা চ্যাটার্জী ও বাবা দেবব্রত চ্যাটার্জীকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করার পাশাপাশি ঘর থেকে একটি স্যুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, বাবা, মাকে নিয়ে দীর্ঘদিন মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলেন জয়দীপ। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, জয়দীপ চ্যাটার্জীর বাড়ি আসানসোলের দোমহনি গ্রামের বামুনপাড়ায়। তিনি ঝাড়গ্রাম জেলায় জঙ্গলমহল ব্যাটেলিয়নের ইনচার্জ ছিলেন। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখছে।

প্রয়াত চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: চলে গেলেন বাগনান তথা রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. শেখ সাহানাজ। বৃহস্পতিবার সকাল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। রেখে গেলেন স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যা-সহ পরিবারকে। পরিবারের পক্ষে আশিক রহমান জানিয়েছেন, ডা. শেখ সাহানাজের পৈত্রিক বাড়ি বাগনানের ওলানপাড়া গ্রামে। বাগনাপুর হাইস্কুলের এই কৃতি প্রাক্তনীর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করার পর তিনি চিকিৎসা শুরু করেন।

তারিখ : ২৮.০৮.২০২৫

প্রতি,

১. সোমনাথ পাতি,
গ্রাম : কালুরডেঙিয়া, পো : ভগবানপুর, ভগবানপুর ইওএসও-৭২১৬০১, পশ্চিমবঙ্গ -ভারত

২. কৃষ্ণা পাতি
গ্রাম : কালুরডেঙিয়া, পো: ভগবানপুর
থানা : ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর -৭২১৬০১, পশ্চিমবঙ্গ-ভারত

বিষয় : উল্লেখ্য ভেহিকেল নং ডব্লুবি২৯বি৮৮৮৫, অ্যাপাক নং এসএ-১৩৮৬২০০ বিষয় সম্পাকিত আমাদের নোটিশ তারিখ ২০.০৮.২০২৫।

প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া

১. উল্লেখ্য আমাদের নোটিশ তারিখ ২৫.০৬.২০২৫ এবং ২০.০৮.২০২৫ আবারও আবেদন করি মালবোঝাই, বিল নং ৮৫১৫৪৫২২৩৯৩৫ কোনও চালান ব্যতীত, প্রকৃত পরিমাণের সমর্থন ব্যতীত, যা সংশ্লিষ্ট ভেহিকেল বোঝাই করা হয়েছিল রেজি. নং **ডব্লুবি২৯বি৮৮৮৫**, উক্ত ভেহিকেল যার স্বত্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃক দখলদারি করা হয়েছে বকেয়া আদায়দানে খেলাপীর জন্য নিয়মিত কিস্তির চুক্তি নং **এসএ-১৩৮৬২০০** অনুযায়ী।

২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা আবারও জানাতে আগ্রহী যে ভেহিকেলে বোঝাই লৌহ আকরিক আপনাকে হস্তান্তর করতে চাই, যা শুভম পার্কিং ইয়ার্ড, এনএইচ-৩১সি, ফুলবাড়ি হাট, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, পিন - ৭৩৪০০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ঠিকানায় রয়েছে, ল্যান্ডমার্ক-গণেশ ওয়েব্রিজ এর সংলগ্ন (গণেশ কাঁটা), এই পত্র পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে, ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এই পত্রকে চূড়ান্ত অবগতকরণ হিসেবে গণ্য করুন দ্রব্যাদি অপসারণের।

এই পত্র কোনও বাধ্যবাধকতা এবং প্রতিরোধ ব্যতীত আমাদের অধিকার প্রয়োগের।

আপনাকে ধন্যবাদ,

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি এর পক্ষে।
অনুমোদিত সিগনেটরি।

জামুড়িয়ায় পাড়ায় সমাধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বৃহস্পতিবার জামুড়িয়া বিধানসভার অন্তর্গত শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামলা গ্রামে ১৯০ এবং ১৯১ এই দুটি বুথের সাধারণ মানুষদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান ও দুয়ারে সরকার শিবির। উপস্থিত ছিলেন জামুড়িয়া ব্লকের জয়েন্ট বিডিও এমডি নাজিমুল ইসলাম মোল্লা, শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অসিত মণ্ডল প্রমুখ। এদিন সাধারণ মানুষজন তাদের এলাকার নানান সমস্যা তুলে ধরার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

SBI এসবিআই এসএমই সেন্টার হাওড়া (১৫৭৪৯)
১০৬, কিরণ চন্দ্র সিংহ রোড, গ্যাঞ্জেস গার্ডেন কমপ্লেক্স
এ-১ বিল্ডিং ২য় তল, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২
ইমেল : sbi.15749@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/C No .- 10869859368

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সালকিয়া (এসএমইসি) হাওড়া শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৯.০৫.২০২৫** তারিখে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা **মেসার্স পিকন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা প্রমোদ কুমার আগরওয়াল (প্রয়াত)** ৪০পি, মধুসূধন পাল চৌধুরি, ফার্স্ট বাই লেন, থানা - ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১১০১ এবং **পিংকি আগরওয়াল, স্বামী এবং স্বত্বাধিকারী প্রয়াত প্রমোদ কুমার আগরওয়াল (আইনি উত্তরাধিকারী)** ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ৫০২, আরিহান্ট টাওয়ার, ১২/১, কেদারনাথ মুখার্জি লেন, কদমতলা ল্যান্ডমার্ক - রিলায়েন্স স্মার্ট বাজার, পো - ব্যাঁটরা, জেলা হাওড়া - ৭১১২০২ **এবং জামিনদাতা সুবোধ কুমার আগরওয়াল, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ২৩, ৩৪, ৬৩১.০৪ টাকা (তেইশ লাখ চৌত্রিশ হাজার ছশো একত্রিশ টাকা এবং চার পয়সা) টাকা ২৯.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** পুঞ্জীভূত পরবর্তী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণকে উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সালকিয়া (এসএমইসি) হাওড়া শাখা** নিকট বকেয়া **২৩,৩৪,৬৩১.০৪ টাকা (তেইশ লাখ চৌত্রিশ হাজার ছশো একত্রিশ টাকা এবং চার পয়সা) টাকা ২৯.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** পুঞ্জীভূত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

নোটিশ ইস্যুকৃত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন

দলিল নং ১-৫৮৪৮, বুক নং ১, দলিল নং ৫৮৪৮-২০০২ সালের রেজিস্টিকৃত অফিস অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া। ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন সার্ভে নং ৪০, অবস্থিত ইএম ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন অবস্থিত এইচএমসি হোল্ডিং নং ৪০ এমএসপিসি ১ বাই লেন হাওড়া ৭১১১০১ পরিমাপ মোট এরিয়া **৪ কাঠা ৪০ বর্গফুট।**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি মোকারারি মৌরাসি স্বার্থ অবস্থিত সমঝোতা পুরসভা হোল্ডিং নং ৩৮, ৪০, ৫০ , ৫১ এবং ৫২, মধুসূদন পালচৌধুরী ফার্স্ট বাই লেন, হাওড়া পৌর নিগম অধীন দাগ নং ৬১, ৬২, ৭৪, ১১৬, ১১৭, ১১৮, এবং ১২২, খতিয়ান নং ১০৯ এবং ১১০,মৌজা : ব্যাঁটরা, এবং থানা : ব্যাঁটরা অধিক্ষেত্র অধীন।

বিক্রয় দলিল নং তারিখ ১১.১০.১৯৬১ এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭৮, পৃষ্ঠা ৯৭ থেকে ১০৫, দলিল নং ৪২৫১-১৯৬১ সালের সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া সমীপে।

চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশ হোল্ডিং নং ৪০ মধুসূদন পালচৌধুরী ১ বাই লেন, শ্রী কৃষ্ণ কুমার রথীর নামে; **দক্ষিণে :** অংশ হোল্ডিং নং ৪০ মধুসূদন পালচৌধুরী ফার্স্ট বাইলেন, শ্রীমতি নাফিসা হায়দার রঙ্গুনওয়ালা এর নামে; **পূর্বে :**এইচ এম সি পাকা নিকাশি, এবং ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া (বারো ফুট) সাধারণ চলার পথ।

সম্পত্তি শ্রী প্রমোদ কুমার আগরওয়াল (প্রয়াত), পিতা শ্রী প্রাণ নাথ আগরওয়াল এর নামে।

দ্রষ্টব্য : ১৩(৪) সংস্থান অধীনে পূর্বে ইস্যুকৃত নোটিশ উল্লেখ্য SMEC/HOW/2025-26/474 তারিখ ০২.০৯.২০২৫ প্রত্যাহৃত।

তারিখ : ০৪.০৯.২০২৫
স্থান : হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, মূল স্বত্ব দলিল নং I-8309, ২০০৮ সালে, অঙ্কিত পাটনির নামে এবং দলিল নং I-1248, ১৯৯৬ সালে, সুরেশ কুমার পাটনি এবং সরিতা পাটনি এর নামে, মেসার্স ইমপেক্স মেটাল অ্যান্ড ফেরো অ্যালয়জ লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিকট বন্ধকদত্ত।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনাদের অবগতির জন্য উল্লিখিত স্বত্ব দলিল নং I-8309, ২০০৮ সালে, অঙ্কিত পাটনির নামে এবং স্বত্ব দলিল নং I-1248, ১৯৯৬ সালে, সুরেশ কুমার পাটনি এবং সরিতা পাটনির নামে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২ এর হেফাজত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উক্ত স্থানান্তরিত/ হারিয়ে যাওয়া দলিলগুলির বিষয়ে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় জি. ডি. ই নং ২০৩১, তারিখ ৩০.০৮.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি যদি উক্ত মূল দলিলগুলি পেয়ে থাকেন বা কোনও দাবি, আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অনুগ্রহ করে জমা দিন এবং/বা আপত্তি , দাবি দাখিল করুন, এবং সংশ্লিষ্ট সময়ের পরবর্তীতে কোনও দাবি আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। আরও অবগত করা হচ্ছে যে, কোনও ব্যক্তি অসদ উপায়ে সংশ্লিষ্ট নথি ব্যবহার করলে তা অবৈধ এবং আইনি জটিলতার মধ্যে পড়তে পারেন। কোনও কারণে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও যোগাযোগ না করা হলে উক্ত সম্পত্তির সার্টিফায়েড কপি মূল নথি হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে।

তারিখ : ০৪.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএএমবি-২, কলকাতা

খানাকুলে আক্রান্ত পরিবারগুলির পাশে জাতীয় মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের বলপাই গ্রামে মহিলাদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গ্রাম পরিদর্শনে জাতীয় মহিলা কমিশন। বৃহস্পতিবার দুপুরে বলপাই গ্রামে আক্রান্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করতে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার। গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন। একইসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আশ্বাস দেন তিনি। এরপর খানাকুল ২ নং বিডিও অফিসে একটি বৈঠকও করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, খানাকুল ২ নং বিডিও মহম্মদ জাকারিয়া,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা মণ্ডল, খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ-সহ অন্যান্যরা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর মতে, ওই এলাকায় পুলিশি অত্যাচার হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তারপর তার যা ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার, তা করা হয়েছে। তবে প্রান্তিক তপশিলি মহিলাদের মধ্যে পুলিশ নিয়ে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, তা যত দ্রুত কাটানো যায় তারজন্যও একাধিক উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান অর্চনা মজুমদার।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বলপাই এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছিল খানাকুলে। আর এই ঘটনার পরই খানাকুলের তৎকালীন ওসি হামিদুর রহমানের নির্দেশে বলপাই এলাকায় রাতের অন্ধকারে পুলিশি জুলুম শুরু হয় বলে অভিযোগ তুলেছিলেন ওই এলাকার মহিলারা। ঘটনাটি নিয়ে সরব হয় রাজ্য বিজেপিও। আর এরপরেই তড়িঘড়ি সরিয়ে দেওয়া হয় অভিযুক্ত ওসিকে। এমনই দাবি করে বিজেপি। যদিও পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, খানাকুল থানার ওসি হামিদুর রহমানের বদলি ছিল রুটিন বদলি। তার সাথে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। এদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ওই এলাকায় বসানো হয় পুলিশ পিকেট। বর্তমানে ওই এলাকার মহিলাদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে হুগলি জেলাপুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

Achiievers Finance India Lmtd
CIN-U51909WB1996PTC082118
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08, P: 033-6606 3000
E: gold@achieversind.com, W: www.achiieversfinance.com

এতদ্বারা আপনাদিগকে অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিতি শাখাগুলিতে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির বন্ধক রাখা স্বর্ণালংকার 19/09/2025 তারিখে সকাল 11.45টা থেকে জনগণের সামনে নিলাম করার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে। নিলামের স্থান সংশ্লিষ্ট শাখায় নিলাম করা হবে। নিলামের অংশগ্রহণকারীদের ফটো আইডি, প্যান এবং G.S.T সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। নিলামের অংশগ্রহণ করার জন্য Rs.100000/- টাকা টোকেন প্রদান করতে হবে। সফল অংশগ্রহণকারীদের NEFT বা RTGS এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

ঠাকুরপুকুর ঃ 7377, 7380, 7394, 7420, 7433, 7434, 7439, 7446, 7449, 7452, 7455, 7464. কাকদ্বীপ ঃ 25590, 25613, 25627, 25684, 25739, 25744, 25767, 25785, 25803. বারুইপুর ঃ 4929, 4975, 4983, 4996. ক্যানিং ঃ 9044, 9045, 9171, 9173, 9175, 9181, 9187, 9203, 9215, 9228, 9230, 9231, 9236, 9238, 9242, 9243, 9248, 9249, 9252, 9255, 9682, 9686. ফুলিয়া ঃ 10230, 10232, 10234, 10235, 10241, 10346, 10357, 10362, 10363, 10375, 10380, 10381, 10386, 10391, 10397, 10398, 10401, 10402, 10405, 10407, 10410, 10432. ডায়মন্ডহারবার ঃ 5852, 5855, 5856, 5861, 5865, 5868, 5884, 5888, 5900, 5915, 5918, 5919, 5921, 5931, 5933, 5942, 5947, 5948, 5969, 5974, 5977, 5980, 5985. বারাসাত ঃ 959, 963, 964, 974, 976, 977, 978. দমদম ঃ 510, 528, 532, 535, 536, 539, 541, 545, 549. চন্দননগর ঃ 211. 212. নয়াপল্লী (ভুবনেশ্বর) ঃ 821, 824, 831, 835, 841, 854, 936. কান্তচৌরাহ (জয়পুর) ঃ 513. VKIA (জয়পুর) ঃ 186, 194.

বিঃদ্রঃ যদি কোনো কারণে এই নিলাম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না হয় তাহলে তা 26/09/2025 তারিখে পুনরায় সম্পন্ন হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে, তাহলে নিলাম কেন্দ্রে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.achiieversfinance.com) প্রদর্শন করা হবে। নিলামের বিস্তারিত নীতি জানতে দরদাতারা Company Website (www.achiieversfinance.com) পরিদর্শন করুন। গ্রাহকগণ নিলামের তারিখের আগে স্বর্ণালংকার ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : 04/09/2025

Achiievers Finance India Lmtd
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

তাস্তি টি লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৭, সোয়ালো লেন, রুম নং ৩৮ (২য় তল), কলকাতা-৭০০ ০০১,
ফোন : ২২৮১-০৭৩৩/২২৯০-১৬৪৯,
ইমেল : rc@tasati.in ওয়েবসাইট : www.tasati.in,
CIN : L01132WB1979PLC031939

৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রেকর্ড তারিখ এবং বই বন্ধের তারিখের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, তাস্তি টি লিমিটেডের ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, শনিবার সকাল ১১ টায় রেজিস্টার্ড অফিস ৭, সোয়ালো লেন, কলকাতা-৭০০ ০০১ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত বিষয়সমূহ পরিচালনা করা হবে।

এজিএমের নোটিশের ইলেক্ট্রনিক কপি, উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানিতে নিবন্ধিত সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tasati.in-এও পাওয়া যাবে। কোম্পানি ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে এজিএমের নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) বিধিমালা, ২০১৫ এর নিয়ম ৪৪ এবং সাধারণ সভার সচিবালয় মান (সংশোধিত) অনুসারে, কোম্পানি এনএসডিএল এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত ব্যবসা পরিচালনার জন্য ভৌত আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সকল সদস্যকে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। আইন এবং উক্ত বিধিমালার বিধান অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হল :

১. বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের যোগ্যতার শেষ তারিখ হল শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
২. বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের সুবিধা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে। একবার ভোট দেওয়ার পরে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা যাবে না।

বার্ষিক সাধারণ সভার রেকর্ড ডেট হল শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে, যা কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ১০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) বিধি, ২০১৫ এর নিয়ম ৪২ অনুসারে, সদস্যগণের রেজিস্টার এবং এবং শেয়ার হস্তান্তর বই কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
তাস্তি টি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা স্বা/-
তারিখ : ০৫.০৯.২০২৫ সৌরিন্দ্র নাথ মুখার্জি
কোম্পানি সেক্রেটারি

BOI Bank of India বর্ধমান জোনাল অফিস
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধান নগর, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২
ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩, ইমেল - bardhaman.assetrecovery@bankofindia.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের মূল এবং সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ২০০২ সাসের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় নোটিশ ইস্যু এবং প্রেরিত হয়েছিল কিন্তু নোটিশগুলি অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি মারফত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	জামিনদত্ত/সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ / এনপিএ-র তারিখ	১. অনুমোদিত সীমা ২. বকেয়া পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সঞ্জয় শাউ, সহ-ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি ববিতা শাউ,** ঠিকানা : নরসিংহ বাঁধ মল্লিক পাড়া, বার্নপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বার্নপুর-৭১৩৩২৫। শাখার নাম : **জামুড়িয়া শাখা।**	**দলিল নং : ১-০২২৪-০৩০৩৯/২০১৮** তারিখ : ৩১/০৮/২০১৮, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান এডিএসআর কুলটি, থানা : কুলটি, মৌজা : ডু বুরডিহি, জেএল নং ২, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১২৭, আরএস খতিয়ান নং ২০৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৩ এএমসি পরিমাপ এরিয়া ১.৫ কাঠা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সন্তোষ নোয়ার এর জমি; দক্ষিণে : হরিপদ মন্ডলের জমি; পূর্বে : দাতা (কৈলাশ শাউ) এর জমি; পশ্চিমে : সড়ক ৩০ ফুট।	০৪.০৮.২০২৫ / ২৯.০৭.২০২৫	১. হাউজিং লোন ৩০,০০,০০০ টাকা ২. ৩৫,১৩,৯৭৬.১৭ টাকা ডিআর (নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক পাওনা) এবং তার উপর ১২.৫০ শতাংশ যৌগিক হারে সুদ সহ মাস অন্তর এবং সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ

নোটিশ প্রেরণের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণকে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ৬০ দিন অতিক্রান্তে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারারা উপধারা (৪) সংস্থান অধীনে।

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৫
স্থান: জামুরিয়া

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

মনোজ সরকার
পিতা মন্টু সরকার
ফ্ল্যাট নং - এফ-সি, ২য় তল, হোল্ডিং নং ১৬০ রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ

মনোজ সরকার এবং প্রয়াত পুতুল সরকার (স্বামী মন্টু সরকার) অন্যান্য আইনি উত্তরাধিকারীগণ মনোজ সরকার, পিতা মন্টু সরকার, ফ্ল্যাট নং - এফ-সি, ২য় তল, হোল্ডিং নং ১৬০ রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ

রেফারেন্স নং SARB/SB/AKN/2025-26/455 **তারিখ ২৬.০৮.২০২৫**

মহাশয়া/প্রিয় মহাশয়

বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

এ/সি : মনোজ সরকার এবং পুতুল সরকার, এইচবিএল এ/সি : ৪০৬২০৫৭৫৩৪১, ৪০৬২০৬২৮৩৫২ (টপ-আপ), ৪০৭৯৮৯৪১৪০৭ (টপ-আপ) ৪০৬২০৭৯৪৬৯১ (সুরক্ষা)

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **০১.০৮.২০২৪** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **০৩.১০.২০২৪** তারিখের দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-সি, পরিমাপ ৮৬১ বর্গফুট, দোতলায়, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন,এক বাথ তথা প্রিভি, এক ডব্লুসি, এক বারান্দা, হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর -সোনারপুর পুরসভা অধীন, অবস্থিত মৌজা : জেএল নং ৫৫, তৌজি নং ২৫১, পরগনা : মেদান মাল্লা, আরএস খতিয়ান নং ১২১৪, ১২১৮, ১২৩১, ১৮০৬, ১৮১০, এবং ১২৩৬, আরএস দাগ নং ৫২৪, থানা : সোনারপুর,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ৩০২৬৭৩ থেকে ৩০২৭২৯, দলিল নং ১৯০১০৭২৮০-২০১৮ সালের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১, কলকাতা সমীপে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে : ফ্ল্যাট এ; পশ্চিমে : সকলের ব্যবহারের স্থান; উত্তরে : ফ্ল্যাট ডি; দক্ষিণে : সকলের ব্যবহারের স্থান। সম্পত্তি **পুতুল সরকার এবং মনোজ সরকারের** নামে।

মোট বকেয়া পরিমাণ ২৬.০৮.২০২৫ অনুযায়ী : ২৯,৮৩,০২৫.০০ টাকা।

আমরা আবারও আপনাদের অবহিত করছি যে, জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধারের ক্ষেত্রে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান বিষয়ে।

তারিখ : ০৫.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস- গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৮/১,
শেক্সপিয়ার সরণি, ১ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০১৭
CIN : L14109WB1988PLC043834
ফোন- + ৯১ ৩৩ ২২৮১১৩৯৬/৭;
ই-মেইল- cs@umaexports.net.in; ওয়েবসাইট- www.umaexports.net.in

সদস্যদের জন্য ৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, কোম্পানীর ৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিডিও মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় ৬ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচিত হইবে।

২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন, এজিএম বিজ্ঞপ্তিসহ, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি বিএসই লিমিটেডের (**www.bseindia.com**) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (**www.nseindia.com**) ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে। আরও জানানো যাইতেছে যে, কোম্পানী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবনার উপর ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা প্রদান করিতেছে। ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানী এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে। ৩৭ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, নিরীক্ষক ও পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন (যাকে একত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন বলা হয়) শুধুমাত্র সেই সকল সদস্যকে ই-মেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানী বা ডিপোজিটরি পার্টনার্স (ডিপি)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। তবে, যে সকল সদস্যদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানী/ডিপি-এর কাছে নিবন্ধিত নেই, তারা এবং অন্যান্য সদস্যরাও কোম্পানীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.umaexports.net** থেকে এবং বিএসই লিমিটেড (**www.bseindia.com**) ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (**www.nseindia.com**) ওয়েবসাইট থেকেও এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ডাউনলোড করতে পারবেন।

যে সকল সদস্যদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানী/ডিপি-এর কাছে নিবন্ধিত নয়, তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য এবং এজিএম বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারীর আইডি ও পাসওয়ার্ড ই-মেলের মাধ্যমে পাওয়ার জন্য **cs@umaexports.net.in** ঠিকানায় লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের বিস্তারিত পদ্ধতি এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারীর আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রাপ্তি ও রিমোট বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতির জন্য সদস্যদের উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ এজিএম বিজ্ঞপ্তিটি দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলীর জন্য সদস্যদের এজিএম বিজ্ঞপ্তিটি দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিং-এর বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

(১) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯.০০ ঘটিকায় এবং শেষ হবে শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০ টা। এর পর ই-ভোটিং মডিউলটি ভোটিংয়ের জন্য অক্ষম করা হবে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা) কেউ ইলেক্ট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন না।

(২) সদস্যদের ভোটাধিকার তাদের কোম্পানীর পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের অনুপাতে থাকবে, যার কাট-অফ তারিখ হল ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

(৩) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ২২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে যাদের নাম রেজিস্টার অফ মেম্বারস/বেনিফিসিয়াল ওনার্স-এ ছিল, তাদের সবাইকে পাঠানো হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি ২২ আগস্ট, ২০২৫-এর পরে কোম্পানীর ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ শেয়ার ধারণ করছেন, তারা investon@massary.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা +৯১ ৩৩ ২২৮১১৩৯৮/৭ নম্বরে কল করে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

(৪) একজন সদস্য একবার ভোট দিলে তিনি পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

(৫) এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা উপলব্ধ থাকবে এবং এজিএম-এ উপস্থিত যোগ্য সদস্যরা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

(৬) যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন, তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা আবার ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস')-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুযায়ী, যে সকল সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানী/ডিপি/কোম্পানীর আরটিএ-এর কাছে নিবন্ধিত করেননি, তাদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ যেখানে উপলব্ধ আছে, সেই ওয়েব-লিংকসহ একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এজিএম বিজ্ঞপ্তিসহ কোম্পানীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.umaexports.net.in**-এ উপলব্ধ এবং একই সাথে বিএসই ও এনএসই লিমিটেড (**www.besindia.com**) ও (**www.nseindia.com**) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা **www.evoting.nadi.com**-এর ডাউনলোডস বিভাগে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন বা **evoling@nadi.co.in**-এ অমিত বিশাল-এর কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

আরও জানানো যাইতেছে যে, কোম্পানী আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানীর রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস রোববার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
উমা এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান- কলকাতা স্মৃতি সিং রায়
তারিখ- ০৪-০৯-২০২৫ কোম্পানী সেক্রেটারি

টিটাগড় ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: U36999WB2004PLC098250
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭৫৬, আনন্দপুর, ই এম বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৭
ইমেল : corp@titagarh.in ফোন : ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০ ফ্যাক্স : ০৩৩-৪০১৯ ০৮২৩

নোটিশ

এতদ্বারা কোম্পানির সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণকে ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) নোটিশ ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে পাঠানো হয়েছে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের(আইন) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ (সংশোধিত মতে) ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন (স্ট্যান্ডালোন এবং কনসলিডেটেড) এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সহ যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস/কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট নিকট নিবন্ধিত, ২৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবিত প্রস্তাবসমূহে সদস্যগণের সম্পত্তি/অসম্পতি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে জ্ঞাপনের জন্য। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্র (এমসিএ) জারি করা সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ০২/২০২৩, ১০/২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ৮ ডিসেম্বর ২০২১, ৫মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা (যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) অনুযায়ী এজিএম নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিখ প্রতিবেদন এর কেবল বৈদ্যুতিন কপি সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের নিকট নিবন্ধিত। সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ৯১ এবং সংশ্লিষ্ট অধীনে বিধি নিয়ম অনুযায়ী কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে শনিবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে শনিবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে এজিএম অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

বোর্ড রাজন সিং, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত কে ভোটিং পদ্ধতি (বৈদ্যুতিন বা অন্যভাবে) স্বচ্ছ এবং অনিয়মমুক্তভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং শুরু হচ্ছে সকাল ৯ টায় বুধবার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এবং শেষ হচ্ছে বিকেল ৫ টায় ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে। রিমোট ই-ভোটিং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পর অনুমোদিত হবে না। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময় কেবল কোম্পানির সদস্যগণই যারা ভৌত আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেষ তারিখ শনিবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (শেষ তারিখ) অনুযায়ী শেয়ার অধিকার করেন তারাই বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। কাট অফ ডেট অনুযায়ী সদস্যগণের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে ভোটাধিকার স্বীকৃত হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা (উপরে উল্লেখিত কাট-অফ তারিখ অনুসারে) যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় ভোটদানের যোগ্য হবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের জন্য আবেদন করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না।

যে কেউ কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় নোটিশ পাঠানোর পর সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তাদের ই-ভোটদানের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় উল্লেখিত ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি এনএসডিএল-এর সাথে **evoting@nsdl.com** /১৮০০-২২২-৯৯০ নম্বরে অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

টিটাগড় ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'এর পক্ষে

কলকাতা
৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আকাশ সরফ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং সিএফও

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51909WB1940PLC010070
Registered Office: 2, Red Cross Place, Kolkata - 700 001;
Phone No.: 033-22487406/07
Email: investors@somatextiles.com,
Website: www.somatextiles.com

NOTICE OF 87TH ANNUAL GENERAL MEETING
INFORMATION ABOUT REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 87th Annual General Meeting (87th AGM) of the Company will be held on Friday, 26th September, 2025 at 3-00 P.M. ("IST") through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") (herein after referred to as "electronic mode") to transact the business, as set out in the Notice of the 87th AGM which is being circulated for convening the 87th AGM., in compliance with the applicable provisions ofthe Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015 read with MCANo. 09/2024 dated 19th September, 2024 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') ('SEBI Circulars'),

In compliance with the Circulars of MCA and SEBI, Notice of the 87th AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 have been sent to all the members on 4th September, 2025 whose email ids were registered with the Company/RTA/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.somatextiles.com, Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com, and Central Depository Services Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

Notice is also hereby given under Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, that Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 16th September, 2025 to Friday, the 26th September, 2025 (both days inclusive).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the 87th AGM. For this purpose, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the Agency to provide remote e-voting facilityprior to the AGM and of MUFG Intime India Private Limited ('MUFGIntime') as the Agency to provide e-voting facility at the AGM.

The remote e-voting period begins on Tuesday,23rdSeptember, 2025, at 9:00 A.M. and will end on Thursday,25th September, 2025 at 5:00 P.M. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e.19th September, 2025 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM,as provided by MUFG Intime. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Any member who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

The detailed instructions for the remote e-voting process, joining the AGM and e-voting during the AGM are given in the Notice of the AGM. The attendance of Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members are permitted to join the AGM through VC/OAVM, 15 minutes before and after the scheduled time of commencement of AGM and during the AGM through the facility provided by MUFG Intime India Private Limitedat https://instameet.linkintime.co.in by using the login credentials and selecting the EVSN for the Company's AGM.

Those members whose e-mail ids are not registered with the depositories for obtaining login credentials for e-voting are requested to send required details and documents by following instructions below:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors@somatextiles.com / RTA at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com.
2. For Demat shareholders- Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP.

The results declared along with the report of Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at www.somatexiles.comand on the website of CDSL www.evotingindia.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542/43). In case the shareholders / members have any queries or issues regarding e-voting at the AGM, you can write an email to instameet@linkintime.co.inor Call us: - Tel : (022-49186175).

By order of the Board
For **Soma Textiles & Industries Limited**
Sd/-
(Reena Prasad)
Company Secretary
Membership No.: ACS 53284

Place: Kolkata
Date: 4th September, 2025

বর্ধমান শহরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

বিধায়ককে মেরে হাত-পা ভাঙার হুঁশিয়ারি শাসক পঞ্চায়েত সদস্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের হুঁশিয়ারি বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসকে। মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি পঞ্চায়েত সদস্যের। দলীয় পতাকা নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের ঘটনায় ফের প্রকাশ্যে বর্ধমান শহরে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। বুধবার সন্ধ্যায় বর্ধমানের সরাইটিকর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শেখ নয়ন বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের বিরুদ্ধে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'খোকন দাস যদি বর্ধমান উত্তর বিধানসভায় পা রাখেন, ওনার হাত-পা ভেঙে দেব।' শেখ নয়নের দাবি, 'বর্ধমানকে উত্তরপ্রদেশ করছেন খোকন দাস। আজকের খাগড়াগড় অশান্ত, কেষ্টপুর অশান্ত, সবই ওনার মদতে হচ্ছে। বর্ধমানের ৩৫টি ওয়ার্ডে কোনও উন্নয়ন হয়নি, সব গোষ্ঠী দ্বন্দ্বও উসকে দেন উনি। শুধু ওনার কাঞ্চননগরে কাজ হয়েছে।' এমনই একাধিক অভিযোগ তুলে এদিন সরাইটিকর এলাকায় তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে পথে নামে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। স্লোগান ওঠে 'খোকন দাস চোর'। দলীয় সূত্রে খবর, দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসকে ঘিরে তৃণমূলের একাংশের ক্ষোভ চরমে উঠেছে। যদিও এই বিষয়ে খোকন দাসের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিজেপির জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'গ্যাঁড়া বদের ঢ্যারা' পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ তা-এর বিরুদ্ধে এই শব্দ লেখা পোস্টার দেখা যায় শহর বর্ধমানের প্রশাসনিক দপ্তরের দেওয়ালে। যেখানে লেখা রয়েছে, 'হিসাব রক্ষক থেকে জেলা সভাপতি। বিগত পাঁচ বছরে নির্বাচনগুলিতে মহা শূন্য। চালকল ও বালির খাদান থেকে অবৈধভাবে তোলাবাজি। দলের তহবিলের টাকা নয়ছয়।' আর বিজেপি মহলে খবর পৌঁছাতেই দুই বিজেপি কর্মী পৌঁছে পোস্টার ছিঁড়ে নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, এর আগেও সভাপতির বিরুদ্ধে এই ধরণের পোস্টার পড়েছিল শহরের আনাচে কানাচে। এদিন পোস্টারের নীচে উল্লেখ করা ছিল, 'আদি বিজেপি কার্যকর্তাবৃন্দ বর্ধমান দুর্গাপুর সাংগঠনিক'। স্থানীয়দের ধারণা, আদি বিজেপি কর্মী ও নেতারা সভাপতিকে পছন্দ করছেন না। তাই এই ধরনের পোস্টার। যদিও এই বিষয়ে বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ তা এই বিষয়ে বলেন, 'আমার এই বিষয়ে কিছু জানা নেই। এই বিষয় নিয়ে কিছু বলতে পারবো না।'

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার,
ব্লক - এ, ৩য় তল, রাজারহাট নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া
পো- হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল - sbi.16822@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী কৌশিক মালাকার** পিতা কমল মালাকার ২৫০ নার্সারি স্কুল রোড, কল্যাণ নগর ভায়া পানশিলা, কলকাতা -৭০০১১২, **ঠিকানা :** অলটিয়াস বায়োজেনিকস প্রা লি. ১৪বি, ডোভার লেন, কলকাতা-৭০০০২৯। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪এফ, ৫মতল, ১৪৯, সতীন সেন নগর, ওয়ার্ড নং ১০, নিউ বারাকপুর পুরসভা, কলকাতা-৭০০০৬৫ **হোম লোন এ/সি নং : ৪১৪৫৮২৬৮৮৩৭** **শাখা :** **এফবিবি নিউটাউন (১৪৫৩২)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **ফ্ল্যাট নং ৪এফ,** ৫মতল, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৯২৯ বর্গফুট** কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং, এক কিচেন, এক ব্যালকনি উক্ত ভবনে পরিচিত **কমলা অ্যাপার্টমেন্ট,** সংযুক্ত হোল্ডিং নং ১৪৯, সতীন সেন নগর, ওয়ার্ড নং ১০, নিউ বারাকপুর পুরসভা অধীন, এডিএসআরও বারাকপুর, বর্তমানে সোদপুর, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংযুক্ত জমি স্থিত ফ্ল্যাট বাস্তু জমির পরিমাপ ৯ কাঠা ২ ছটাক ৩৬.৫ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবন মৌজা : আগাপুর, থানা : খড়দহ,বর্তমানে ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, জেএল নং ৩২, ৩৩, আরএস নং ৯৪,তৌজি নং ১৭২, সিএস খতিয়ান নং ৭৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৯১, ১১৯৫, ১১৯৪, ১১৯৩, ১১৯২ এবং ৫২১/৩, ৩৫০ বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১১১৭,সিএস দাগ নং ৩৯০, আরএস দাগ নং ৩৯০, ৩৯০/৮২২, এলআর দাগ নং ১০৩৩,১০৩৪, ১০৩৮, সংযুক্ত হোল্ডিং নং ১৪৯ সতীন সেন নগর, ওয়ার্ড নং ১০। নিউ বারাকপুর পুরসভা অধীন, এডিএসআরও বারাকপুর, বর্তমানে সোদপুর। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৪-২০২২, পৃষ্ঠা ৩৫৬৯১৬ থেকে ৩৫৬৯৪৪, দলিল নং ১৫২৪১০৯১৩-২০২২ সালের। **সম্পত্তি শ্রী কৌশিক মালাকার পিতা কমল মালাকার এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৭ ফুট চওড়া সতীন সেন নগর; **দক্ষিণে :** উপেন রাজ; **পূর্বে :** কমল পাল; **পশ্চিমে :** এস মল্লিক।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২৭.০৮.২০২৫ এনপিএ তারিখ ২৬.০৮.২০২৫	**হোম লোন এ/সি নং ৪১৪৫৮২৬৮৮৩৭** **২১,২৩,৭১১.০০ টাকা** (একুশ লাখ তেইশ হাজার সাতশ এগার টাকা) **২৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৫.০৯.২০২৫
স্থান - রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল–8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনষ্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002–এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL16000288, KOLHL16000307	1. বিদ্যুৎ শঙ্কর চৌধুরী – ঋণগ্রহীতা এবং 2. সায়নী চৌধুরী – সহ–ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি -।** ফ্ল্যাট ইউনিট নং সি, পরিমাপ প্রায় 711 বর্গফুট (কভার্ড এরিয়া) এবং কমন মোট এরিয়ার পরিমাপ প্রায় 142 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), যা ''মহল'' হিসাবে নামযুক্ত ইমারতের 2য় ফ্লোরে আছে, যেটা কথিত ইমারতের নিম্নদেশে জমিতে আনুপাতিক অবিভক্ত ও অবিভাজ্য ভাগীদারি বা স্বার্থের সঙ্গে একত্রে চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যেই ন্দননগর মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 9–এর বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 9, জে.এন.সুর হিসাবে বিদিত ও নাম্বারযুক্ত মৌজা ও থানা চন্দননগর, জে.এল. নং 1, জেলা – হুগলী'র মধ্যে শীট নং 11'র খতিয়ান নং 652 অধীনে এল.আর. দাগ নং 896 (কৃষি রহিত)–তে নথিবদ্ধ, খতিয়ান নং 344 অধীনে আর.এস. দাগ নং 456 (অংশ)–এর অংশ গঠন করা প্রায় 6 কাঠা, 0 ছটাক, কম–বেশী 0.100 সহস্রাংশ পরিমাপের জমির প্লটে বা ওপরে গঠিত ও নির্মিত। পূর্ব – মিউনিসিপ্যাল রোড পশ্চিম – শ্রী রঘুনাথ নন্দীর সম্পত্তি এবং পশুপতি দাস ও অন্যান্যের পুকুর উত্তর – কমন প্যাসেজ দক্ষিণ – শ্রী রঘুনাথ নন্দীর সম্পত্তি	21.05.2025	06/05/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ 40,93,460.20/– (চল্লিশ লাখ তিরানব্বই হাজার চারশো ষাট টাকা এবং কুড়ি পয়সা)	02.09.2025 প্রতীকী দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 05.09.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাইকপাড়া শাখা, (সুরক্ষিত ঋণদাতা) -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে''**, এবং **''সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে''**, আগামী ২০.০৯.২০২৫ তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাইকপাড়া শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর প্রাপ্য **৭৯,০৮,৭৭৩.০০ টাকা** (উনআশি লক্ষ আট হাজার সাতশো তিরাত্তর টাকা মাত্র) **৩১.০৭.২০২৫** অনুযায়ী এবং ০১.০৮.২০২৫ থেকে তার উপর সুদ সহ আদায়ের জন্য **মেসার্স মডার্ন অ্যাপ্লায়েন্স কেয়ার কর্পোরেশন, স্বত্বাধিকারী- শিবব্রত লাহিড়ী (ঋণগ্রহীতা)**, ৫/৯/১, কৈখালি ঘোষপাড়া, ব্লক , কে.ই., থানা - এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০ ০৫২, **শ্রী শিবব্রত লাহিড়ী (স্বত্বাধিকারী/ গ্যারান্টার/ বন্ধকদাতা)**, ৫/৯/১, কৈখালি ঘোষপাড়া, ব্লক - কে. ই., থানা - এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০ ০৫২ -এর থেকে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা :** **মেসার্স মডার্ন অ্যাপ্লায়েন্স কেয়ার কর্পোরেশন, স্বত্বাধিকারী - শিবব্রত লাহিড়ী** ৫/৯/১, কৈখালি ঘোষপাড়া, ব্লক - কে. ই. থানা - এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০ ০৫২ **স্বত্বাধিকারী/ গ্যারান্টার/ বন্ধকদাতা :** **শ্রী শিবব্রত লাহিড়ী** ৫/৯/১, কৈখালি ঘোষপাড়া, ব্লক - কে. ই. থানা - এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০ ০৫২ **খ) পাইকপাড়া শাখা**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২-তলাবিশিষ্ট আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ভবন যা ৬৩২ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এটি ৫/৯/১, কৈখালি, ঘোষপাড়া, ব্লক- কে. ই., থানা- এয়ারপোর্ট, রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভা, বর্তমানে বিধান নগর পৌরসভা কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ৬, হোল্ডিং নং বি.এম.সি-১০/৩৩৯/৭/ ১৭৯২, জে.এল.নং ৫, মৌজা- কৈখালি, তৌজি নং ১৭২, রেভিনিউ সার্ভে নং ১১৫, সি.এস. খতিয়ান নং ১৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৭, সি.এস. দাগ নং ১৭৮, আর.এস. দাগ নং ১৯৯, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা- ৭০০ ০৫২ -এর মধ্যে অবস্থিত। **সীমানা:-** পূর্ব- দুর্গাদাস হাজরার বাড়ি, পশ্চিম- সংলগ্ন মালিকানাধীন ফ্ল্যাট, উত্তর- মনীন্দ্র হাজরার বাড়ি, দক্ষিণ- পৌরসভার রাস্তা।	**৭৯,০৮,৭৭৩.০০ টাকা** (ঊনআশি লক্ষ আট হাজার সাতশো তিরাশি টাকা মাত্র) **৩১.০৭.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ যা **০১.০৮.২০২৫ থেকে** প্রযোজ্য	ক) ৪২,০৩,০০০.০০ টাকা (*) (বিয়াল্লিশ লক্ষ তিন হাজার টাকা মাত্র) খ) ৪,২০,৩০০.০০ টাকা (চার লক্ষ বিশ হাজার তিনশো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB030251330041 ঙ) ব্যাঙ্কের অজানা চ) প্রতীকী দখল

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৯.২০২৫ থেকে ১৮.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২০.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০১.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল)
কলকাতা শাখা,১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা , ৭০০ ০০১
ই-মেইল: samlkolkata@indianbank.co.in
ফোন নং: (০৩৩) ২২৩১১৪৭১

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৯(১) ও ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১) ও ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **বাস্তবিক/গঠনমূলক দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএমএল কলকাতা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে''**, এবং **''সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে''**, আগামী **২৪.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ১, ৩ এবং ৪ -এর জন্য) এবং ২৫.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ২ -এর জন্য)** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএমএল কলকাতা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর প্রাপ্য নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা (গণ) / জামিনদার(গণ) -এর থেকে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স গ্রিন গার্ডেন অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড,** ফ্ল্যাট নং ১০৫, প্রথম তলা, ১২৩, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পিন - ৭১২ ২০১। **২. জনাব সাইফুল মল্লিক, পিতা - কে. এন. মল্লিক,** ফ্ল্যাট নং ১০৫, প্রথম ফ্লোর, ১২৩, নেতাজি সুভাষ অ্যাভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলি, পিন - ৭১২ ২০১। **৩. জনাব সেখ সিরাজ আলী,** পিতা - শেখ আহমেদ আলী, ডুমুরদহ, ডুমুরদহধাম, থানা - বলাগড়, হুগলি, পিন - ৭১২ ৫১৫। **৪. শ্রী সুভাষ মজুমদার,** পিতা - রাধিকা রঞ্জন মজুমদার, কাঁটাপুকুর, ত্রিবেণী রোড, পুরাতনপোতা, ঝাপানতলার কাছে, মিনা্জপুর, থানা ও ডাকঘর - মগরা, হুগলি, পিন - ৭১২ ১৪৮। **৫. শ্রীমতী জেসমিন মল্লিক,** প্রযত্নে - মানুয়ারা খাতুন, চক্রবর্তী পাড়া, বান্দিপুর, হরিপাল, হুগলি, পিন - ৭১২ ৪০৭। **খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ**	**জমি এবং বাড়ি: (মূল্য: ৩১০.০০ লক্ষ টাকা)** ১) **মেসার্স গ্রীন গার্ডেন এগ্রো প্রাঃ লিঃ** এর নামে থাকা ৫১ ডেসিমেল (কমবেশি) পরিমাপের রাইস মিল জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান- মৌজা - ধনজিপুর, জেএল নং. ২২, আরএস ও এলআর দাগ নং. ২৬৬,২৭৪,২৭৫ এবং ২৭৬ এলআর খতিয়ান নং ১৪৪ এবং ১৪৬, থানা-দাদপুর, ব্লক- পোলবা, গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির এলাকার মধ্যে, জেলা- হুগলী, ৭১২৩০৫। ২০২১ সালের ০৮.০৩.২০২১ তারিখের উপহারের দলিল নং আই-১৬৪৬ এর মাধ্যমে সম্পত্তিটি নিবন্ধিত হয়েছে বই নং- ১, ভলিউম নং ০৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা নং ৬৫৪৪৫ থেকে ৬৫৪৭৭ পর্যন্ত ১৩.০৪.২০২১ তারিখে ডিএসআর-২, হুগলিতে নিবন্ধিত। সম্পত্তির তফসিল নিম্নরূপ: **(ক)** আরএস ওএলআর দাগ নং ২৭৪-এ প্রায় ১৩ ডেসিমেল সমন্বিত রাইস মিল জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- দাগ নং ২৭৫ দ্বারা, চালের কল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬১ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্ব দিকে- ১২' ফুট মেটাল রোড, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭৩ ,রাইস মিল দ্বারা। **(খ)** প্রায়১০ ডেসিমেল পরিমাপের 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস ও এলআর দাগ নং ২৭৫ । দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- দাগ নং ২৭৭ রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৭৪ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্ব দিকে- ১২' ফুট মেটাল রোড, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭৬ নং রাইস মিল দ্বারা। **(গ)** প্রায় ২০ ডেসিমেল পরিমাপের 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল । আরএস ও এলআর দাগ নং ২৭৬ । দলিল অনুসারে **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৭৭ নং দ্বারা, রাইস মিল , দক্ষিণে- দাগ নং ২৭৩ নং রাইস মিল দ্বারা, পূর্ব দিকে- দাগ নং ২৭৫ নং রাইস মিল দ্বারা, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭১ ও ২৭২ নং রাইস মিল দ্বারা। **(ঘ)** 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ প্রায় ০৮ ডেসিমেল যার আরএস ও এলআর দাগ নং ২৬৬। দলিল অনুসারে সীমানা- উত্তরে- দাগ নং ২৬৮ নং রাইস মিল, দক্ষিণ- অন্যের জমি, পূর্বে- দাগ নং ২৭২ নং রাইস মিল, পশ্চিমে- অন্যের জমি। **(২) মেসার্স গ্রীন গার্ডেন এগ্রো প্রাঃ লিঃ** এর নামে থাকা ৫১ ডেসিমেল (কমবেশি) পরিমাপের রাইস মিল জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান- মৌজা - ধনজিপুর, জেএল নং. ২২, আরএস ও এলআর দাগ নং. ২৬৫,২৭০,২৭১, ২৭২ এবং ২৭৩ এলআর খতিয়ান নং ১৪৪ এবং ১৪৬, থানা-দাদপুর, ব্লক- পোলবা, গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিধির এলাকার মধ্যে, জেলা- হুগলী, ২০২১ সালের ০৮.০৩.২০২১ তারিখের উপহারের দলিল নং আই-১৬৪৫ এর মাধ্যমে সম্পত্তিটি নিবন্ধিত হয়েছে বই নং-১, ভলিউম নং ০৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা নং ৬৫৪৭৮ থেকে ৬৫৫১২ পর্যন্ত ডিএসআর-২, হুগলী ১৩.০৪.২০২১তারিখে নিবন্ধিত । সম্পত্তির তফসিল নিম্নরূপ- **(ক)** ২৭ ডেসিমেল পরিমাণ রাইস মিল জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৬৫। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৬৮ এবং ২৭২ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬৪ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৬১ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- অন্যদের জমি। **(খ)** ৪৯ ডেসিমেল পরিমাণ 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৭০। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৭৮ এবং ২৮০ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬৮ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭১ এবং ২৭২ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৬৯ এর রাইস মিল। **(গ)** ১৫ ডেসিমেল পরিমাণ 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৭১। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৮০ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৭০ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭৬ এবং ২৭৭ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭০ এর রাইস মিল। **(ঘ)** ৩২ ডেসিমেল পরিমাণ 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৭২। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৭১ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬৫ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭৬ এবং ২৭৩ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৬৮ এবং ২৭০ এর রাইস মিল। **(ঙ)** ৩৭ ডেসিমেল পরিমাণ 'রাইস মিল' জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৭৩। দলিলের বিবরণ অনুযায়ী **সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে- দাগ নং ২৭৬ এর রাইস মিল, দক্ষিণে- দাগ নং ২৬১ এর রাইস মিল, পূর্বে- দাগ নং ২৭৪ এর রাইস মিল, পশ্চিমে- দাগ নং ২৭২ এর রাইস মিল। **প্ল্যান্ট ও মেশিনারি: (মূল্য: ১৯০.০০ লক্ষ টাকা)** ধান প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের সমস্ত প্ল্যান্ট ও মেশিনারি যা মৌজা - ধঞ্জিপুর, থানা - দাদপুর, ব্লক - পোলবা দাদপুর, গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাভুক্ত, জেলা - হুগলিতে অবস্থিত। **মেসার্স গ্রীন গার্ডেন এগ্রো প্রাঃ লিঃ এর নামে।**	**৪,৫৮,৫৭,৩৯৬.০০ টাকা** (চার কোটি আটান্ন লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র), **৩০.১২.২০২৩** তারিখ অনুযায়ী। তদুপরি এর সাথে যুক্ত হবে ৩১.১২.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।	**ক) ৫,০০,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (পাঁচ কোটি টাকা মাত্র) **খ) ৫০,০০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50392147921** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই** **চ) বাস্তবিক দখল**
২.	ক) ১. মেসার্স শ্রেষ্ঠ কালার ওয়ার্ল্ড প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ৩১/২৫/১, বি. টি. রোড, ব্লক-এ, রূপকথা অ্যাপার্টমেন্ট, পো. - সোপান, খড়দহ, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১১৬। **২. শ্রী সমর দত্ত (ডিরেক্টর/ গ্যারান্টার),** পিতা- রাজু দত্ত ৭/১, এম. এস. মুখার্জী রোড, খড়দহ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১১৬। **৩. শ্রীমতী মৌমিতা দত্ত (ডিরেক্টর/ গ্যারান্টার),** স্বামী- সমর দত্ত ৭/১, এম. এস. মুখার্জী রোড, খড়দহ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১১৬। **খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ**	**সম্পত্তি ১:** মৌজা- চন্দ্রামপুর, জে. এল. নং ০৫, তৌজি নং ১৩-তে অবস্থিত ৭৩ শতক (৮৭ শতকের মধ্যে) শিল্পজমি এবং ৯৩৭৪ বর্গফুট পরিমাপের কারখানার ভবন ও শেডের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা আর.এস. এবং এল. আর. দাগ নং ৮৮৭, ৮৮৯, ৮৮৯/২১১৭, ৮৯৩, ৮৯৪-এর অন্তর্গত এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১৭০৬-এর অনুরূপ এল. আর. খতিয়ান নং ১৯৮২-এর অধীন। এটি বিরোহী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, চন্দ্রামপুর, চরকতলা, পো.- বিরোহী, থানা- হাড়িংঘাটা, এডিএসআরও- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২২৫-এর সীমার মধ্যে অবস্থিত। এটি ২০১৭ সালের লিজ ডিড, বুক-১, ভলিউম নং ১৯০৪-২০১৭, পৃষ্ঠা ১৭১১৮৫ থেকে ১৭১২০৭ এবং নং ১৯০৪০০৫০১৮, এবং ২০১৭ সালের ডিক্লেয়ারেশন ডিড, বুক-১, ভলিউম নং ১৯০৪-২০১৭, পৃষ্ঠা ২৭৩৯৬১ থেকে ২৭৩৯৭৭ এবং নং ১৯০৪০৭২৮৪ অনুসারে লিপিবদ্ধ। **সম্পত্তিটি মৌমিতা দত্তের নামে রয়েছে** এবং ২০১৭ সালের লিজ ডিড নং ১৯০৪০০৫০১৮ অনুসারে **মেসার্স শ্রেষ্ঠ কালার ওয়ার্ল্ড প্রাইভেট লিমিটেড-কে ইজারা দেওয়া হয়েছে। সীমানা:-** উত্তরে- ভক্ত সাঁতরা এবং অন্যদের খালি জমি, দক্ষিণে- সমর দত্তের বাড়ি ও জমি, শিবু সাহার খালি জমি ও রাস্তা, পূর্বে- সুবিমল ব্যানার্জী এবং অন্যদের খালি জমি, পশ্চিমে- পরেশ প্রামাণিক, ভক্ত সাঁতরা এবং শিবু সাহার খালি জমি ও বাড়ি। **সম্পত্তি ২:** মৌজা- চন্দ্রামপুর, বিরোহী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, চন্দ্রামপুর, চরকতলা, পো.- বিরোহী, থানা- হাড়িংঘাটা, এডিএসআরও- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২২৫-এর সীমার মধ্যে শিল্পভূমি ও কারখানার ভবনে থাকা প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সকল অস্থাবর সম্পদ।	**২,৬৪,৬০,৫৯৩.৬৮ টাকা** (দুই কোটি চৌষট্টি লক্ষ ষাট হাজার পাঁচশো তিরানব্বই টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র), **০৭.০৩.২০২৪** তারিখ অনুযায়ী। তদুপরি এর সাথে যুক্ত হবে ০৮.০৩.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।	**সম্পত্তি ১ :** **ক) ১,২৫,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১২,৫০,০০০.০০ টাকা** (বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30220481349A** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই** **চ) বাস্তবিক দখল** **সম্পত্তি ২ :** **ক) ৩০,৭৬,০০০.০০ টাকা (*)** (ত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,০৭,৬০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ সাত হাজার ছয়শো টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30220481349B** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই** **চ) বাস্তবিক দখল**
৩.	**ক) ১. মেসার্স সুরেকালনা এগ্রো প্রা. লি.,** **রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেট অফিস:** গ্রাম - সুরকালনা, পো. - জামালপুর, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ৪০৮। **২. শ্রী সন্দীপ কুমার কোলে (মেসার্স সুরেকালনা এগ্রো প্রা. লি.-এর ডিরেক্টর/ গ্যারান্টার),** পিতা- মৃত সুকুমার কোলে গ্রাম - জামালপুর (জামালপুর সাধারণ পাঠাগারের কাছে), পো. ও থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ৪০৮। **৩. শ্রীমতি রিতা কোলে (মেসার্স সুরেকালনা এগ্রো প্রা. লি.-এর ডিরেক্টর/ গ্যারান্টার),** স্বামী- শ্রী সন্দীপ কুমার কোলে গ্রাম - জামালপুর (জামালপুর সাধারণ পাঠাগারের কাছে), পো. ও থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ৪০৮। **৪. শ্রী অনুপ কুমার কোলে (মেসার্স সুরেকালনা এগ্রো প্রা. লি.-এর ডিরেক্টর/ গ্যারান্টার),** পিতা- উমাপদ কোলে গ্রাম - বসন্তপুর, পূর্বপুর পারাতাল ১, পো. ও থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ৪০৮। **৫. শ্রীমতি ইলা কোলে (মেসার্স সুরেকালনা এগ্রো প্রা. লি.-এর গ্যারান্টার),** স্বামী- মৃত সুকুমার কোলে গ্রাম - জামালপুর (জামালপুর সাধারণ পাঠাগারের কাছে), পো. ও থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ৪০৮ **খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ**	১.৪৬ একর জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল (ধান কল), যা দলিল নং ১০২২; ১৮৮৬; ১০৩৬; ১০৩৭; ১৮৬৩; ১৮৪২; ১৮২১; ৬২৪ ও ৫৯৬ (সবগুলি ২০১৪ সালের) অনুসারে চাউল কৈ ও গুদাম হিসাবে নথিভুক্ত। এটি মৌজা- কাঁসরা, জে. এল. নং ৪৪, আর.এস. খতিয়ান ২৪৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩৭, ৯১৫, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৪, ১৯১৫, ১৯২৭ ও ১৯১৩/২৯০৪-এর মধ্যে এবং জামালপুর-১১ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- জামালপুর, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- এর সীমার মধ্যে অবস্থিত। **এই সম্পত্তি মেসার্স সুরেকালনা এগ্রো প্রা. লি.-এর নামে নথিবদ্ধ আছে,** এবং এতে ব্যাঙ্কের অর্থায়নে তৈরি প্ল্যান্ট, মেশিনারি ও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদও রয়েছে। **সম্পত্তির সীমানা:-** উত্তরে- খালি জমি, দক্ষিণে- খালি জমি, পূর্বে- ২৫ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে- ২০ ফুট চওড়া রাস্তা।	**৪,৫৯,১১,০৩০.০০ টাকা** (চার কোটি ঊনষাট লক্ষ এগার হাজার ত্রিশ টাকা মাত্র), **২৫.১০.২০১৭** তারিখ অনুযায়ী। তদুপরি এর সাথে যুক্ত হবে ২৫.১০.২০১৭ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।	**ক) ২,১৯,৫০,০০০.০০ টাকা (*)** (দুই কোটি ঊনিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২১,৯৫,০০০.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **গ) ২৫,০০০.০০ টাকা** (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50314682554A** **ঙ) ব্যাঙ্কের অজানা** **চ) গঠনমূলক দখল**

যোগাযোগের ব্যক্তি: কুনওয়ার জিতেন্দ্র সিং (অনুমোদিত অফিসার), মোবাইল নং ৯৩২৪১ ৬৮৪৬৬

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
৪.	**ক) ১. শ্রীমতী পুতুল বোস (গ্যারান্টার)** নিবাস- ৫৮/৯২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, লেক গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। **২. শ্রী দিলীপ কুমার বোসের (গ্যারান্টার/ বন্ধকদাতা) আইনি উত্তরাধিকারী/গণ।** ৫৮/৯২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, লেক গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। **৩. শ্রীমতী অনুসূয়া দাস (গ্যারান্টার)** ৫৮/৯২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, লেক গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। **৪. মৃত দীপক কুমার বোস (গ্যারান্টার/ বন্ধকদাতা)** ফোর্ট ওয়েসিস, ৩৭/৮, পন্ডিতিয়া রোড, টাওয়ার - ১, ফ্ল্যাট - ৩০৩, কলকাতা - ৭০০ ০২৯। এছাড়াও- ৩৭এ, বেন্টিং চেম্বার, রুম নং ২০৯, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯। **খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ**	**সম্পত্তি ১:** কমলা ভবন নামে পরিচিত ১৩৮/২এ, শরৎ বোস রোড (পূর্বে ল্যান্সডাউন রোড), কলকাতা, থানা- লেক-এর প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত দক্ষিণ-পশ্চিমের ফ্ল্যাট নং ১ডব্লিউ এর সকল, যার পরিমাপ প্রায় ৮০০ বর্গফুট। এতে দুটি ঘর, একটি ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল, দুটি বারান্দা, একটি রান্নাঘর এবং দুটি গাড়ি রাখার জন্য গ্রাউন্ডফ্লোরে ২৬২ বর্গফুট জায়গা রয়েছে। **এই সম্পত্তিটি মৃত শ্রী দিলীপ কুমার বোসের** (পূর্বে সন্ধ্যা বোসের নামে ছিল), যার প্রতিনিধিত্ব করছেন আইনি উত্তরাধিকারী। ফ্ল্যাটের অন্তর্ভুক্ত এলাকার মধ্যে রয়েছে প্লিন্থ এরিয়া, বারান্দা এবং সাধারণ স্থান, যার মধ্যে নির্দিষ্ট তলার সিঁড়ির স্থানও আনুপাতিক হারে অন্তর্ভুক্ত। **সীমানা:-** উত্তরে- ২৫ ফুট চওড়া শরৎ বোস রোড, দক্ষিণে- ২০এ মনোহর পুকুর রোড (একতলা বাড়ি), পূর্বে- ১৩৮/২৮ সরাই বোস রোড (জি+২ তলা বাড়ি), পশ্চিমে- ১৪০ শরৎবোস রোড (জি+৪ তলা বাড়ি)। **সম্পত্তি ২:** প্রেমিসেস নং ৮৯, লেক গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫, লেক থানার-এর দ্বিতীয় ফ্লোরে অবস্থিত একটি ফ্ল্যাট, যাতে চারটি বেডরুম, একটি ড্রইং-কাম-ডাইনিং, দুটি বাথরুম, একটি রান্নাঘর এবং প্রায় ১৪০০ বর্গফুট জায়গা রয়েছে। এটির সাথে টেরেস ব্যবহারের অধিকার এবং গ্রাউন্ডফ্লোরে ১৫০ বর্গফুট পরিমাপের একটি খালি গ্যারেজ রয়েছে। **সম্পত্তিটি শ্রী দীপক কুমার বোসের নামে আছে** এবং **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- লেক গার্ডেনস রোড, পূর্বে- শ্রী পীযূষ কান্তি সেনগুপ্ত-এর ফ্ল্যাট, দক্ষিণে- লেক গার্ডেনস রোড, পশ্চিমে- লেক গার্ডেনস রোড।	**৫৫,০৮,৩৫,১৩০.৬০ টাকা** (পঞ্চান্ন কোটি আট লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার একশো ত্রিশ টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র মাত্র), **৩১.০৩.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী। তদুপরি এর সাথে যুক্ত হবে ০১.০৪.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।	**সম্পত্তি ১ :** **ক) ৬৫,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৬,৫০,০০০.০০ টাকা** (ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB10013712181B** **ঙ) ব্যাঙ্কের অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল** **সম্পত্তি ২ :** **ক) ৬৩,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (তেষট্টি লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৬,৩০,০০০.০০ টাকা** (ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB10013712181C** **ঙ) ব্যাঙ্কের অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

যোগাযোগের ব্যক্তি: মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ সিং (অনুমোদিত অফিসার), মোঃ - ৮০১৭০ ০৭৬৩২

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ০৫.০৯.২০২৫ থেকে ২৩.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ১ -এর জন্য) সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টার মধ্যে ০৫.০৯.২০২৫ থেকে ২৪.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ২ -এর জন্য). ১৫.০৯.২০২৫ থেকে ২৩.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ৩ -এর জন্য). সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টার মধ্যে এবং ১৯.০৯.২০২৫ থেকে ২০.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ৪ -এর জন্য). সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টার মধ্যে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়:
তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ১, ৩ এবং ৪ -এর জন্য) এবং ২৫.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ২ -এর জন্য)
সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ ডিরেক্টর(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জিএসটি সংস্কারে খুশি প্রধানমন্ত্রী, অমিত ও রাজনাথের কথায় 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত'

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: জিএসটিতে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে মোদী লিখেছেন, সরকার জিএসটি হার কমানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা সাধারণ মানুষ, কৃষক, এমএসএমই, মধ্যবিত্ত, মহিলা এবং যুবকদের জন্য উপকারী হবে। তিনি আরও লেখেন, সরকার জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষ্যে বিস্তৃত ভিত্তিক জিএসটি হার যৌক্তিকীকরণ এবং প্রক্রিয়া সংস্কারের জন্য একটি বিশদ প্রস্তাব প্রস্তুত করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, এই সংস্কারগুলি সকলের জন্য, বিশেষ করে ছোট ব্যবসায়ী এবং ব্যবসার জন্য ব্যবসা করার সহজ পথ নিশ্চিত করবে। প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করেন, স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে তিনি জিএসটিতে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার আনার সরকারের ইচ্ছার কথা তুলে ধরেছিলেন।

অন্য দিকে, জিএসটি হার সংস্কারকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজনাথ উল্লেখ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বস্তি আনতে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার ঘোষণা করেছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্রের উপর করের হার হ্রাস করার পাশাপাশি এই সংস্কার জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য আনবে, ব্যবসা করার সহজসাধ্যতা আরও জোরদার করবে, ছোট ব্যবসার ক্ষমতায়ন করবে এবং আত্মনির্ভর ভারতের অধীনে ভারতের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করবে। তিনি এ-ও বলেন, 'এই সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে ধন্যবাদ জানাই।' অমিত শাহ এক্স-এ লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী যা বলেন, তাই করেন। জিএসটি হার হ্রাস এবং প্রক্রিয়া সংস্কারের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য বিরাট স্বস্তি বয়ে আনবে, একই সঙ্গে কৃষক, এমএসএমই, মহিলা এবং যুবকদেরও সহায়তা করবে। ভারতের জন্য একটি সত্যিকারের রূপান্তরকারী সিদ্ধান্ত!'

ময়দান

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত ড্র, প্লে অফের আশা টিকে ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাফা নেশনস কাপে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচের ফলাফল গোলশূন্য ড্র। প্লে অফ ভাগ্য এখন ঝুলে থাকবে খালিদ জামিলের ছেলেদের। এই ম্যাচ জিতলে প্লে অফে অনায়াসেই চলে যেতে পারত ভারত। কিন্তু সেই আশা এখনই পূরণ হল না এই ড্রয়ের ফলে। এখন খালিদ জামিলদের তাকিয়ে থাকতে হবে ইরান-তাজিকিস্তান ম্যাচের দিকে। চোয়ালে চোটের কারণে তারকা ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান দেশে ফিরে গিয়েছেন। সন্দেশের না থাকাটা বড় ধাক্কা ভারতের জন্য। তবে এদিন গোল করা বা জেতার তাগিদ দেখা গেল না খালিদের ছেলেদের মধ্যে। যা দেখা গিয়েছিল কাফা নেশনস কাপের গত দুটি ম্যাচে। ম্যাচের ৮ মিনিটে ইরফান যাদব ফ্রিকিকও পায়। তা সঠিক জায়গায় রাখতে না পারলে, সেখান থেকে কর্নারও পায় ভারত। যা কাজে লাগাতে পারেনি ভারত। ম্যাচের ২৩ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে আফগানিস্তানের আলি রেজা দুর্দান্ত শট নিয়েছিলেন, যা গুরপ্রীত সিং সান্ধু দুর্দান্ত প্রচেষ্টায় বাঁচিয়ে দেন। ৩৩ মিনিটে সুযোগ তৈরি করেন আশিক কুরুনিয়ন। দ্বিতীয়ার্ধেও দুই দল খানিক ধীরগতিতেই খেলা শুরু করে। আফগানিস্তান রক্ষণাত্মক খেলায়, ভারত সুযোগ তৈরি করলেও বারবার ফিনিসিং লাইনে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছিল। লিগ টেবিলের লাস্টবয় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জয় আশা করেছিল সমর্থকরা। তিন ম্যাচে চার পয়েন্ট রয়েছে ভারতের দখলে। নক আউট পর্বে পৌঁছতে গেলে জিততেই হত ভারতকে।

রাজ্য শুটিংয়ে হাজারের বেশি শুটার

■ ২৪ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট ৫৭তম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ হয়ে গেল আসানসোলে। এই শুটিং প্রতিযোগিতা হয় আসানসোল রাইফেল ক্লাবে। ১৪ থেকে ৮০ বছর বয়সী প্রতিযোগীরা অংশ নেয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব দেবকুমার সামন্ত জানান, এবার এই শুটিং কম্পিটিশন হচ্ছে হাজারের ওপর প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এবার বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হয়। ইয়ারলি বেস্ট শুটার অ্যাওয়ার্ড পেলেন গোল্ড মেডেলিস্ট অবিনাশ সা। তার হাতে বিশেষ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় তিরিশ হাজার টাকার চেক। প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ দেওয়া হয়। সেমিফাইনালে ছিলেন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। গার্ড অফ অনার দিয়ে সম্মানিত করা হয় তাঁকে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ও গুণীজনরা।

ক্রিকেট থেকে অবসর অমিত মিশ্রর

■ অভিজ্ঞ ভারতীয় লেগস্পিনার অমিত মিশ্র বৃহস্পতিবার সকল ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন। ৪২ বছর বয়সী হরিয়ানার এই ক্রিকেটার ২০২৪ সালের সংস্করণ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অংশ নিয়েছিলেন। 'আজ, ২৫ বছর পর, আমি ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করছি, এমন একটি খেলা যা আমার প্রথম প্রেম, আমার শিক্ষক এবং আমার আনন্দের সবচেয়ে বড় উৎস', মিশ্র সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে বলেছেন। আইপিএলেই তিনি সানরাইজার্স , ডেকান চার্জার্স, দিল্লি এবং লখনউ-সহ চারটি দলের প্রতিনিধিত্ব করে ২৩.৯৮ গড়ে এবং ৭.৩৬ ইকোনমি রেটে ১৬৬ উইকেট শিকার করেছেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ,পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: Z184@indianbankco.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী/বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **২৪.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ১ -এর জন্য) এবং ০৮.১০.২০২৫ (ক্র. নং ২ থেকে ৪ -এর জন্য)** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর প্রাপ্য, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নিচে উল্লিখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধার করার জন্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. **শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(এইচবিএল. - ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ ও এইচবিএল. - ৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা-তথা-বন্ধকদাতা-তথা-জামিনদাতা)** বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩ ১৪৫। ২. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, পিতা- শম্ভু চরণ বিশ্বাস (এইচবিএল. - ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ ও এইচবিএল. - ৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা-তথা-জামিনদাতা)** বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৩. **মেসার্স এস. ডি. এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার ১- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এবং অংশীদার ২- শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)** বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৪. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভু চরণ বিশ্বাস **(মেসার্স এস. ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার-তথা-জামিনদাতা)** বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৫. **শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **(মেসার্স এস. ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার-কাম-জামিনদাতা-কাম-বন্ধকদাতা)** বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। **খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ**	**শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস,** স্বামী- সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **-এর নামে থাকা জমি সম্পত্তি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল,** যা হোল্ডিং নং ৭১৫৯৮০, বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, পো.- কাঁচরাপাড়া, থানা- বিজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ২-এর হালিশহর পৌরসভার এলাকায় অবস্থিত। এই সম্পত্তিটি ২০১৩ সালের ৩১.০১.২০১৩ তারিখের সেল ডিড নং ৮৩১ এবং ৮৩২ অনুসারে নথিবদ্ধ। এর মোট পরিমাপ ৩.১২৫ কাঠা (মোট ৪৪২৫ বর্গফুট)। **চৌহদ্দী:**- উত্তরে- ২০ ফুট ও ৩৯ ফুট চওড়া রাণী রাসমণি ঘাট রোড, দক্ষিণে- পৌরসভার ড্রেন, পূর্বে- ১০ ফুট ও ৩৯ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে- পৌরসভার ড্রেন।	**২,৯৯,৩৪,৪৬৭.৯৪ টাকা** (দুই কোটি নিরানব্বই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো সাতষট্টি টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই+ এমওএক্স/ এমএলই = ১,৯৩,৫৯, ৩৬২.০০ টাকা + ৯৫,৭২, ২৪৪.০০ টাকা + ৩,৭৮, ০২৩.৬২ টাকা) **০৪.০৯.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী, তদুপরি পরবর্তী সুদ, চার্জ ও ব্যয়।	ক) **১,০৬,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা মাত্র) খ) **১০,৬০,০০০.০০ টাকা** (দশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) গ) **৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB30101515060** ঙ) **ব্যাংকের অজানা** চ)**বাস্তবিকী দখল**
২.	ক) ১. **মেসার্স কৃষ্ণ চন্দ্র দেবনাথ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দেবনাথ,** পিতা- সুনীল দেবনাথ গ্রাম - মাজদিয়া বেলডাঙ্গা, পোঃঅঃ- - সি. বি. নগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৩০১, পশ্চিমবঙ্গ। ২. **বন্ধকদাতা ও স্বত্বাধিকারী- শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দেবনাথ,** পিতা- সুনীল দেবনাথ গ্রাম - মাজদিয়া বেলডাঙ্গা, পোঃঅঃ- - সি. বি. নগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৩০১, পশ্চিমবঙ্গ। ৩. **শ্রীমতী বেবি দেবনাথ (জামিনদাতা),** স্বামী- শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দেবনাথ গ্রাম - মাজদিয়া বেলডাঙ্গা, পোঃঅঃ- সি. বি. নগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৩০১, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) তেওরখালি ব্রাঞ্চ**	**শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দেবনাথ** (পিতা- মৃত সুনীল দেবনাথ)-**এর নামে থাকা** প্রায় ১১ শতক (৬.৬৫ কাঠা) জমি সম্পত্তি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা জে.এল. নং ১৮ (হাল তৌজি নং ০৮), মৌজা- মাজদিয়া, এল.আর. প্লট নং ৫৩০০/১১৩৭, আর.এস. প্লট নং ৫৩০, এল.আর. খতিয়ান নং ১৯৬০, হাল এল.আর. খতিয়ান নং ২০২৯-এর অন্তর্গত। এটি মাজদিয়া পানসিলা গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম- মাজদিয়া, পো.- সি. বি. নগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৩০১-এর অধীন। সম্পত্তিটি ২৪.০৮.২০১০ তারিখের গিফট ডিড নং আই-২২০৩ (২০১০ সালের), বুক নং ১, ভলিউম নং ০৭, পৃষ্ঠা ৩১১১ থেকে ৩১২৮ অনুসারে এডিএসআরও- নবদ্বীপ-এ নিবন্ধিত। **চৌহদ্দী:**- উত্তরে- ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণে- নিজের ও সুনীল দেবনাথের বাড়ি, পূর্বে- নিজেদের খালি জমি, পশ্চিমে- শ্রী দ্বিজেন দাসের খালি জমি।	**৩১,৭৮,২৫৮.০০ টাকা** (একত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশো আটান্ন টাকা) (বিবি ২১,৯৯,৫৭২.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ৯,৭৮,৬৮৬.০০ টাকা) **০৩.০৯.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী, তদুপরি পরবর্তী সুদ, চার্জ ও ব্যয়।	ক) **১০,৯৩,০০০.০০ টাকা (*)** (দশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা) খ) **১,০৯,৩০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ নয় হাজার তিনশো টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB12309164950** ঙ) **ব্যাংকের অজানা** চ) **প্রতীকী দখল**
৩.	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স হাসান মার্বেল সেন্টার স্বত্বাধিকারী- আমেনা বিবি,** স্বামী- হানিফ সেখ গ্রাম - ধালারামপুর, পোস্ট - মহেশাইল, থানা - সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০১। ২. **ঋণগ্রহীতা / স্বত্বাধিকারী- আমেনা বিবি,** স্বামী- হানিফ সেখ গ্রাম - ধালারামপুর, পোস্ট - মহেশাইল, থানা - সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০১। ৩. **মৃত হানিফ সেখের (মৃত ০৩.০৬.২০২১ তারিখে) সম্পত্তি (জামিনদাতা)-এর আইনি উত্তরাধিকারী-** ১) **আমেনা বিবি,** স্বামী- হানিফ সেখ ২) **নুরুল হাসান,** পিতা- হানিফ সেখ ৩) **আলিম সেখ,** পিতা- হানিফ সেখ ৪) **ফারাহিন সেখ,** পিতা- হানিফ সেখ **সকলের ঠিকানা:**- গ্রাম - ধালারামপুর, পোস্ট - মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০১। **খ) রঘুনাথগঞ্জ ব্রাঞ্চ**	**শ্রীমতী আমেনা বিবি-র নামে থাকা** ১৮ ডেসিমেল জমি সম্পত্তি এবং তার উপরকার ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ২০১২ সালের ১২.০৯.২০১৩ তারিখের সেল ডিড নং আই-১৩২৫৯ অনুসারে নথিবদ্ধ। এটি মৌজা- ভাবকি, জে.এল. নং ৫০, আর.এস. এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৩৮৪০, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৯৮৫-এর অধীন এবং গ্রাম- ধালারামপুর, মহেশাইল জি.পি., পো.- মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ২০১-এ অবস্থিত। **চৌহদ্দী:**- উত্তরে- রোড এন.এইচ.৩৪, দক্ষিণে- হানিফ সেখের ইটের ভাটা, পূর্বে- সফিরুদ্দিন সেখের সম্পত্তি, পশ্চিমে- হানিফ সেখের সম্পত্তি।	**৬২,৬৪,৩১৬.০০ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশো ষোল টাকা মাত্র) (বিবি ২৯,৫৩,৮০৮.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওআই + এমওএক্স ৩৩,১০,৫০৮.০০ টাকা) **০২.০৯.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী, তদুপরি পরবর্তী সুদ, চার্জ ও ব্যয়।	ক) **১৪,৫৮,০০০.০০ টাকা (*)** (চোদ্দো লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা মাত্র) খ) **১,৪৫,৮০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশো টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB30091123603** ঙ) **ব্যাংকের অজানা** চ) **প্রতীকী দখল**
৪.	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স শাইল উডেন ফার্নিচার স্বত্বাধিকারী- হানিফ সেখ** গ্রাম - ধালারামপুর, পোস্ট - মহেশাইল, থানা - সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০১। ২. **মৃত হানিফ সেখের (মৃত ০৩.০৬.২০২১ তারিখে) সম্পত্তি (স্বত্বাধিকারী-তথা-জামিনদাতা ও বন্ধকদাতা)-এর আইনি উত্তরাধিকারী-** ১) **আমেনা বিবি,** স্বামী- হানিফ সেখ ২) **নুরুল হাসান,** পিতা- হানিফ সেখ ৩) **আলিম সেখ,** পিতা- হানিফ সেখ ৪) **ফারাহিন সেখ,** পিতা- হানিফ সেখ **সকলের ঠিকানা:**- গ্রাম - ধালারামপুর, পোস্ট - মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০১। **খ) রঘুনাথগঞ্জ ব্রাঞ্চ**	**হানিফ সেখের নামে থাকা** ৮.৫০ ডেসিমেল জমি সম্পত্তি এবং তার উপরকার ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ২০১২ সালের ৩০.০৭.২০১২ তারিখের গিফট ডিড নং আই-১১৬৮১/২০১২ অনুসারে নথিবদ্ধ। এটি মৌজা- ভাবকি, জে.এল. নং ৫০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩১, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৯৮২-এর অধীন। এর শ্রেণীবিভাগ- মিলঘর। এটি গ্রাম- ধালারামপুর, মহেশাইল জি.পি., পো.- মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০১-এ অবস্থিত। **চৌহদ্দী:**- উত্তরে- কৃষ্ণ দাসের জমি, দক্ষিণে- মালিকের জমি, পূর্বে- এন.এইচ. ৩৪, পশ্চিমে- যোশনা ইটের ভাটা (মালিকের)।	**৬১,০৫,০২৯.০০ টাকা** (একষট্টি লক্ষ পাঁচ হাজার উনত্রিশ টাকা মাত্র) (বিবি ২৬,৪০,৫০৫.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওআই + এমওএক্স ৩৪,৬৪,৫২৪.০০ টাকা) **০২.০৯.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী, তদুপরি পরবর্তী সুদ, চার্জ ও ব্যয়।	ক) **১৮,৯৫,০০০.০০ টাকা (*)** (আঠারো লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) **১,৮৯,৫০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ উননব্বই হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB30081524482** ঙ) **ব্যাংকের অজানা** চ) **প্রতীকী দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ১ -এর জন্য) এবং ০৮.১০.২০২৫ (ক্র. নং ২ থেকে ৪ -এর জন্য)
সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ১ এবং ২ -এর জন্য) ০২.০৯.২০২৫ (ক্র. নং ৩ এবং ৪ -এর জন্য)
স্থান: বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 103/2025-26 & Memo No.: 1066, Date: 04.09.2025,** for **02 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **17.09.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Notice Inviting Online/ e-Tender
The Block Development Officer, Bhatar Development Block & Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Ref. e-NIT- BHATAR BDO & PS/01/2025-26, Dated- 04/09/2025.** Last Date of Bid Submission : **16/09/2025.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. ET. No. 32/PW/ Eng/25 Dt. 10-06-25
N.I.E. ET. No. 33/PW/ Eng/25 Dt. 10-06-25
N.I.E. ET. No. 31/PW/ Eng/25 Dt. 10-06-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. ET. No. 30/PW/ Eng/25 Dt. 10-06-25
N.I.E. ET. No. 29/PW/ Eng/25 Dt. 10-06-25
N.I.E. ET. No. 28/PW/ Eng/25 Dt. 10-06-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Quotation Notice
Mehfil Co-operative Housing Society Ltd., intends to build one G+IV storied building on Premises No. **12-0157,** Plot No. **BC-85,** Action Area-**IB,** New Town, Kolkata, for which the said society is inviting sealed quotation to appoint one bonafide experienced Architect and Developer for building construction, as per rules and regulations of West Bengal Housing Co-operative Society and HIDCO.
Sealed quotations must be sent to the following mailing address within 10 (ten) days from publication date. Date of opening of the quotation will be on 11th day from publication date.
Sd/- Avijit Paul
Chairman
Mehfil Co-operative Housing Society Ltd.
37/8, Barisha, Purba Para Road, P.O.- Thakurpukur, P.S.- Haridebpur, Kolkata-700063.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কেপিএ/ইজি/ওটি-১১/২৫-২৬ তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, নর্থ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য খ্যাতনামা, প্রতিষ্ঠিত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিক ঠিকাদারদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-১১/২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** বৈদ্যুতিক (জি) কাজের জন্য এস/২০-তে এক্সেলেন্স সেন্টার হিসাবে এস/২৬-এর অধীনে এসি কোচের আরএমপিইউ এবং এস/১৫-এর অধীনে ট্রেলার কোচ পরীক্ষার সুবিধার ব্যবস্থা। **টেন্ডার নির্ধারিত মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ১০,৫২,৪৯২.৪১ (জিএসটি ও অন্যান্য সকল ট্যাক্স ও চার্জসহ); **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ (টাকা) ঃ** ₹ ২১,১০০.০০ **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২২.০৯.২০২৫ দুপুর ৩টায়; **কাজ শেষ করার সময় ঃ** ০৯ মাস; টেন্ডার এবং নথির সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা এবং পাওয়া যাবে। বিডিং-এর জন্য টেন্ডার **২২.০৯.২০২৫** তারিখ **দুপুর ৩টার** মধ্যে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং জমা দেওয়া কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না ও সরাসরিভাবে তা বাতিল করা হবে। MISC-199/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(1) WBMAD/ULB/ BM/PW/15th Finance /NIT- 15/2025-2026
Memo No:- 2221/PWD/BM/2025-2026, Dated- 04.09.2025
Name of the Work:- 2 (Two) Sl. No. 1. - Demarktion & precast concrete post at different proposed Land for Water Supply Project under Bolpur Municipality. Sl. No. 2- Demarktion of land by pilaring and site board at Dwarkanathpur Mouza for new SWM site under Bolpur Municipality.
(2) WBMAD/ULB/ BM/PW/Own Fund/N.I.Q– 04/2025-2026
Memo No. 2220/PWD/BM/2025-2026 Dated. 04.09.2025
Name of the Work:- 1 (One) Sl. No. 1 Supply of full statue of Swami Vivekananda to be installed at 17 under Bolpur Municipality. **Last Date of Submission 13.09.2025,** for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/ Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1475, Dt. 01/09/2025** for Different Civil Works in Different Place's under this Municipal Jurisdiction, **Tender ID: 2025_MAD_898106_1 to 2,** Last Date of Bid Submission **13/09/2025 at 17.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

TENDER NOTICE
WBCADC is inviting e-tender for **Construction of Cement Concrete Approach Road in the West Side at Irrinchi Farm for Smooth Functioning of Dairy Project under WBCADC Tamluk-I Project, [NIT No.: 28/2025-26, Tender Amount Rs. 24,01,947.00].** The intending tenderers will have to collect the tender documents within **19.09.2025** up to **16:30 hours** by downloading through the website stated below:
For details visit the website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Administrative Secretary
WBCADC

পূর্ব রেলওয়ে
নং. ইসি/টি/ভিওআইটিএইচ/ট্রান্সমিশন/ওটি-১৮/২০২৫-২৬, তারিখ ৩০.০৮.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, নর্থ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং. ঃ ইসি_টি_ট্রান্স_ওটি-১৮_২৫-২৬। স্থানসহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, সিঅ্যান্ডডবলু-তে ডেপুটি সিইই/ডব্লিউ/কেপিএ সংস্থার শপ-১৫ এর অধীনে ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ০৬ মাসের জন্য ০১টি ডিএইচটিসি টাইপ ৮-হুইলার টাওয়ার ওয়াগনের দুটি (০২) টি ভয়েথ মেক ট্রান্সমিশন সিস্টেম টাইপ টিআর-২১১আর এর পর্যায়ক্রমিক ওভারহলিংয়ের কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ৬৬,২৮,৯৮০.৬৬ জিএসটি সহ; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; **ওয়েবসাইট যেখান থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে ২৯.০৮.২০২৫ থেকে ২২.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত; **বায়না অর্থ জমা করতে হবে ঃ** ₹ ১,৩২,৬০০.০০ **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস; **বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ** ২৯.০৮.২০২৫ থেকে ২২.০৯.২০২৫ দুপুর ৩টা পর্যন্ত; **অফার জমা দেওয়ার সময়সীমাঃ** ০৮.০৯.২০২৫ থেকে ২২.০৯.২০২৫ দুপুর ৩টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২২.০৯.২০২৫ দুপুর ৩টা পর্যন্ত; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৫ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। MISC-197/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Corrigendum for date Extension 02
Memo. No. 1248/RM, Date - 20.08.2025. Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-7e /2025-26/SL1 to SL31. Tender ID : 2025_MAD_892904_1 to 31. **Name of the work:** Construction of public Toilet with Electrical works in different wards (31 nos) within Ranaghat Municipality under SBM-U 2.00 Scheme. This is to inform that the Document Download/Sale End Date & Bid submission End Date are extended upto 12/09/2025 at 6:00 p.m. as No Bidder has been found. Bid opening Date - 15/09/2025 at 11:00 a.m. This corrigendum will be a part of the document. All other terms and conditions will remain unchanged. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 87/FCXV/PWD/T/25-26 Dated 04.09.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Installation of Pump. Last date of submission of tender: **20.09.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 14/25-26/FCXV/T Dated 04.09.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **20.09.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
E-QUOTATION
Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Quotation for Decorations & Miscellaneous Items for inauguration programme of new office of Consumer Affairs & FBP at annex building of Diamond Harbour Municipality, South 24 Parganas, bid system having appropriate credential. **NIQ No.: NIeT No-02/CF/DH/25.** Viz. **Memo no.: K-12(Quotation)/A-315/2025-2026 Dated: 04.09.2025.** Bid Submission End Date: **12.09.2025 up to 5.00 PM.** For details information available in the departmental website: **http//wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
E-QUOTATION
Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Quotation for Supply of Food Items for inauguration programme of new office of Consumer Affairs & FBP at annex building of Diamond Harbour Municipality, South 24 Parganas, bid system having appropriate credential. **NIQ No.: NIeT No-01/CF/DH/25.** Viz. **Memo no.: K-12(Quotation)/A-314/2025-2026 Dated: 04.09.2025.** Bid Submission End Date: **12.09.2025 up to 5.00 PM.** For details information available in the departmental website: **http//wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting e-Tender for Non-Comprehensive Annual Maintenance Contract for Fire Alarm System; Public Address System and Fire Hydrant System installed at the G+9 Storied ICMARD Building of The WBSCARD Bank Ltd., located at Block – 14/2, CIT Scheme – VIII (M), Ultadanga, Kolkata – 700 067, has been issued under Memo No. 2282/Admn./25-26/447 dated September 01, 2025 & uploaded in the e-Tender Portal under Tender ID 2025_SCARD_897368_1 from reputed, registered, eligible & resourceful Service Providers/Agencies/Firms having sufficient experience and adequate credentials. The last date for submission/uploading of Bid through online is September 22, 2025.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**
September 02, 2025
Sd/-
Managing Director

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 276 to 289/2025-2026 Dated- 04-09-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at North 24 Parganas. Hooghly Bankura, Burdwan, Purulia, Purba Medinipur, Murshidabad and Coochbehar District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **05-09-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **12-09-2025 and 19-09-2025 upto 3.00 pm.**
Date: 04.09.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

কাহিনি , চিত্রনাট্য এবং পরিচালনায় কৌশিক গাঙ্গুলির আরও একটি অনবদ্য নিবেদন

বাংলা ছবি ‘ধূমকেতু’ মানুষের হৃদয় জয় করেছে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

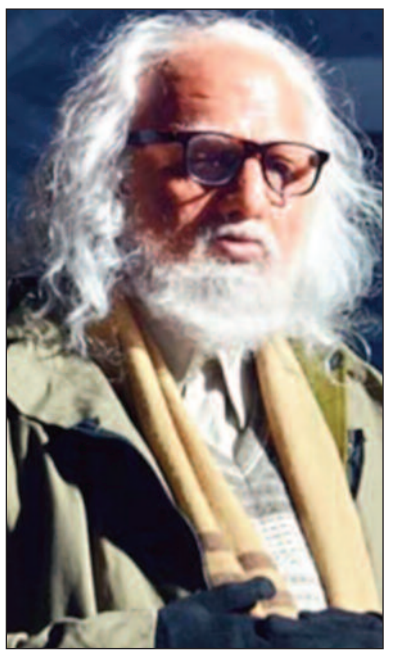

এ এক ভানু সিংহের ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের গাথা। তবে পদাবলীর ভানু সিংহের মত ছদ্মনামে নয় - বরং ছদ্মবেশে আসে সে, হ্যাঁ ফিরে আসে প্রায় আশি বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ইন্দ্রনাথের ছদ্মবেশে। এক সময় নিজের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েও, ঠিক যেন হ্যালির ধূমকেতুর মতোই আবার কিছু সময়ের জন্য ফিরে আসে সে, তার হারিয়ে যাওয়া মায়া ভরা সংসারে। ফিরে আসে হারানো জীবনের বেশ কিছু হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে নিতে। গত ১৪ই আগস্ট ২০২৫ মুক্তি পেয়েছে, প্রায় দশ বছর আগে চিত্রায়িত হয়ে যাওয়া পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলীর ছবি ক্ষুধূমকেতুক্ষু। ছবিটি মুক্তির অনেক আগে থেকেই এই ছবিটিকে ঘিরে যেন আবেগের জোয়ারে প্লাবিত হয়েছিল দেব-শুভশ্রীর সিনেমামোদী অনুরাগীরা। এই আবেগ ভরা উন্মাদনা সহস্র গুণ বেড়ে গিয়েছিল, এই ছবির নায়ক-নায়িকার (দেব- শুভশ্রী) দীর্ঘ সময়ের পর, সমস্ত মান অভিমান সরিয়ে রেখে আবার একযোগে ছবিটির জন্য প্রচার কে ঘিরে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে এ ছবির জন্য আবেগ, উন্মাদনা, উচ্ছ্বাস, এবং শুভেচ্ছার প্লাবনে ভেসে গিয়েছিলেন দেব এবং শুভশ্রীর অনুরাগীরা। প্রচার এবং আবেগের এই উন্মাদনার সাক্ষী থেকেছে মুক্তির দিন থেকে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহগুলি। দর্শক যেন উপছে পড়েছে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহগুলিতে। পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলীর ছবিগুলি সব সময়েই একটু অন্য আঙ্গিকের ওপর চিত্রায়িত হয়। এক্ষেত্রেও সেই ধারাই বজায় রইল। দেব এবং শুভশ্রীর উপর চিত্রায়িত এই ছবির গানগুলিকে দেখলে মনে হতে পারে এ ছবি রোমান্সের। যদিও দেব- শুভশ্রী রোমান্টিক জুটির আবেগ এই ছবির সাফল্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি ফ্যাক্টর। কিন্তু এই ছবি শুধুই রোমান্সের নয়, এই ছবি মানুষের জীবনের দুঃখ- কষ্ট- আনন্দ- বেদনা- আবেগ-অনুভূতি-বন্ধুত্ব-ত্যাগ এবং বিচ্ছেদের সঙ্গে থ্রিলারের সংমিশ্রণে জীবনের এক অসমাপ্ত গল্প। যা প্রায় দশ বছর আগে চিত্রায়িত হলেও, মানুষের জীবন নাটকে আজও প্রাসঙ্গিক। এই বিষয়ে পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী নিজেও যথেষ্ট নিশ্চিত ছিলেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে, চিত্রনাট্যটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের ১০০ শতাংশ পারফরমেন্স। আর এখানেই রয়েছে পরিচালকের মুন্সিয়ানা। টানটান এবং আবেগীয় সংলাপ সমৃদ্ধ এই ছবির গল্পের লেখক এবং চিত্রনাট্যকার তিনি নিজেই। সিকিমের একটি মফস্বলের প্রেক্ষাপটে ছবিটি চিত্রায়িত করেছেন তিনি। ছবিটির গল্পে ভানু সিংহ(দেব) একজন শিক্ষক সূর্য সিংহের (দুলাল লাহিড়ী) বড় ছেলে। ঘটনা প্রবাহে সমাজ বিরোধীদের হাতে, সূর্য সিংহের ছোট ছেলে রবি খুন হয়ে যায়। বিরুদ্ধ পরিস্থিতির চাপে, বড় ছেলে ভানু সিংহ বাবা, মা (অলকানন্দা রায়), স্ত্রী রুপা (শুভশ্রী গাঙ্গুলী) কে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় অরুণাচল প্রদেশে। এখানেই ঘটে যায় তার জীবনের পরিবর্তন। চিফ (চিরঞ্জিত চক্রবর্তী) এর অধীনে, আইনের চক্ষে একটি সন্ত্রাসবাদী দলে নাম লেখায় সে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় ওই অঞ্চলের সকলের সাথে ভানু সিংহের বাড়ির লোকেরাও বিশ্বাস করে নেয় যে ভানু সিংহ মৃত। বাড়ির দুই সন্তানকে হারিয়ে একপ্রকার ভগ্ন হৃদয়ে যে যার মত জীবনে অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয় তার পরিজনেরা। ভানু সিংহের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তার একটি কন্যা সন্তান। ঘটনা প্রবাহে সেই ভানু সিংহ ই আবার ফিরে আসে একজন বৃদ্ধের ছদ্মবেশে তার অঞ্চলে তারই বন্ধু যোগেশের (রুদ্রনীল ঘোষ) কাছে। তার দেখা হয় আত্মীয় পরিজনদের সাথে। বর্তমান এবং অতীতের

ফ্ল্যাশব্যাকের এর প্লট বিন্যাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে চিত্রনাট্যটি। এরপর কি হলো ভানু সিংহের জীবনে? সে কি ফিরে পাবে আগের মত, তার হারানো পরিবার-পরিজনকে? সে কি সত্যিই সন্ত্রাসবাদী দেশদ্রোহী? নাকি অন্য কিছু অপেক্ষা করে রয়েছে চিত্রনাট্যের শেষ অংশে? জানতে গেলে অবশ্যই প্রেক্ষাগৃহে এই ছবিটি দেখতেই হবে সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের। এই ছবিতে ভানু সিংহের ভূমিকায় দেবের অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসনীয়। যুবক ভানু সিংহ এবং ছদ্মবেশে বৃদ্ধ ইন্দ্রনাথ দুটি চরিত্রেই তার অসাধারণ অভিনয় এবং অভিব্যক্তি দর্শকদের অবশ্যই ভালো লাগবে। দেবের স্ত্রী রুপার চরিত্রে শুভশ্রী গাঙ্গুলীও যথেষ্ট পরিণত অভিনয় করেছেন। বহু রোমান্টিক ছবির ক্ষুকিংু মেকারক্ষু দেব এবং শুভশ্রীর জুটিকে এই ছবিতেও দর্শকদের খুবই ভালো লেগেছে। ভানু সিংহের বাবার চরিত্রে দুলাল লাহিড়ীর অভিনয়ও মনে দাগ কাটার মত। চরিত্র দুটি ছোট হলেও, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় তাদের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাদের নামের প্রতি সুবিচার করেছেন। ভানু সিংহের মায়ের চরিত্রে অলকানন্দা রায় ও যথেষ্ট সাবলীল। ভানু সিংহের বন্ধু যোগেশের চরিত্রে রুদ্রনীল ঘোষ তার অনবদ্য অভিনয়ের মাধ্যমে যেন চিত্রনাট্যটির প্রাণ সঞ্চার করেছেন। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে রুদ্রনীল ঘোষের অভিনয়ের প্রশংসা করেননি ,এমন দর্শক পাওয়া দুষ্কর। বর্তমান সময়ের একজন সফল এবং অন্যতম চরিত্রাভিনেতা হিসেবে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। দেব এবং রুদ্রনীলের রসায়ন ও যথেষ্ট মনোমুগ্ধকর। আগামী দিনে দর্শকেরা আবার এই জুটির জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। অনুপম রায়ের সুরে এই ছবির প্রত্যেকটি গানই যথেষ্ট শ্রুতিমধুর। অরিজিৎ সিং, শ্রেয়া ঘোষাল, নচিকেতা চক্রবর্তী, অনুপম রায়ের কণ্ঠের গানগুলি এই ছবিটির সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। ছবিটির প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকটা কিছুটা মন্থর হলেও, অভিনেতা- অভিনেত্রীদের অভিনয় গুনে চিত্রনাট্য সর্বদা সচল থেকেছে।এই ছবিটি দেখার পরে, সিনেমাটোগ্রাফিক সৌমিক হালদারের কাজের প্রশংসাও করতেই হবে। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরও এক কথায় অনবদ্য। দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া এবং দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার এর ব্যানারে এই ছবিটি দেখার পর সিনেমা প্রেমী দর্শকেরা অবশ্যই অপেক্ষা করে থাকবে এই অসমাপ্ত গল্পের পরিসমাপ্তির (একটি সিক্যুয়েল) জন্য।

গল্প

ফেরা

মহুয়া মল্লিক

নিমেষ ফাইল গোছাচ্ছে। একটা জরুরি কাগজ খুঁজে পাচ্ছিল না বলে কিছুক্ষণ আগেই চিৎকার চেঁচামেচি করে তমালীকে এক হাত নিয়েছে। কাজের লোকের সামনে অপমানে কুঁকড়ে গিয়েছিল তমালী। আজকাল কথায় কথায় তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করে অনিমেষ। এই যেমন একটু আগেই বলল, ‘সারাদিন বসে বসে আমার পয়সায় অন্ন ধ্বংস করছ, আর আমার জিনিসপত্রগুলোই গুছিয়ে রাখতে পারো না।’ ভাগ্যিস এই সময়টা দোতলার নিজের ঘরে ব্যস্ত থাকে মোম, না হলে বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়ে দিত। তমালী আড়চোখে অনিমেষকে একবার দেখে, টিফিন বক্স আর জলের ব্যাগটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। অফিসের গাড়িতেই অনিমেষ যাতায়াত করে, ওকে দেখেই ড্রাইভার রবি এগিয়ে এল হাসিমুখে। ব্যাগটা তমালীর হাত থেকে নিতে নিতে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলল।

—আরে আরে কী করো!

তমালী দু’-পা পিছিয়ে আসে। রবি মাথা চুলকে বলে,

—কাল আপনার জন্মদিন ছিল তো, সাহেব হিরের আংটি কিনলেন, খাবার প্যাকেট আর কেক কিনলেন। আপনাকে কি আমি শুভেচ্ছা জানাতে পারি? তাই প্রণাম করলাম।

তমালী মুখ ফসকে বলে ফেলে,

—আমার জন্মদিন? সে তো ঢের দেরি আছে।

ঠিক সেইসময়ই মোম বেরিয়ে আসে। মোমকে দেখে রবি আমতা আমতা করে বলে ফেলল—ও তাহলে ছোট ম্যাডামের জন্মদিন ছিল?

মোম এমনিতেই রবিকে একদম পছন্দ করে না। আর মায়ের সঙ্গে এত কথাবার্তাও তার পছন্দ না। কিন্তু, জন্মদিন কথাটা খট করে কানে লাগতেই ঘুরে তাকাল রবির দিকে। ততক্ষণে অনিমেষ বেরিয়ে এসেছে। মেয়ের উদ্দেশে বলল,

—গাড়িতে উঠে বস, কলেজে ড্রপ করে দেব।

মোম দু’-পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর কাটা কাটা উচ্চারণে বলল,

—বাপি এটা অফিসের গাড়ি। তোমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার জন্য নয়।

তমালী মনে মনে প্রমাদ গোনে, আজ রাত্রে চরম অশান্তি হবে। মেয়ে কিছু বললে, সে দায়ও আজকাল তমালীর। ভাতের থালা ছোড়া, মদের গ্লাস ভাঙা আর অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করে তেড়ে মারতে আসা, এমনই চলছে। মোম যতই প্রতিবাদী হোক না কেন, সেই মুহূর্তে মাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। মাতাল অনিমেষ স্থান-কাল ভুলে দরজায় লাথি মারতে থাকে আর অশ্রাব্য গালাগালির ফোয়ারা ছোটে।

(২)

—তোমার মেয়ে আজ ফোন করেছিল।

—সে করতেই পারে। তুমি ওর এক্স-টিচার।

—তুমি মনে হয় ব্যাপারটা গুরুত্ব দিচ্ছ না!

রাইমার কণ্ঠ থেকে অভিমান ঝরে পড়ে। আসলে অনিমেষ এতক্ষণ রাইমার কোলের ওপর মাথা রেখে ওর চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলো নিয়ে খেলছিল। রাইমার শরীর থেকে সবসময় চন্দনের গন্ধ উঠে আসে। আর শরীর অদ্ভুত ঠান্ডা। ও কপালে হাত ছোঁয়ালে বড্ড আরাম হয়। বাম হাতের অনামিকায় হিরেটা জ্বলজ্বল করছে। কালকেই যেটা অনিমেষ গিফট করেছে। অনিমেষের এখন এসব কচকচানি ভালো লাগছিল না। সে এই সময়টা পরিপূর্ণ ভাবে রাইমাকে পেতে চায়। উপুড় হয়ে শুয়ে সে রাইমার কোলে মুখ ডুবিয়ে দিল। রাইমা এবার বলে উঠল,

—তোমার মেয়ে আমাকে অপমান করেছে অনি। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কতটা সিরিয়াস?

অনিমেষ উঠে পড়ে। দাঁতে দাঁত পিষে গজরায়। মেয়েটা দিনের পর দিন কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। সব ওর মায়ের আশকারায়। মেয়েকে অস্ত্র বানাচ্ছে। আজ বাড়ি ফিরেই হেস্তনেস্ত করবে। শার্টটা গলিয়ে উঠে পড়ল অনিমেষ।

—এই কোথায় যাচ্ছ? অনিমেষের বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয় রাইমা। বুকে আঙুল ছোঁয়ায় আলতো করে। যেন বেহালার তারে আঙুল বোলাচ্ছে। রাইমা জানে এতে অনিমেষ ভীষণ উত্তেজিত হয়। হলও তাই। রাইমাকে জাপটে ধরে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। পাক্কা তিন মিনিট বাইশ সেকেন্ড পর যখন ছাড়ল, তখন রাইমা মনে মনে অনেক কিছু গুছিয়ে নিয়েছে। অনিমেষের বুকে মাথা রেখে বলল,

—আসলে তোমার মেয়ের নামে আমি অভিযোগ করতে চাইনি। আমি জানি মোম তোমার জীবন। আসলে সকালেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝামেলা হল। কাল অত রাত্রে তুমি বেরনোর পর গেটে চাবি দিতে হয়েছে, তাই গজগজানি। এভাবে আর পারছি না রোজ অশান্তি করে। আমি একা মহিলা বলে কেউ আসবে না আমার কাছে?

রাইমার জল ভরা চোখ দুটি নিজের মুখের সামনে তোলে অনিমেষ। তারপর মায়াবী স্বরে বলে,

—ফ্ল্যাট দেখো। আমি বলেছি তো হেল্প করব।

—আমি এসব পারি না অনি। চাকরি, সংসার সামলে হিমশিম খাচ্ছি। তুমি আর এসবের দায়িত্ব দিও না।

অনিমেষ বুঝতে পারে রাইমার পক্ষে সত্যিই ফ্ল্যাট খোঁজা, সার্চিং, উকিল—এত ঝক্কি সামলানো মুশকিল।

—আচ্ছা বেশ, আমি সব করব। সব রেডি করে তোমার হাতে ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দেব। অনিমেষের মুখ থেকে এই প্রতিশ্রুতিটুকুই আদায় করতে চেয়েছিল রাইমা। সে সফল। মদির চোখে হাসল। এই কাতিল হাসিতে খুন হবে না এমন পুরুষ সম্ভবত খুব কমই আছে।

(৩)

মোম বন্ধ ঘরে মাকে জড়িয়ে বসে ঠকঠক করে কাঁপে। সারাদিনের ক্লান্তিতে পড়তে পড়তে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এসেছিল। যতক্ষণ না বাবা খেয়ে শোয়, মাকে নীচেই থাকতে হয়। আর মোম কাঠ হয়ে নিজের ঘরে ফ্যান বন্ধ করে পড়াশোনা করে। মা একেকদিন চা দিতে এসে ধমকায়, এসি চালাসনি ঠিক আছে, কিন্তু ফ্যান বন্ধ করে বসে আছিস কেন? এভাবে ওই লোকটাকে আটকাতে পারবি? আমায় যদি মেরে ফেলে ভালোই তো! তুই, তোর মামারা ঠিক লোকটাকে জেলে পচিয়ে মারবি আমি জানি। মোম দেখে, মা আশ্চর্য রকম নির্লিপ্ত। সে ঘুম চোখে ছুটে এসে দেখেছিল, বাবা একটা কাটারি নিয়ে আলমারিতে কোপ বসাচ্ছে আর বলছে,

—আমার টাকা, ফিক্সড ডিপোজিটের পেপারগুলো দিবি না মানে? আমার টাকার দরকার। তুই দিতে বাধ্য মাগী। তোর গতর খাটানো পয়সা? সব এই বান্দার রক্তজল করা পয়সা। দে চাবিটা দে বলছি।

মাতাল আর দাঁতালকে বিশ্বাস করতে নেই। এই আপ্তবাক্যটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মোম। বাবাকে ওই অবস্থায় দেখে, আগে মাকে সরিয়ে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। কাটারির কোপ যে বন্ধ দরজার ওপর পড়ছে, সেটা বুঝতে পারে। বাবার আজ মারমূর্তি, নাগালের মধ্যে পেলে খুনোখুনি করে ফেলবে।

মায়ের দিকে তাকিয়ে রাগ হয়। এত নির্লিপ্ত কীভাবে থাকতে পারে একটা মানুষ? একবার থানায় গেলে বা লোকাল পার্টিকে জানালে, লোকটাকে টাইট দিতে পারত।

—তারপর? তারপর তো সেই এই লোকটার খোঁয়াড়েই আমাদের থাকতে হত। এভাবে হয় না রে মোম। তোর বয়স কম। নিজের পায়ে দাঁড়া, সেদিন আমি তোর হাত ধরে এই অসম্মানের জবাব দিয়ে বেরিয়ে যাব। এভাবেই মা থামিয়ে দেয় তাকে।

মোম জিজ্ঞেস করে, এত ক্ষেপে গেল কেন আজ?

—ওই যে আমরা জানতে পেরে গিয়েছি রাইমার বার্থ ডে সেলিব্রেটের ব্যাপারটা। আর তুই কীসব বলেছিস রাইমাকে, সেই নিয়েই।

বিচ একটা এই রাইমা গুপ্ত। খাল কেটে কুমিরটা সেই ঢুকিয়েছিল। ব্যাচে পড়তে যেত ঠিক আছে। বাড়িতে ডেকে এনেই ভুল করেছিল। মোম অপরাধীর মতো মায়ের সামনে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

মা সেইসময় বলে,

—রবি বলছিল, তোর বাবা নাকি হন্যে হয়ে ফ্ল্যাট খুঁজে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছিস টাকা-পয়সার কেন দরকার?

মোমের ভালো লাগে

না চাকরবাকর শ্রেণির লোকজনের সঙ্গে এসব নিয়ে মা আলোচনা করুক। এরা মায়ের কাছে বাবার নামে বলবে, আবার বাবার কাছে দশ গুণ বাড়িয়ে বলবে। কিন্তু, মা কিছুতেই শুনবে না মোমের হাজার নিষেধ। এক রাশ বিরক্তি নিয়ে সে মায়ের মুখের দিকে তাকাল আর তখনই খেয়াল হল, ঘরে একটা জলের বোতলও নেই আর তার গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়াল মোম। ডাইনিংয়ে ভাতের হাঁড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছে, চারদিকে ভাত ছড়িয়ে আছে। ভাতে ঝোলে মাখামাখি জিনিসপত্র। বাবার ঘরের আলো নিভে গিয়েছে। আসলে গলা পর্যন্ত ড্রিঙ্ক করলে বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারে না অনিমেষ। মোম পা টিপে টিপে বাইরে এল, বিস্কুটের কৌটো আর দু’ বোতল জল নিয়ে ফিরে এসে মাকে বলল, —ওপরে চলো। কিছু পরিষ্কার করতে হবে না। এভাবেই থাকুক, কাজের লোকরা দেখুক, ওই কামুক মাতালটা নেশার ঘোর কাটলে টের পাক দিনে দিনে কতটা নীচে নামছে ।

(৪)

তমালী ভাবতে পারেনি আবার সবাই এক ছাদের তলায় হবে। অনেকদিন পরে আজ সে রান্নাঘরে ঢুকেছিল। মোম চাকরি পাওয়ার পর মাকে সাংসারিক কাজকর্মে অব্যাহতি দিয়েছিল। ওর কথা, অনেক করেছ এই সংসারের জন্য। কী পেয়েছ? তোমাকে ছেড়ে লোকটা বেরিয়ে গিয়েছে। সমাজে দিব্যি মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে। আটপৌরে তুমিকে পায়ের তলায় পিষে বেরিয়ে গিয়েছে। অথচ এই আটপৌরে তুমিই নিজের শখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে এই সংসারে শ্রম দান করে গিয়েছ। এখন শুধু খাবেদাবে, বই পড়বে। তমালী মেনে নিয়েছিল। উপার্জনহীন নারীকে তো কারোর না কারোর বশ্যতা স্বীকার করতেই হয়। অনেকদিন পরে অনিমেষ ফিরতে সংসারটা আবার তার নিজের সংসার মনে হচ্ছে।

মাছের বাটিটা সরিয়ে রাখল অনিমেষ। ডাল, ভাজা আর সুক্তো দিয়ে খেল। খুব সামান্যই খেল। চেহারাও ভেঙে গিয়েছে। রাইমার মতো মেয়েদের সঙ্গে কোনও পুরুষ যে ভালো থাকতে পারে না সেটা অনিমেষ বুঝেছে। তবে তমালীর কাছে ফেরার পথ ছিল না। গ্রামের এক ফালি মাটির বাড়ি সামান্য সংস্কার করে, সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিল মাস তিনেক আগেই। জ্বরে পড়েছিল দু’দিন। সব শুনে তমালী মেয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিল। মোম প্রথমে প্রতিবাদ করলেও মায়ের চাওয়াকে সম্মান দিয়েছিল। তমালীই এই বাড়িতে ফিরিয়ে আনে অনিমেষকে। সেও বোধহয় ফেরার প্রতীক্ষাতেই ছিল।

—মাছটা খেলে না? ভেটকি তো তুমি ভালোবাসো। ফুলকপি দিয়ে রান্না করেছি। তমালীর কথা শুনে অন্যমনস্ক অনিমেষ চমকে তাকায়।

তমালী দেখে অনিমেষের দু’-চোখে ধু ধু শূন্যতা। কোনও উত্তর না দিয়ে একসময় চেয়ার ঠেলে উঠে যায় অনিমেষ। মোম ফোনে কারওর সঙ্গে কথা বলছিল। তমালী ঘরে ঢুকতেই কথা শেষ করে মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

—একসঙ্গেই তো খেতে পারতিস? এতবার ডাকলাম।

—ওই লোকটা বাড়ি ছাড়ার অনেক আগে থেকেই কিন্তু একসঙ্গে আর আমরা খেতাম না মা।

—সে সব পুরনো কথা।

—পুরনো বলেই মিথ্যা হয়ে যাবে না মা। ইনফ্যাক্ট আমি নীচে খেতেও যাব না আর। আমার ঘরেই খাবার দিয়ে যেও।

তমালী নিজের আত্মজাকেই চিনতে পারে না। অবাক হয়ে মোমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবাকে সে এখন ‘ওই লোকটা’ সম্বোধন করে। আসার পর একবারও সামনে যায়নি। কপর্দকশূন্য হয়ে ফিরেছে অনিমেষ। সামনের মাসে পেনশন পেলে তবে তার হাতে টাকা আসবে। এই সঙ্কোচেই হয়তো মাছের বাটি সরিয়ে রাখল।

ভোরে ঘুম ভেঙে যায় অনিমেষের। এ বাড়িতে ফেরার দু’মাস হতে চলল। ছোটখাটো বেশ কিছু অসুখ শরীরে থাবা বসিয়েছে। তমালী তার শুশ্রূষার আটপৌরে চাদরটি বিছিয়ে দিয়েছে। তার তলায় অনিমেষ বড্ড নিশ্চিন্ত বোধ করে, কিন্তু মেয়েটা তার থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। হ্যাঁ ডাক্তার, পথ্য কোনও কিছুর ত্রুটি রাখেনি। কিন্তু, অনিমেষ বোঝে সবটাই কর্তব্য, আন্তরিকতার ছিটেফোঁটা নেই। এমনকী মেয়ের চোখে তার প্রতি অবজ্ঞা আর ঘৃণা ঝরে পড়ে। চোখ বন্ধ করে অনিমেষ ভাবে, এ কেমন ফেরা? আদৌ কি সে ফিরতে পারল সংসার, পরিজনদের কাছে? অনিমেষরা বোধহয় এভাবেই উত্তর খুঁজে যায়। ■